সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

# দুরন্ত বার্তা

আইপিএলে মহারাজের কামব্যাক

● ৮ পাতায়

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 35 Wednesday, 4 January, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা ✱ ১৯ পৌষ, ১৪২৯, বুধবার, ৪ জানুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

## পড়ে আছে কোটি কোটি টাকা!

### পঞ্চদশ অর্থ কমিশন নিয়ে বিশেষ নির্দেশ মুখ্য সচিবের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** গ্রামাঞ্চলে পঞ্চদ্বশ অর্থ কমিশনের চলতি আর্থিক বছরে বরাদ্দের ৫০.৪৬ শতাংশ অর্থ এখনও খরচ করতে পারেনি জেলাগুলি। টাকার অঙ্কে ২৪৪৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে টায়েড ফান্ডেই পড়ে রয়েছে ১৫২৭ কোটি টাকা। এই টাকা পাণীয় জল ও শৌচালয় তৈরিতে খরচ করার কথা। এছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন মূলক খাতে আনটায়েড তহবিলে খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে ৯১৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি পঞ্চদ্বশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির ১৬৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দর ৫০ শতাংশের কম টাকা খরচ হয়েছে ৭৬টি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায়। ৫২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একই ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তাই নবান্ন আগেই বিভিন্ন দফতরকে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণের নির্দেশ দিয়েছিল। এবার পঞ্চদ্বশ অর্থ কমিশনের টাকা যাতে জেলাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দ্রুত খরচ করতে পারে সেজন্য পঞ্চায়েত দপ্তর উদ্যোগী হল। কারণ কমিশনের প্রথম কিস্তির টাকার একটা বড় অংশ এখনও খরচ হয়নি। এনিয়ে নবান্ন উদ্বিগ্ন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আসতে চলেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি উল্লানাথন জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে আগেই জানিয়ে দিয়েছে, এই টাকা যাতে পাওয়া মাত্রই খরচ করা যায় সেজন্য আগে থেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে সময় ধরে চূড়ান্ত করে ফেলতে বলা হয়েছে। যাতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। পঞ্চায়েত দফতর টাইমলাইনে জেলাগুলিকে বলেছে, প্রকল্প চিহ্নিত করুন। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়ত সমিতি, জেলাপরিষদ সাধারণ সভা ডেকে অনুমোদন করে নিন। আগের প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ব্যায় হয়ে থাকলে সে নিয়েও সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন করিয়ে রাখুন। এই অনুমোদন পাওয়ার পরই তা ই-গ্রামস্বরাজ পোর্টালে আপলোড করে দিন। নতুন প্রকল্পগুলি অনুমোদনের পরই তা চূড়ান্ত পরিকল্পনা ও খরচের রূপরেখা আইনি অনুমোজনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভেটেড করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পেশ করুন। ৯ জানুয়ারির মধ্যে তা করে ফেলতে হবে। তারপরই এই ভেটেড স্কিম বা প্রকল্পগুলি ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ সভায় অনুমোদন করাতে হবে। ১৪ জানুয়ারির মধ্যে টেন্ডার ডাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ শেষ করে রাখতে হবে। যাতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বরাদ্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেই গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। তারপরও পঞ্চদ্বশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ২ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা খরচ না করে জেলাগুলিতে পড়ে রয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন নবান্ন। কেন এই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত খরচ করতে পারছে না জানতে চেয়ে মুখ্যসচিব ২ জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার বৈঠক

ডেকেছেন। এই বৈঠকে পঞ্চায়েত আধিকারিকদের সঙ্গে জেলাশাসকদেরও থাকতে বলা হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নে অর্থ কমিশনের বরাদ্দের সবটাই মেলে কেন্দ্রীয় অনুদান হিসেবে। তাই খরচের ক্ষেত্রে গড়িমসি আগামী বছরগুলিতে কমিশনের সুপারিশ করা কেন্দ্রীয় অনুদান বরাদ্দ আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের আশঙ্কা। অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে প্রতিটি জেলাকে জনসংখ্যার নিরীখে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। পাঁচ বছর ধরে ধাপে ধাপে এই টাকা কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায়। কোনও বছরে এই টাকা কম খরচ হলে পরের বছরের বরাদ্দ কমে যায়। এজন্য নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক পরিকল্পনা মাফিক ৬০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ করা হয়। একে শর্তাধীন বা টায়েড তহবিল। পানীয় জল ও স্যানিটেশন প্রকল্পে এই টাকা খরচ করতে হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলাগুলিকে এই তহবিলের বরাদ্দ পেতে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য জমা দিতে হয়। বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয় আনটায়েড বা নিশ্বর্তাধীন তহবিলে। সেক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাধীনতা রয়েছে। তাদের এই বরাদ্দ অনুমোদন পেতে তাদের পছন্দ মতো প্রকল্প বছরের গোড়ায় নিয়ম করে জমা দিতে হয়। যা মূলত গ্রামীণ পরিকাঠমোগত বিকাশে খরচ করতে হয়। কোনও পঞ্চায়েত বেতন, প্রশাসনিক কাজে বা পরিবহণ সংক্রান্ত কাজে এই টাকা খরচ করতে পারে না। এলাকার সমষ্টিগত উন্নয়নের স্বার্থেই এই টাকা খরচ করতে হয়। নবান্ন বলছে এই মুহূর্তে এর মধ্যে শর্তাধীন তহবিল বা টায়েড ফান্ড খরচ না হয়ে জেলাগুলিতে পড়ে রয়েছে ১৬৪৫ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে জেলাগুলিকে এই তহবিল থেকে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪ হাজার ১৮২ কোটি টাকা। এই টাকা গ্রামীণ পানীয় জল, স্যানিটেশনের কাজে খরচ করার কথা। শুধুমাত্র গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পে পঞ্চায়েত ভিত্তিক অনুমোদন নিয়েও জেলাগুলি ১০৭৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেনি। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও জেলাগুলিতে পরে রয়েছে ৫৬৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। দেখা গিয়েছে, পাঁচ জেলা বরাদ্দ অর্থের ৫০ শতাংশের কম খরচ করেছে। এই জেলাগুলি হল মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান এবং নদীয়া। পানীয় জল ও স্যানিটেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় টাকা থাকার পরও কেন তা খরচ হচ্ছে না-এই প্রশ্নই উঠে এসেছে প্রশাসনিক মহলে। মুখ্যসচিব জেলাশাসকদের এব্যাপারে বার বার সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশেও স্টেট রুরাল লাইফহুড মিশন বা আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির কাজের অগ্রগতি নিয়েও ক্ষুব্ধ নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আনন্দধারা প্রকল্পে চলতি আর্থিক বছরে নতুন দু'লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যমাত্র বেঁধে দিয়েছিলেন। নভেম্বর পর্যন্ত সেই লক্ষ্যমাত্রার ৫০ শতাংশ পূরণ করতে পারেনি।

## ঘরে ঘরে যাবে মমতার চিঠি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** তার সুরক্ষা কবচ রাজ্যের সকল বাসিন্দাদের নিরাপদে রাখার একটা প্রচেষ্টা উল্লেখ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের কাছে চিঠি পাঠাতে চলেছেন। আগামী এগারোই জানুয়ারি থেকে তার দূতের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সেই চিঠি রাজ্যবাসীর হাতে পৌঁছানোর কাজ শুরু হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের ভাবনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি শিক্ষা থেকে চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে আবাসন এবং খাদ্য থেকে সামাজিক সুরক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুনিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতেই তার প্রচেষ্টায় তৈরি সুরক্ষা কবচ কাজ করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী চিঠির খসড়ায় উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি কোন অভাব, অভিযোগ থাকলে সরাসরি নিঃসংকোচে তার দূতকে সেই কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন দলনেত্রী। পৃথকভাবে সব সমস্যা শুনে তিনি তা সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেও চিঠিতে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

## আজ দু'দিনের গঙ্গাসাগর সফরে মুখ্যমন্ত্রী

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলার প্রস্তুতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীকাল দুই দিনের সফরে গঙ্গাসাগরে যাচ্ছেন। আগামীকাল হাওড়া থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হয়ে তিনি গঙ্গাসাগরে পৌঁছবেন। কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দেওয়া ছাড়াও তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষায় সেখানে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, সচিবদের সঙ্গেও তার বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। উল্লেখ্য আগামী ৮ থেকে ১৭ই জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে অনুষ্ঠিত এই মেলায় সারা দেশ থেকে ৩০ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন।

## রাজ্য ২০০০ নতুন চিকিৎসক নিয়োগ করছে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিষেবার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রায় ২০০০ নতুন চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তরে জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার হিসেবে এই চিকিৎসকদের নিয়োগ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মান উন্নয়নের নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি নতুন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের তৎপরতা শুরু হয়। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর মোট ৬ হাজার শুন্য পদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য সূত্রে জানা গিয়েছে।

## রাজ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** সাধারনের মানবাধিকার কতটা সুরক্ষিত তা খতিয়ে দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসছেন। সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বারো সদস্যর এই দলটি আগামীকাল কলকাতায় আসবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক খুন, নিয়োগ দূর্নীতি, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয় সরেজমিনে খতিয়ে দেখে ও সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট জমা দেবেন। উল্লেখ্য এর আগে গত বিধানসভা নির্বাচনের পরে রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা খতিয়ে দেখতে কমিশনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছিল।

## এবার ডিএলএডের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** ডিএলএড বা ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২১-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। আপাতত এই ভর্তি সংক্রান্ত কোনও আবেদন আর গ্রহণ করতে পারবে না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবার এই ভর্তি সংক্রান্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। ৫ জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি হবে। কিন্তু কেন এই নির্দেশ আদালতের? ডিএলএড কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ তুলে প্রধান বিচারপতির এজলাসে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়। গত ২৮ ডিসেম্বর এই ভর্তি সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সেই বিজ্ঞপ্তির একাংশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হয় মামলা। দু' বছরের এই কোর্সে ২০২১-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য গত ২৮ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয় ২ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারি ডিএলএডের জন্য ফর্ম পূরণ করা যাবে। অর্থাৎ ২০২১-২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্যই ভর্তি নেবে পর্ষদ। মামলাকারীদের প্রথম প্রশ্ন, দেড় বছর কোর্স হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে এই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। একইসঙ্গে কোর্সের ফি নিয়েও মামলাকারী অভিযোগ তোলেন। এই কোর্সে আবেদনের জন্য জেনারেল প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা লাগে। তফশিলি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে লাগে ১৫০ টাকা। কিন্তু মামলাকারীর বক্তব্য, পর্ষদ সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তাতে আবেদনের জন্য ৩ হাজার টাকা ফি দিতে হবে। এদিন দু'পক্ষের সওয়াল জবাব চলে। মামলাকারী সুকান্ত গুড়িয়ার হয়ে এই মামলা লড়ছেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। এদিন আদালতে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন বা এনসিটিই-র কাছে জানতে চাওয়া হয়, কতদিন ক্লাস করা বাধ্যতামূলক। উত্তরে জানায়, ২০০ দিন ক্লাস করতেই হবে। এরপরই আদালতে প্রশ্ন ওঠে, আর কয়েক মাস এই কোর্স শেষ হওয়ার বাকি। সেখানে কীভাবে এই বিজ্ঞপ্তি পর্ষদ দিল? আবেদনের ফি নিয়েও ওঠে প্রশ্ন। ডিএলএড সেই কোর্স যা করলে প্রাথমিক শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এডুকেশন কোঅর্ডিনেটর পদে বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন প্রার্থী। পাশাপাশি ডে কেয়ার সেন্টার, নার্সারি স্কুলগুলিতেও পড়াতে পারেন এই কোর্স করে।

## আপাতত বঙ্গ সফরে আসছেন না মোদি-শাহ-নাড্ডারা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** আপাতত রাজ্যে আসছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পিছিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি জে পি নাড্ডার বাংলার কর্মসূচিও। বিজেপি সূত্র মারফত এমনই জানা গিয়েছে। কী কারণে রাজ্য সফর আপাতত বাতিল হচ্ছে, সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে আগামী ১৬-১৭ জানুয়ারি রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক স্থির হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের অনুমান, সম্ভবত সেই কারণেই সফর আপাতত বাতিল করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি শিবির। তাই কেন্দ্রীয় বিজেপির তাবড় নেতাদের রাজ্যে আসার কথা ছিল। প্রাথমিকভাবে বিজেপি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, আগামী ৭ ও ৮ তারিখ রাজ্যে সভা করার কথা ছিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার। ১৭ জানুয়ারি অমিত শাহও আসবেন বলে শোনা যাচ্ছিল। তারপর

১৯ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সভা করতে পারেন বলে বিজেপি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল। তবে আপাতত সেই কর্মসূচি বাতিল করা হচ্ছে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভা বাতিল হয়নি। পিছিয়ে গিয়েছে। নতুন সময় পরবর্তীতে জানানো হবে বলেও জানান তিনি। তবে এই কর্মসূচি বাতিল নিয়ে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ ছাড়েনি তৃণমূল শিবির। শাসক দলের বিধায়ক তাপস রায় বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতৃত্ব যদি বাংলায় আসে তাতে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আসলেও আমাদের কিছু নেই। সেটি তাঁদের বিষয়। সেটা নিয়ে আমরা ভেবেই বা কি করব?'' তবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের কর্মসূচি বার বার বাতিল হওয়া নিয়ে বাঁকা মন্তব্য করেছেন তিনি। বলেন, এটি বরং জিজ্ঞেস করতে পারেন শুভেন্দু, সুকান্ত বা দিলীপকে। আসব আসব করে কেন কর্মসূচিগুলি হচ্ছে না বা কেন বদলাচ্ছে? উল্লেখ্য, এর আগে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতায় আসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মাতৃবিয়োগ হওয়ার কারণে সশরীরে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। ভার্চুয়ালিই যোগ দিয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে।

## সাধারণ নাগরিকের মতো জনপ্রতিনিধিদেরও বাক-স্বাধীনতা রয়েছে, রায় সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ** বাক-স্বাধীনতার উপর কোনও বিধি-নিষেধ জারি নয়। সাধারণ নাগরিকের মতো বিধায়ক, সাংসদদের পদে আসীন ব্যক্তিদেরও বাক-স্বাধীনতা রয়েছে। মঙ্গলবার মন্ত্রী, সাংসদদের কথার উপর লাগাম জারি নিয়ে এক মামলার শুনানিতে এমনই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। এটা যে সংসদের সদস্যদের জন্য একটি বড় জয়, তা বলা বাহুল্য। সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, ''সংবিধানের ১৯(১)(এ) ধারা মোতাবেক সংসদ ও বিধানসভার সদস্যদের সাধারণ নাগরিকের মতোই সমান বাক স্বাধীনতা রয়েছে। সরকারি কর্মীদের বাক স্বাধীনতার উপরও বিধি-নিষেধ জারি করা যাবে না।'' সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি গঠিত ৫ বিচারপতি, এস আব্দুল নাজির, বিচারপতি এ.এস বোপান্না, বিচতারপতি বি.আর গবাই, বিচারপতি ভি. রামাসুব্রহ্মনিয়াম এবং বিচারপতি বি.ভি নাগরত্নার বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। সংবিধানের ১৯(১)(এ) ধারাটি সকল নাগরিকের জন্যই প্রযোজ্য। ফলে জনপ্রতিনিধি থেকে সরকারি কর্মীদের বাকস্বাধীনতার উপর কোনভাবে বিধি-নিষেধ জারি করা যাবে না। যদিও বিচারপতি বি.ভি নাগরত্না সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বাকস্বাধীনতার উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করার পক্ষে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ঘৃণ্য মন্তব্য সমাজের মূল্যবোধ বিনষ্ট করে এবং নাগরিকদের আক্রমণ করে, বিশেষত যাঁরা সমাজের অনগ্রসর শ্রেণি থেকে উঠে এসেছেন। তাই জনপ্রতিনিধি

থেকে সরকারি পদে আসীন ব্যক্তিদের বাকস্বাধীনতা এবং আচরণের বহিঃপ্রকাশ সঠিক হওয়া উচিত। বিচারপতির কথায়, ''জনপ্রতিনিধিদের কথাবার্তার উপর নিজের বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিত।'' প্রসঙ্গত, গণধর্ষণে নির্যাতিতা সম্পর্কে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী আজম খান একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। গণধর্ষণের ঘটনাটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয় এবং জনপ্রতিনিধি থেকে সরকারি পদে আসীন ব্যক্তিদের বাকস্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ জারি করার আবেদন জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যের বেঞ্চের কাছে অ্যাডভোকেট কালীশ্বরম রাজ আবেদন জানিয়েছিলেন, বিধায়ক-সাংসদদের ঘৃণ্য মন্তব্যের উপর বিধি-নিষেধ জারি করা উচিত।

## দুবরাজপুর ছাড়া আর কোনও অভিযোগ নেই অনুব্রতর বিরুদ্ধে, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে অনুব্রত মণ্ডলের জামিন মামলার শুনানি ছিল। আদালতের তরফে আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, অনুব্রতর বিরুদ্ধে কোন কোন অভিযোগ রয়েছে, তা আদালতে জানানোর জন্য। সেই মতো এদিন রাজ্যের তরফে জানানো হয়, দুবরাজপুরের মামলা ছাড়া অনুব্রতর বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ নেই রাজ্যের কাছে। এর এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল রাজ্যকে। দুবরাজপুর মামলায় কেন অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হল? প্রশ্ন বিচারপতির। ভর্ৎসনার সুরে সরকারি আইনজীবীকে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, ''এটা স্পষ্ট বিকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করে মামলা রুজু করা হয়েছে।'' অনুব্রতর জামিন মামলার শুনানি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ মনে করছে, দুবরাজপুর থানার যে মামলায় অনুব্রতকে অতি দ্রুততার সঙ্গে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে, সেটা রাজ্যের পরিকাঠামো ব্যবহার করে অন্য একটি এজেন্সির মামলা নষ্টের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। পাশাপাশি সিবিআই অফিসারদের নাম লালন শেখের মৃত্যু মামলায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে আদালতের পাল্টা যুক্তি, তাহলে রাজ্যের কোনও থানায় অভিযুক্ত আত্মহত্যা করলে বা মৃত্যু হলে রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর হবে? প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে দুবরাজপুর আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন শিবকুমার মণ্ডল নামে এক তৃণমূল কর্মী। রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের নির্দেশে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যখন অনুব্রতকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় এই অভিযোগটি করেন শিবকুমার। আর এরপরই দুবরাজপুর থানার পুলিশ অনুব্রতকে 'শোন অ্যারেস্ট' করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এদিকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন অনুব্রত মণ্ডল। সব মিলিয়ে এই ঘটনা পরম্পরা নিয়ে যখন রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে, তখন আদালতে অনুব্রতর জামিন মামলার শুনানিতে আদালতের এই ধমক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল।

### মোদিকে খোঁচা দিয়ে প্রিয়াঙ্কার মুখে রাহুলের প্রশংসা

## 'আমার দাদাকে কেনা যায় না'

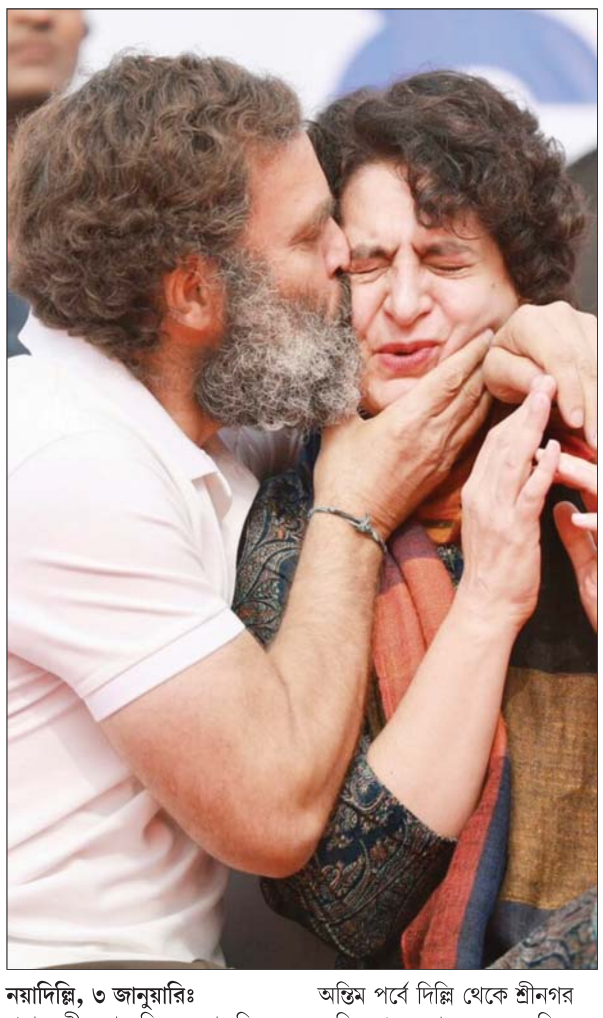

**নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ** প্রধানমন্ত্রীর নাম নিলেন না। কিন্তু নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদিকেই। আর এজন্য দাদা রাহুলের প্রশংসায় মুখর হলেন বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। বোঝালেন মোদির সঙ্গে রাহুলের ফারাক। মঙ্গলবার ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা বললেন, ''দেশে সরকার, সরকারি সংস্থা, সবই আম্বানি, আদানিরা কিনে নিয়েছেন। কিন্তু আমার দাদাকে কেনা যায় না।'' প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, ''আমার দাদা সৎ ও নির্ভীক। সে কাউকে ভয় পায় না। এজেন্সি দিয়ে তাঁকে চুপ করিয়ে দেওয়া যায় না।'' ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কংগ্রেস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা আজ বলেন, ''আমার দাদা নিরাপত্তা নিয়ে ভাবিত নয়। সে এক নির্ভীক মানুষ।'' দাদা রাহুলের সঙ্গে একাধিকবার ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মিলিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। রাহুলের পাশে দেখা গিয়েছে প্রিয়াঙ্কার স্বামী এবং ছেলেমেয়েদেরও। মঙ্গলবার যাত্রা অন্তিম পর্বে দিল্লি থেকে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হয়েছে। অন্তিম পর্বের প্রথম দিনই দাদার পাশে ফের দেখা গেল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কাকে। রাহুলের যাত্রা অন্তিম পর্বে পৌঁছনোর মুখে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। দুদিন আগেই মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ বলেন, ''রাহুলই ২০২৪-এ বিরোধী শিবিরের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী।'' প্রিয়াঙ্কাও সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আজ দাদার প্রশংসায় মুখর হলেন বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, এই পর্যায়ে সোনিয়া কন্যা অনেকটা পথ দাদার সঙ্গে থাকবেন। ২৬ তারিখ শ্রীনগরে যাত্রার অন্তিম দিনেও হাজির থাকবেন প্রিয়াঙ্কা। কংগ্রেসের এক বর্ষীয়ান নেতার কথায়, রাহুলের যাত্রা শেষ হতেই বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করবেন প্রিয়াঙ্কা। ভারত জোড়ো যাত্রায় সক্রিয়তা বাড়িয়ে পরের কর্মসূচির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন কংগ্রেস নেত্রী।

## বিকাশের বাড়িতে বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

### আইনজীবী বললেন, 'টাকা দিয়ে নিয়োগ তাই আটকেছি'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ** এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে এই বিক্ষোভ। মুকুন্দপুরের সেই মিছিল আটকেছে পুলিশ। পরে যদিও বিকাশবাবুর বাড়িতে পৌঁছন চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর দেখাও করেন তাঁরা। আজ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে লাগাতার বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর তাঁদের অনুরোধে বিকাশবাবু দু'জন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন। এ দিন আইনজীবী চাকরি প্রার্থীদের জানান, এই মামলার শুনানি দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত হয়ে রয়েছে। তার কারণ রাজ্য সরকার গোটা বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। সেই কারণে মামলা বিলম্বিত হয়েছে। এরপর আজ বিকাশবাবু পরামর্শ দেন, যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা যেন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর কিছু করার নেই। যদিও চাকরি প্রার্থীরা এই বিষয়টি

মানতে নারাজ। এদিন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''টাকা দিয়ে নিয়োগ হয়েছে। তাই আটকেছি। মামলা দ্রুত ত্বরান্বিত করা আমার অধিকার নেই। আসলে ওনারা রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। প্রথম থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন এই সমস্ত কিছু আটকে আছে আমার জন্য। এবার সেটা যখন উনি আদালতে প্রমাণ করতে পারলেন না, তখন এদের পাঠিয়েছেন আমার বাড়িতে। এই বিক্ষোভ অনেক দেখেছি, অনেক করেছি। তাই আমি বিচলিত হই না। ওনাদের কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই এখানে আসার। ওনারা ভেবেছিলেন আমাকে ভয় পাইয়ে দেবেন।'' পাশাপাশি তিনি নিয়োগের পথে বাধা হতে চাননি এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের উদ্দেশে। এক চাকরি প্রার্থী বলেন, ''২০১৯ সালে যখন আমরা মামলা করি। তখন বিকাশবাবু আমাদের বলেছিলেন আমরা যোগ্য। চাকরি পাব। এখন যখন সরকার আমাদের চাকরি দিতে চাইছে তখন উনি অন্য কেস দিয়ে হাইকোর্টে আমাদের চাকরির স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। অথচ আমরা যোগ্য প্রার্থী। এখন সরকার আমাদের লেটার দিয়েছে চাকরিতে যোগদান করার জন্য। কিন্তু বিকাশবাবু ও তাঁর উকিলরা সেই আমাদের চাকরির স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।''

## বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তানঃএস জয়শঙ্কর

ভিয়েনা, ৩ জানুয়ারি ঃ বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল পাকিস্তান। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তোপ দেগে একথা বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, পাকিস্তান সেই দেশ যে দেশ মুম্বই শহরে হামলা করেছিল, প্রতিদিন সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসীদের পাঠায়। সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল ভারতের কাছাকাছি অবস্থিত নিজের এই বিবৃতি প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেছেন, কেন্দ্রস্থলের চেয়ে অনেক কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে পারি আমি। আমাদের সঙ্গে যা ঘটছে তা বিবেচনা করে, পাকিস্তান এমন একটি দেশ যা কয়েক বছর আগে আমাদের সংসদে আক্রমণ করেছিল।ভিয়েনাতে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, যদি আপনারা (পাকিস্তান) নিজেদের সার্বভৌম স্থান নিয়ন্ত্রণ করেন, আমি বিশ্বাস করি যা আপনারা করবেন। সন্ত্রাসী শিবিরগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়োগ ও অর্থায়নের মাধ্যমে কাজ করছে, আপনারা কি সত্যিই আমাকে তা বলতে পারেন যে পাকিস্তান এসব জানে না? বিশেষ করে, তাদের সামরিক পর্যায়ের যুদ্ধ কৌশলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

## আপাতত প্রয়োজন নেই বুস্টার পরবর্তী ডোজেরঃস্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ আপাতত করোনার টিকার বুস্টার ডোজ পরবর্তী কোনও ডোজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে এমনটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি চিনে কোভিড ফের মাথাচাড়া দেওয়ায় অনেকের মনেই এই নিয়ে প্রশ্ন জন্মেছিল। তবে কি সর্তকতার খাতিরে বুস্টার ডোজের পরও আরও একবার কোভিড টিকা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে! কিন্তু,মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সূত্রে খবর, এখনই এর কোনও প্রয়োজন নেই। তাই এই নিয়ে কোনওরকম নির্দেশিকাও এখনও অবধি জারি করা হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রের খবর, দ্বিতীয় কোভিড-১৯ বুস্টার ডোজ নেওয়ার এখনই প্রয়োজন নেই।

## মালদহে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা রুজু, রেল জানাল কোনও যাত্রী আহত হননি

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ যাত্রা শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই হামলার শিকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের বন্দেভারত এক্সপ্রেস। সোমবার সন্ধ্যায় মালদহের কুমারগঞ্জ স্টেশনের অদূরে হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। রেল জানিয়েছে, পাথরের আঘাতে সি-১৩ কামরার ডানদিকের একটি দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় মামলা রুজু করেছে ভারতীয় রেল।মঙ্গলবার সকালে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেলওয়ে আইনের ১৫৪ নম্বর ধারায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। একটি প্রধান দরজার কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও যাত্রী আহত হননি। এই ঘটনার জন্য ট্রেনও দেরিতে চলেনি।প্রসঙ্গত, গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল কর্মসূচিতে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন। রবিবার থেকে যাত্রী চলাচল শুরু হয়েছে এই ট্রেনে। প্রথম দিনেই শৌচাগারে জলের অভাব, দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজা ঠিকঠাক না-খোলা, চা-প্রাতরাশ সব যাত্রীর কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দিতে না-পারার মতো পরিষেবাগত একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। আর সোমবার সন্ধ্যায় এই ট্রেন লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে পাথর।

## শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ প্রবল ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার দাপটে মঙ্গলবারও জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে। শৈত্যপ্রবাহের জেরে রীতিমতো কাঁবু হয়ে পড়েছে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এদিন দিল্লিতে শীতের দাপট থাকলেও, কুয়াশা একটু কম ছিল। দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ কমে ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ, শীতের দাপটও ছিল অনেকটাই বেশি। ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পেতে এদিনও সকালের দিকে বহু মানুষকে আগুনের উত্তাপ নিতে দেখা যায়। পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও প্রায় একই রকম ঠান্ডা ও কুয়াশা

# আত্মসন্তুষ্টির বদলে চরম সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি,৩জানুয়ারিঃদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে প্রস্তুতি, দেশজুড়ে টিকাকরণ অভিযানের বর্তমান অবস্থা, উদ্ভূত নতুন কোভিড-১৯ ভেরিয়েন্ট এবং দেশে জনস্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব - এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি দেশে কোভিড-১৯-এর নতুন করে বা।ড়বাড়ন্ত দেখা দেওয়ার পরি প্রেক্ষিতেই এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আজ অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯-এর বর্তমান অবস্থা এবং কয়েকটি দেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যায় বৃদ্ধির ঘটনা নিয়ে একটি উপস্থাপনা পেশ করেন নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য সচিব। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় ভারতে কোভিড রোগীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৩।২২ ডিসেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে কোভিড আক্রান্তের হার ০.১৪ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও শেষ ছ'সপ্তাহে বিশ্বজুড়ে দৈনিক গ। আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯০ হাজার।প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রকম আত্মসন্তোষ ভুলে চরম সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোভিড এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সহ আধিকারিকদের নজরদারি ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে এবং তাকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দেন শ্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত স্তরের সার্বিক কোভিড পরিকাঠামোকে প্রস্তুত রাখতে এবং তার জন্য যন্ত্রপাতি, মানবসম্পদ এবং পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি ব্যবস্থা রাখার ওপর জোর দেন তিনি। অক্সিজেন সিলিন্ডার, পিএসএ প্ল্যান্ট, ভেন্টিলেটর এবং মানবসম্পদ সহ হাসপাতাল পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে ও কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পরীক্ষা করে দেখার জন্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী আধিকারিকদের কোভিড পরীক্ষা এবং জেনোমিক সিকোয়েন্সিং-এর ওপর জোর দিতে বলেছেন। দৈনিক ভিত্তিতে বেশি সংখ্যায় নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ল্যাবরেটরিগুলিতে জেনোম সিকোয়েন্সিং ল্যাবরেটরি (আই জিএসএল)-তে পাঠাতে বলেছেন। এর ফলে নতুন ভেরিয়েন্টকে নির্ধারিত করা সম্ভব হবে এবং দেশের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেককে কোভিড আদর্শ আচরণবিধি সব সময় মেনে চলতে বলেছেন বিশেষত, আসন্ন উৎসবের মরশুমে জনবহুল এলাকায় মাস্ক পরার কথা বলেছেন তিনি। বয়স্ক এবং আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন মানুষদের ক্ষেত্রে প্রিকশন ডোজ নিতে অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় যে চিকিৎসা, টিকা এবং হাসপাতালের শয্যার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যাবশ্যক ওষুধগুলির দাম এবং সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে প্রতিদিন নজরদারি বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন শ্রী মোদী।বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত অগ্রভাগে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নিঃস্বার্থ ভাবে এই কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন।বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ ডা. মনসুখ মাণ্ডব্য, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব শ্রী পি কে মিশ্র, নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী পরমেশ্বরন আয়ার, নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য সদস্য ডা. ভি কে পল, ক্যাবিনেট সচিব শ্রী রাজীব গৌবা, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পরামর্শদাতা শ্রী অমিত খারে, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী এ কে ভাল্লা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সচিব শ্রী রাজেশ ভূষণ, স্বাস্থ্য গবেষণা দপ্তরের সচিব ডা. রাজীব বেহেল, ফার্মা সিউটিক্যালস (আই সি)-র সচিব শ্রী অরুণ বারোকা সহ অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

# ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী, বললেন বিজ্ঞানের উচিত ভারতকে আত্মনির্ভর করা

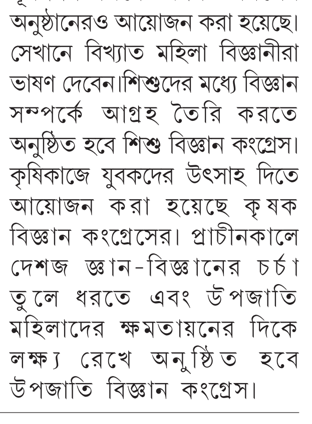

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ভিডিও কন ফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতকে আত্মনির্ভর করা উচিত বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা তখনই ফল দিতে পারে, যখন তারা ল্যাব থেকে জমিতে যাবেন। ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক বাজরা বছর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতের বাজরা এবং বাজরার ব্যবহার বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও উন্নত করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্টার্টআপের ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনটি শীর্ষ দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত। ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমরা ১৩০টি দেশের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ৮১ তম স্থানে ছিলাম, কিন্তু ২০২২ সালে আমরা ৪০ তম স্থানে পৌঁছেছি।এ বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের আলোচনার মূলবিষয় হল - মহিলাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্পে মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং গণিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলারা যাতে সমান সুযোগ সুবিধা পান সে ব্যাপারেও নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর ভূমিকা নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানীরা ভাষণ দেবেন।শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করতে অনুষ্ঠিত হবে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস। কৃষিকাজে যুবকদের উৎসাহ দিতে আয়োজন করা হয়েছে কৃষক বিজ্ঞান কংগ্রেসের। প্রাচীনকালের দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তুলে ধরতে এবং উপজাতি মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুষ্ঠিত হবে উপজাতি বিজ্ঞান কংগ্রেস।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৪জানুয়ারিঃবুধবার, ১৯পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজিঃ৪জানুয়ারিঃ ২০২২, ৫৬৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৯ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশঃ১৯ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ১১-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজা গতস্বপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৫ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৫ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৫৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ৫৩ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ১৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ২৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন - ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। প্রস্থকুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪৪ ৬১৯ (২) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯১২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

## সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহে সেরা সংগঠকের পুরস্কার লাভ চতুরঙ্গ-এর প্রাক্তন সভাপতির

পাথারকান্দি (অসম), ৩ জানুয়ারি ঃ সেরা সামাজিক সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত হলেন পাথারকান্দি চতুরঙ্গ-এর প্রাক্তন সভাপতি এএস হুসেন আহমেদ। বরাক উপত্যকার সামাজিক সংগঠন কাটিগড়া সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের সুবর্ণজয়ন্তীর আঞ্চলিক পূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাটিগড়ার বিধায়ক খলিলউদ্দিন মজুমদারের হাতে তিনি এই পুরস্কার হয়েছেন।প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তীর আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন চতুরঙ্গ-এর উপদেষ্টা তথা দক্ষ যুব সংগঠক সিদ্ধার্থশেখর পালচৌধুরী। পুরস্কার লাভ করে এএস হুসেন আহমেদ বলেন, ঘুরে ধরা আজকের সমাজ ব্যবস্থায় একটি সংগঠনকে এক এক করে পঞ্চাশ বছরে পাড়ি দেওয়াটা সহজ কাজ নয়। সংগঠনের একাংশ উদ্যমী যুবক-যুবতীদের কঠোর নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় এমন সম্ভবপর হয়েছে। কিছুটা আবেগিক হয়ে আহমেদ আরও বলেন, তাঁর মতো একজন সামান্য সমাজকর্মীকে এভাবে মঞ্চে ডেকে এনে সেরা সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত করার জন্য তিনি সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের কর্মকর্তাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।পরদিনা জানুয়ারির অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে পাথারকান্দি চতুরঙ্গ-এর উপদেষ্টা সিদ্ধার্থশেখর পালচৌধুরী সহ বরাকের উপত্যকার আরও তিনটি সামাজিক সংগঠনের দক্ষ সংগঠকদের আয়োজক সংস্থার পক্ষে স্মারকসম্মান তুলে দেওয়া হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, সংঘের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, নেহরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর মেহবুব আলম লস্কর, আয়োজক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি দাস প্রমুখ।

# শীর্ষ আদালতের রায়ের পর 'বিমুদ্রাকরণের বিরোধিতাকারীদের মুখে একটি চড়', মুখতার আব্বাস নকভি

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ২০১৬ সালের বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায়কে উল্লেখ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভি বলেন, এই সিদ্ধান্তটি 'বিমুদ্রাকরণের বিরোধিতাকারীদের মুখে একটি চড়'। দেশবাসী ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিমুদ্রাকরণের পদক্ষেপকে অনুমোদন করেছে। আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতও এটিকে অনুমোদন করেছে। এটা অস উদ্দেশ্যের লোকেদের মুখে একটা চড়।বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের যখন প্রথম বিমুদ্রাকরণ চালু করা হয়েছিল, তখন জনসংখ্যার একটি অংশ উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। এই লোকেরাই অবৈধ ব্যবসা এবং কালো টাকার সাথে জড়িত ছিল। তারা বিভ্রান্তি তৈরি করার এবং জনগণের মধ্যে ধারণা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। যদিও তারা সফল হতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিমুদ্রাকরণের পরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছিল যে লোকেরা নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তকে (বিমুদ্রাকরণের) আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে। আজ আবারও ঘটেছে, নীতিবাক্য 'সত্যমেব জয়তে'।

## প্রয়াত বর্ষীয়ান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেন, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ চলে গেলেন বর্ষীয়ান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বিগত কয়েকদিন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সুমিত্রা সেন। ২১ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সোমবার সকালে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসে পরিবার। তোনভাষাই জানিয়েছিলেন তাঁর দুই কন্যা ইন্দ্রাণী সেন এবং শ্রাবণী সেন। সোমবার শ্রাবণী সেন বলেন, মায়ের অনেক বয়স হয়েছে। সুতরাং, বয়স একটা কারণ এই অসুস্থতার। মা ভাল নেই। মোটামুটি আছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শেই মাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে এসেছি। মঙ্গলবার ভোরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছিল, বার্ধক্যজনিত একাধিক সমস্যায় ভুগছিলেন সুমিত্রাদেবী। ডিসেম্বর মাসে ঠান্ডা লাগে তাঁর। অসম্ভব সর্দি-কাশি হয়। ফুসফুসে জল পরে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এই অসুস্থতা শিল্পীর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও প্রভাব ফেলে।অনেক কম বয়সেই ''গীতবিতান''-এ গান শেখা শুরু সুমিত্রা সেনের। ''বৈতানিক''-এও সঙ্গীতের পাঠ নেন। তবে, প্রাথমিক পাঠ মায়ের কাছেই। পরবর্তীকালে শিক্ষাগুরু হিসেবে পান অনাদি দস্তিদার, প্রদ্যুত নারায়ণ, সুরেন চক্রবর্তী, শ্রীমতি রাধারানি, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রার দুই কন্যাও বাংলা সঙ্গীত দুনিয়ায় ছাপ ফেলেছেন। তাঁর বড় কন্যা শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন। কনিষ্ঠ কন্যা শ্রাবণী সেনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।গত বছর ২১ শে ডিসেম্বর তাঁর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ধরা পড়ে। ভর্তি ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন নিউমোনিয়া থেকেই দেহে আনুষঙ্গিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পীর। সোমবার রাতেই বাড়ি নিয়ে আসা হয় শিল্পীকে। বাড়ি থেকেই শিল্পীর চিকিৎসা চলবে বলে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয় পরিবারের তরফে। কিন্তু, মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান এই শিল্পী।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা প্রকাশ করে। তাতে লেখা, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুমিত্রা সেনের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।রবীন্দ্রসঙ্গীতের অগ্রগণ্য শিল্পী সুমিত্রা সেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নিজস্ব গায়কিতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১২ সালে 'সঙ্গীত মহাসম্মান'' প্রদান করে।সুমিত্রা সেনের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি সুমিত্রাদির দুই কন্যা ইন্দ্রাণী ও শ্রাবণী এবং সুমিত্রাদির পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

## দু'দিনের সফরে রাজস্থানে পৌঁছালেন রাষ্ট্রপতি, গার্ড অফ অনারে উষ্ণ অভিবাদন

জয়পুর, ৩ জানুয়ারিঃ রাজস্থানে দু'দিনের সফরে জয়পুরে পৌঁছালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সকালে জয়পুর বিমানবন্দরে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি, সেখানে রাজস্থান সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়। রাষ্ট্রপতিকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর রাজস্থানে এটি প্রথম সফর দ্রৌপদী মুর্মুর, তাই তাকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানায় রাজস্থান সরকার। এদিন সকালে সকালে রাজভবনে সংবিধান উদ্যান পার্কের শিলান্যাস করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র ও মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বুধবার রাজস্থানে পালিতে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি।

## আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫.০ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০ ৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯২শতাংশ এবং ৪০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৮টা ২৩মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজ ৬ টা ১৫মিনিট এবং সূর্য অস্তযাবে আজঃ ৫ টা -০৭মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

## ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, গুরুদাসপুরে অস্ত্রধারী পাক অনুপ্রবেশকারী নিকেশ

গুরুদাসপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল অস্ত্রধারী এক অনুপ্রবেশকারী, সেই সন্দেহভাজনকে থামতে বলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানরা, কিন্তু সে এগিয়ে আসতে থাকে। এরপর গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানারা, মৃত্যু হয়েছে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীর। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র। বিএসএফ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ গুরুদাসপুর সেক্টরের বিওপি চান্না-তে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানারা সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তাঁরা দেখেন অস্ত্রধারী এক সন্দেহভাজন ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, তক্ষণা ওই সন্দেহভাজনকে থামতে বলা হয়। কিন্তু, সে এগিয়ে আসতে থাকলে বিএসএফ জওয়ানারা গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই অনুপ্রবেশকারীর। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

## কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ত্রিপুরা সফর, ধর্মনগর ও সাব্রুমে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ জানুয়ারিঃ ত্রিপুরায় বিজেপির রথযাত্রা, অর্থাৎ ' জন বিশ্বাস যাত্রা'র সূচনা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ৫ জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা এবং দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে রথ যাত্রার সূচনা করবেন তিনি। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে ধর্মনগর এবং সাব্রুমে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ধর্মনগরের বিবিআই মাঠ এবং সাব্রুম কলেজ সংলগ্ন মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাস্থলের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন তিনি।এদিন সকালে হেলিকপ্টারে চেপে মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগরে যান। সেখানে এনএসিজির হেলিপ্যাডে নেমে তিনি সোজা চলে যান বিবিআই মাঠে। কদমতলা থেকে বিজেপির রথ যাত্রার সূচনা ঘিরে ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভার আয়োজন করা হয়েছে। তাই তার ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সঙ্গে সাথে ছিলেন উপাধ্যক্ষ বিশ্বন্ধু সেন, যুবরাজনগরের বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার এবং বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।ধর্মনগরের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি সাব্রুম চলে যান। বিবিআই মাঠে প্রতিশ্রুতি ছাত্রী।৩ এদিন মুখ্যমন্ত্রী ডিএনবি স্কুল ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।এদিকে, গত সোমবার দুপুর তিনটা নাগাদ হেলিকপ্টারে সাব্রুম যান। হেলিপ্যাডে তিনি প্রথমে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা তিনি খতিয়ে দেখেন। সেখান থেকে তিনি সাব্রুম কলেজ সংলগ্ন মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে যান। বিভাগীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাব্রুমের বিধায়ক শংকর রায়, দক্ষিণের জেলাশাসক সাজু ওয়াজেদ, দক্ষিণের পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং ও বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক।

## এস জয়শঙ্করের নিশানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তুললেন দ্বিচারিতার অভিযোগ

ভিয়েনা, ৩ জানুয়ারি ঃ রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একহাত নিলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে তিনি ইউরোপের দেশগুলির বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছেন।বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ' থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, ইউরোপ রাশিয়ার থেকে ৬ গুণ বেশি জ্বালানী তেল রাশিয়ার থেকে কিনেছে। যদি ৬০ হাজার মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় সম্পন্ন দেশকে নিজের স্বার্থ দেখার অধিকার থাকতে পারে, তাহলে মাত্র ২ হাজার মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় সম্পন্ন দেশের নিজেদের স্বার্থ দেখার অধিকার কেন থাকবে না।'

# সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থী তৎপরতা দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য প্রসঙ্গে বিবৃতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি,৩জানুয়ারিঃসন্ত্রাসবাদকে কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এটাই হল কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে প্রতিরোধ ও দমন করার লক্ষ্যে সরকারের বিশেষ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁর বাসভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর। সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইউএপিএ-কে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে সরকার যেমন আইনি পথে অগ্রসর হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো উপহার দেওয়ার মাধ্যমে আইনি পদক্ষেপকে বলব করে তুলতেও সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য চালু করা হয়েছে জাতীয় অনুসন্ধান সংস্থা সম্পর্কিত (সংশোধন) আইন। সরকারের এই যুগ্ম প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা দমনের আমাদের কাজে বিশেষ সফল হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।শ্রী ঠাকুর জানান, সন্ত্রাসের সমস্যার বিষয়টিকে বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গেই বিশ্ব নেতৃত্বের উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈঠক ও সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতেও বিষয়টি স্থান পেয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য বিশ্ব নেতৃত্বকে কাছে বিশেষ আর্জি জানিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ইন্টারপোল-এর ৯০তম সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ কারী বিদেশি প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ২ হাজারেরও বেশি। ঐ অধিবেশনে সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূলে একটি ঘোষণাপত্রও স্বাক্ষরিত হয়।শ্রী অনুরাগ ঠাকুর তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন যে সন্ত্রাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সক্ষমের দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সার্জিকাল স্ট্রাইক ও বালাকোট স্ট্রাইক। এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসকে দমন করার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে উপযুক্ত প্রত্যাঘাত হেনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতায় জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা হ্রাস পেয়েছে ১৬৮ শতাংশের মতো। একইভাবে, সন্ত্রাসকে আর্থিক সহায়তার বিষয়টিও মদত দেওয়ার প্রবণতাকেও ৯৪ শতাংশ কমিয়ে আনার কাজে আমরা সফল হয়েছি।দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তির এক বাতাবরণ গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টাগুলির কথাও উল্লেখ করেন শ্রী অনুরাগ ঠাকুর। ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে ৬ হাজার উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণে করতে বাধ্য হয়েছে। বাম ঘেঁষা উগ্রপন্থী দমনে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে হিংসাত্মক ঘটনাবলীর সংখ্যা ২৬৫ শতাংশের মতো হ্রাস পেয়েছে।শুধু সন্ত্রাস দমনই নয়, একইসঙ্গে উগ্রপন্থী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতেও অঙ্গীকারবদ্ধ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে বোড়ো চুক্তি। আবার, ঐ বছরেরই জানুয়ারি মাসে সম্পাদিত হয়েছে ব্রু-রিয়াং চুক্তিটি। এর আগে ২০১৯-এর আগস্ট মাসে স্বাক্ষরিত হয় এনএলএফটি-ত্রিপুরা চুক্তি। ২০২১-এর কার্বি আংলং চুক্তি এবং ২০২২-এর আসাম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমানা চুক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে আরও দুটি সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষে কোভিড মহামারী জনিত সমস্যাকে দমন ছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা এবং বিভিন্ন দেশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসনের কাজেও সরকার বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। কোভিড-১৯ সংকটকালে দেশের ১ কোটি ৮৩ লক্ষ নাগরিককে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে 'ভারত মিশন' কর্মসূচির আওতায়। এছাড়াও, চিনের হুহান প্রদেশ থেকে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে ৬৫৪ জন মানুষকে। শুধু ভারতীয়দেরই নয়, বিদেশি নাগরিকদেরও বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার কাজে সামিল হয়েছে ভারত সরকার।

## দৈনিক সংক্রমণ কমে ১৩৪, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়নি কারও, ভারতে সক্রিয় রোগী নিরন্তর কমছে

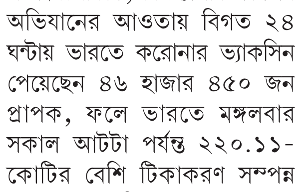

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ায় পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৫,৩০,৭০৭ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৫৮২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৮,৯৫৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৫,৬৬৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৬ হাজার ৫৪০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১১,২৩,৬৪২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৫১,১৮৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৫১,১৮৬ নমুনা টেস্টের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৪ জন।

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**অত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয় কোনও খারাপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত, **বৃষ রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। শুভ **মিথুন রাশিঃ**কাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। বন্ধুদের প্রত্যাশাপূরণের সম্ভবনা হতে পারে **কর্কট রাশিঃ**আপনার হাসি বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। যাঁরা এখনও বেতন পাননি তারা অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন। বিবাহের যোগ। **সিংহ রাশিঃ**গাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। সংসারে শান্তি হবে **কন্যা রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো যেতেপারে **তুলা রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভদিন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করে দেবে। নিম্পাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায়। **ধনু রাশিঃ**নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। শুভদিন **মকর রাশিঃ**অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। সন্তান হতে পারে **কুম্ভ রাশিঃ**যদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল। শুভদিন **মীন রাশিঃ**আজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। খুশি হবেন না- সে আপনি তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য যাই করুন না কেন।আপনার ভাগ্যবান দিন, কারণ তিনি আপনার

# জয়নগরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ একাধিক বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য সাংসদ দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ জানুয়ারি ঃ আর কয়েকমাস পরে পঞ্চায়েত ভোট। আর তার আগে সব দলই চাইছে নিচুতলার সংগঠনকে মজবুত করতে। আর তাই তো গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছোটখাটো সভা, আলোচনা, চায়ে পে চর্চায় অংশ নিচছেন বিজেপি সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। ১ জানুয়ারি জয়নগরের বেলিয়াচন্ডীতে এক কর্মীর বাড়িতে মাছ ধরার পাশাপাশি জনসংযোগের কাজ সামলান তিনি। সোমবার রায়দীঘির কুমড়োপাড়ায় অঞ্চল সম্মেলনে অংশ নেন তিনি। আবার মঙ্গলবার কুলতলি বিধানসভার দুটি এলাকায় অঞ্চল সম্মেলনের পরে ফেরার পথে জয়নগরের দক্ষিন বারাশতে চায়ে পে চর্চায় অংশ নিলেন দিলীপ ঘোষ। আর চিরাচরিত ভাবে এদিন আবারো বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সর্বভারতীয় বিজেপির সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের একটি দলীয় সভায় এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষের দাবি, 'সন্ধ্যা হলে টিএমসি লিডার আর বিডিও মিলে ভাগ বাটোয়ারা করে। ১০০ দিনের কাজের টাকা কত মারা হবে, কার বাড়ির টাকা নেওয়া হবে, কোন ব্যাটা টাকা দেয়নি তার নাম কেটে অন্য লোককে দেওয়া হবে। যে টাকা দেবে'। রাজ্যের বিডিও অফিসগুলো ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যে হলে সেখানে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা করেন বিডিওরা। তাই রাজ্যের সমস্ত বিডিও অফিস ঘেরাও করতে হবে। বিডিওগুলো সব থেকে বড় ডাকাত। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে এক দলীয় সভা থেকে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এমনকী বিডিওদের 'সব থেকে বড় ডাকাত' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। দিলীপবাবু বলেন, 'কেন্দ্রের টাকা পঞ্চায়েতে আসবে আর সেখান থেকে খরচ হবে। কারণ মাঝ পথে টাকা চুরি হয়ে যায়। কিন্তু এই পঞ্চায়েত এখন চোরের আখড়া হয়েছে। আর যার মাধ্যমে টাকা আসে। সেই বিডিও সব থেকে বড় ডাকাত। সন্ধ্যা হলে ডাকাতদের সঙ্গে ফিস্ট করে। সারা বাংলায় প্রায় ৪০০ টা বিডিও অফিস আমরা ঘেরাও শুরু করেছি। এই জেলাতেও করতে হবে। সব বিডিও অফিস ঘেরাও করতে হবে। ওইটা হচ্ছে ঘুঘুর বাসা'। দিলীপ ঘোষের দাবি, 'সন্ধ্যা হলে টিএমসি লিডার আর বিডিও মিলে ভাগবাটোয়ারা করে। ১০০ দিনের কাজের টাকা কত মারা হবে, কার বাড়ির টাকা নেওয়া হবে, কোন ব্যাটা টাকা দেয়নি তার নাম কেটে অন্য লোককে দেওয়া হবে। যে টাকা দেবে'। এদিন তিনি এও বলেন 'যেই আমরা বিডিও অফিস ঘেরাও করতে শুরু করেছি, বিডিও বলছেন, যা করার করুন, আমার কিছু করার নেই। আমাকে যা বলছে আমি তাই করছি। চাকরি করেন। তুই ব্যাটা টাকা নিলি কেন তাহলে'? প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে জেলায় জেলায় চলছে বিক্ষোভ। অভিযোগ, প্রায় সর্বত্র পাকা বাড়ির মালিকদের নাম রয়েছে তালিকায়। অথচ বাদ গিয়েছে কাঁচা বাড়ির বাসিন্দাদের নাম। কোথাও তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান বা সদস্যের পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম রয়েছে তালিকায়। এদিন কুলতলির বিধানসভা এলাকায় দুটি ও জয়নগরে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ। ফেরার পথে এদিন বিকালে জয়নগর ১ নং মন্ডল আহবানে দক্ষিন বারাসত ধর্মঠাকুরতলায় চায়ে পে চর্চায় অংশ নিলেন দিলীপ ঘোষ, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর, জেলা পরিষদ সদস্য প্রনতি মাঝি সহ আরো অনেকে। এদিনের দিলীপ ঘোষের এই অনুষ্ঠান গুলিতে বহু বিজেপি কর্মী সমর্থকরা অংশ নিলেন।

# হাওড়ায় বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির কাজ হারানো কর্মীরা আবার আন্দোলন শুরু করেছেন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ চার বছরের বকেয়া বেতন এবং কাজে পুনর্নিয়োগের দাবিতে ফের আন্দোলনে নেমেছেন বার্নের কর্মীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে গত চার বছর ধরে তাদের বকেয়া বেতন দিতে হবে এবং তাদের কাজে পুনঃর্নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিতে তারা আবার আন্দোলন শুরু করেছেন। প্রায় ৫৭ জন ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ২০১০ থেকে রেল মন্ত্রকের অধীনে তাঁদের নেওয়া হয়। কিন্তু, আচমকাই চার বছর আগে তাঁদের বলা হয় যে রেল থেকে ক্লোজার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এরপরই তাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এদের অভিযোগ তাঁরা রেল মন্ত্রকের অধীনে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে রেলের পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন তারা পাননি। সুযোগ সুবিধা তারা পাননি। এর প্রতিবাদেই এবং চাকরিতে পুনর্নিয়োগের দাবিতেই তাঁদের আন্দোলন শুরু হয়েছে। এদিন এক আন্দোলনকারী বলেন, ২০১০ থেকে আমরা মিনিস্ট্রি অফ রেলের আন্ডারে কর্মী। তার আগে আমরা ছিলাম মিনিস্ট্রি অফ হেভি ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে। এখনও পর্যন্ত রেলের কোনওরকম সুযোগ সুবিধা, পে-স্কেল, এবং পে-সাপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়নি। উপরন্তু ৪ এপ্রিল ২০১৮ সালের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ২০১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আমাদের ছাঁটাই করা হয়। এরপর ছাঁটাইয়ের পর ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ আবার পুনর্নিয়োগ করা হয়। ওই দিনেই আবার ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। এখন চাইছি আমাদের পুনর্নিয়োগ করা হোক। এর পাশাপাশি রেলের পে-স্কেল সহ রেলের যে যে সুযোগ পাওয়া উচিত তা দেওয়া হোক। ৫৭ জন আমরা স্থায়ী কর্মচারী। সমস্ত অর্ডার আমাদের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও আমাদের একবার চাকরি দিচ্ছে এবং আবার চাকরি নিচ্ছে। এখানে ভুয়ো ক্লোজারের সিদ্ধান্তের নোটিশ মেরে এই জিনিস করা হচ্ছে। আরেক কর্মী স্বপন মান্না বলেন, আমাদের ৪ বছরের বেতন বাকি। আমাদের দাবি এই বেতন দিতে হবে, পুনঃর্নিয়োগ করতে হবে। আমাদের ধারণা এই কাজ লোকাল ম্যানেজমেন্ট করেছে। কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাজ করা হয়েছে।

# পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ঘটনায় গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবারও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারিশরিফ এলাকা থেকে। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, যার মধ্যে দুটি সেভেন এম এম পিস্তল ও একটি পাইপগান রয়েছে। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে একটি দু হাজার টাকার জাল নোট সহ মোট চারটি জাল নোট, দুটি চোরাই ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল ফোন ও একটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটর বাইক। ধৃতদের নাম রাহুল কুমার মিশ্র, সনু দিওয়ান ও সাহিল শেখ। এঁদের মধ্যে রাহুলের বাড়ি বিহারে ও বাকি দুজনের বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির কাঠপোল এলাকায় নাকা তল্লাশি করার পুলিশ একটি বাইকে তিনজনকে চেপে আসতে দেখে। তাঁদেরকে দাঁড়াতে বললে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাঁদেরকে ধাওয়া করে পুলিশ গ্রেফতার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা রাহুল অস্ত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত। তাঁর সাথে স্থানীয় যুবকের কি সম্পর্ক সেটা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। এতো অস্ত্র নিয়ে এরা কোথায় যাচ্ছিল সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এঁদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ আরও তদন্ত করতে চাইছে। মঙ্গলবার দুপুরে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির কাঠপোল এলাকায় নাকা তল্লাশি করার পুলিশ একটি বাইকে তিনজনকে চেপে আসতে দেখে। তাঁদেরকে দাঁড়াতে বললে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাঁদেরকে ধাওয়া করে পুলিশ গ্রেফতার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা রাহুল অস্ত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত। তাঁর সাথে স্থানীয় যুবকের কি সম্পর্ক সেটা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। এতো অস্ত্র নিয়ে এরা কোথায় যাচ্ছিল সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এঁদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ আরও তদন্ত করতে চাইছে।

# মহেশতলার বাড়িতে আগুন, বিস্ফোরণ দুটি সিলিন্ডারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ মহেশতলায় একটি বাড়িতে সোমবার গভীর রাতে আগুন লাগে। মঙ্গলবার দমকল আধিকারিকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সোমবার মধ্যরাতের পর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের হায়াতপুর পালপাদা এলাকার একটি বাড়িতে আগুন লাগে। আগুনে ঘরে থাকা দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে বাড়ির সাতটি ঘর আগুনে পুড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের দুটি গাড়ি ও স্থানীয় পুলিশ। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই বাড়ির বাসিন্দারা দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। যার ফলে কোনোও হতাহতের ঘটনা ঘটনি। বাড়িতে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। কীভাবে আগুন লাগলো তা এখনও জানা যায়নি। দমকলের স্টেশন অফিসার সুকুমার রায় বলেন, একটা দোতলা বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা রওনা হই। যেহেতু সরু রাস্তা, গাড়ি ঢোকানো যায়নি। অবশেষে আমাদের গাড়িতে যে পাম্প ছিল, তা বার করে কাজ শুরু করি। গোটা বাড়িটারই চৌহদ্দি জ্বলছিল। এক ধারের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতেই অন্য পাশে ফের আগুন জ্বলে ওঠে। এরপর আরও পাম্প এনে, অন্যদিক দিয়ে ছোট গাড়ি ভিতরে ঢুকিয়ে তবে আগুনটা আটকানো গিয়েছে। পুরনো দিনের বাড়ি। কড়ি বর্গার কাজ। সেগুলো সবই আগুনে ঝলসে গিয়েছে। দোতলার চারটে ঘর, তিনতলার তিনটে ঘর মিলিয়ে মোট সাতটা ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দু'টো সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে। বাকি আরও ছিল, সেগুলো ওনারা আগেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তবে কোনও লোক আহত হননি।

# বাল্য বিবাহ বন্ধ, নারী পাচার রোধ সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে জয়নগরে হয়ে গেল সচেতনতা শিবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩ জানুয়ারি ঃ বাল্য বিবাহ বন্ধ, নারী পাচার বন্ধ সহ একাধিক জনসচেতনতা মূলক কাজ করে চলেছে সরকারের সাথে বেশ কিছু স্বেচছাসেবী সংগঠন। রাজ্য যুব কল্যান দপ্তর ও ইউনিসেফের সহায়তায় বাগবেড়িয়া সুন্দরবন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের পরিচালনায় মঙ্গলবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ বাগবেড়িয়ায় বাল্য বিবাহ, কন্যা ভ্রুন হত্যা, নারী পুরুষের সমান অধিকার সহ একাধিক বিষয় নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির হয়ে গেল। এ দিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের যুব কল্যান দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রাজিত শুভ্র নস্কর কামিনী কুমার গুছাইত, ভারতীয় যুব অভিসার সুমিতা দাস হালদার, রিমি মজুমদার, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত আলি খান, সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রহিম মোল্লা, সুন্দরবন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের সম্পাদক বিশ্বনাথ নাইয়া সহ আরো অনেকে। এদিন এইব্যাপারে সুন্দরবন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের সম্পাদক বিশ্বনাথ নাইয়া বলেন, বাল্য বিবাহ বন্ধ, নারী পাচার রোধ, ভ্রুণ হত্যা আটকাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আমরা সরকারের সহায়তায় একটি সচেতনতা মূলক শিবির করলাম। আগামী দিনেও এই শিবির চলবে। আমরা চাই এই সব শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর।

# পারদ নামতেই আবার ঠাণ্ডা বাড়ল তিলোত্তমায়, শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ তাপমাত্রার পারদ নামতেই শীত বাড়ল তিলোত্তমায়। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নেমেছে পারদ, গ্রাম বাংলা কাঁপছে শীতে। আগের দিনের তুলনায় একটু কমে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ পৌঁছেছে ১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নতুন বছরে দাপুটে ইনিংস শুরু করল শীত। সোমবারের পর মঙ্গলবার আরও নামল তাপমাত্রা। এদিন ভোরের দিকে রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই কুয়াশা ঢাকা ছিল। তবে বেলা বাড়তেই তা কেটে যায়। আর জাঁকিয়ে ঠান্ডাও পড়ে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবারের পর থেকে উত্তুরে হাওয়ার দাপট আরও বাড়বে। আগামী কয়েকদিন শৈত্যপ্রবাহ চলতে পারে। খানিকটা উষ্ণ আমেজে বর্ষশেষ হলেও নতুন বছরে যে শীত ফিরবে, সেই পূর্বাভাস ছিলই। বছরের দ্বিতীয় দিন থেকেই তা সত্যি হয়ে উঠল। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী পাঁচদিন মূলত পরিস্কার আকাশ থাকবে। শুক্রবার থেকে পরবর্তী দু-তিন দিনে রাজ্যের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে। সপ্তাহান্তে কলকাতার তাপমাত্রা আর ১৩ ডিগ্রি বা তার নিচেও নেমে যেতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১০ ডিগ্রির নিচে নেমে যাবে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে বিশেষত দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আগামী ২৪ ঘন্টায়। রাজ্যের আর কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার ভোরের দিকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা ছিল। যার জন্য যানবাহন চলাচলে বেশ খানিকটা প্রভাব পড়েছে। ফগ লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালায়ে হয়। ট্রেন, বিমান চলাচলে দেরি হয়। তবে পরে কুয়াশার প্রভাব কেটে যায়। কলকাতায় মূলতঃ পরিস্কার আকাশ। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা। বৃহস্পতিবার থেকে পরিবর্তন হবে আবহাওয়ার। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই মহানগরীতে। মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৬ ডিগ্রি। এদিকে, চরম শৈত্যপ্রবাহের সতর্কবার্তা রয়েছে রাজস্থান, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশে। হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দেশের রাজধানী দিল্লিতে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে শনিবার পর্যন্ত। আগামী ২৪ ঘন্টায় দু' থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে।

# ৩১ তম রিষড়া মেলা নিয়ে পুরচেয়ারম্যানের সাংবাদিক সম্মেলন

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রিষড়া পৌরসভা আয়োজিত ৩১ তম রিষড়া মেলা ২০২৩ মঙ্গলবার বিকেলে রিষড়া পৌরসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানালেন রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী বিজয় সাগর মিশ্র। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান ও অন্যান্য কাউন্সিলররা। সাংবাদিক সম্মেলনে পুরচেয়ারম্যান বলেন, আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে এই রিষড়া মেলার স্থান রিষড়া স্টেশন সংলগ্ন মৈত্রী পথ গ্রাউন্ডে। মেলার মূল ভাবনা শান্তি সৌভ্রাতৃত্ব ও সংহতি মূল প্রবেশদ্বার রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম সার্ধদ্বিশতবর্ষ স্মরণে। মেলায় থাকছে আকর্ষণীয় দামে নানাবিধ পণ্যের পসরা শিশু কিশোরের জন্য বিনোদনের উপকরণ হরেক রকম খাবার আকর্ষণীয় প্রদর্শনী প্রতিদিন আলোচনা সভা সহ প্রখ্যাত শিল্পীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তিনি আরও বলেন রিষড়া হচ্ছে মিনি ভারত এখানে সব ধর্মের মানুষ থাকেন এখানে পুরো শহরটাই সিসি ক্যামেরা দিয়ে আবৃত করা মেলায় থাকছে সিসি ক্যামেরা দিয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ৭ জানুয়ারি উদ্বোধন করবেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি প্রধান অতিথি, বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, সভাপতি পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র। ১৮ জানুয়ারি সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এছাড়া এখানে হিন্দি ও উর্দু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

# বড়বাজারে পুলিশি হানায় উদ্ধার প্রায় ষাট লক্ষ টাকা, গ্রেফতার ৯ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ গত কয়েকদিন ধরেই উৎসবের মরশুমে বেড়ে গিয়েছে চুরির ঘটনা। এই ঘটনায় বেড়ে গিয়েছে পুলিশের তৎপরতা। এরই মাঝে বড়বাজারে হানা দিয়ে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা উদ্ধার করল গোয়েন্দা পুলিশ। মধ্য কলকাতার বড়বাজার জুড়ে চলে এই অভিযান। তাতেই এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করে বড়বাজার থানার পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেই খবর। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হিসাব বহির্ভূত বড় পরিমাণ টাকা বড়বাজার ও পোস্তা অঞ্চলে পাচার হচ্ছে, এমন খবর লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকদের হাতে আসে। তারই ভিত্তিতে গোয়েন্দারা বিভিন্ন জায়গায় হানা দেন। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিষ্ণুপদ আঁশ নামের এক ব্যক্তি ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা-সহ গ্রেপ্তার করা হয়। মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ৫৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ২০০ টাকা। ওই টাকা বহন করার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও যুক্তি দেখাতে পারেননি বহনকারীরা। গোয়েন্দাদের ধারণা, হাওয়ালার টাকা পাচার করা হচ্ছিল। এই তথ্য পুলিশের পক্ষ থেকে আয়কর দপ্তরকেও দেওয়া হবে। হাওয়ালার গদির সন্ধান চালানো হবে। ধৃতরা কোথা থেকে টাকা নিয়ে এসেছিল, তা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এই পাচারচক্রের মূলে কে বা কারা?

# মানিক ভট্টাচার্য্যের টাকা নেওয়ার কথা সিআইডি-র জেরায় কবুল তাপসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় মানিক ভট্টাচার্য্যের টাকা নেওয়ার কথা কবুল করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাপস মণ্ডল। তাপসকে মঙ্গলবার প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। এই প্রথম এই মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। এর আগে তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। সূত্রের খবর, ইডির জিজ্ঞাসাবাদে যে কথা জানিয়েছিলেন তাপস, সেই একই কথা সিবিআইকে তিনি জানিয়েছেন। ডিইএলএড কোর্সে ভর্তির জন্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে অফলাইনে ভর্তির জন্য প্রায় ২১ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন তাপস। লোক পাঠিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করতেন মানিক! এমনটাই অভিযোগ করেছিলেন তাপস। এ কথা ইডির জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছিলেন মানিক-ঘনিষ্ঠ। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ কলকাতার নিজাম প্যালেসে যান তাপস। দুপুর ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ সিবিআই দফতর থেকে বেরোন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংবাদমাধ্যমে তাপস বলেন, ''ইডির কাছে যা বলেছি, সিবিআইকেও সেটাই বলেছি। মানিকবাবুর সঙ্গে যা ঘটেছিল, তা ইডিকে বলেছি। সিবিআই সেটাই যাচাই করল। ২১ কোটি টাকার হিসাব আগে দিয়েছি। ছাত্রপিছু ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। উনি কোনও রসিদ দিতেন না।''

# বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় আতঙ্কিত যাত্রীরাও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ দ্বিতীয় দিনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে বাইরে থেকে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মালদা ঢোকার মুখে ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। মালদার কুমারগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়াগামী ২২৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সি-১৩ কোচের দরজার কাচ ভেঙে যায় ওই ঘটনায়। এই ঘটনায় রেল প্রশাসনের তরফে মালদার পুখুরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই ট্রেনের যাত্রী ডানকুনির বাসিন্দা রিন্টু ঘোষ বলেন, বাইরে থেকে ইট বা পাথর ছোঁড়া হয়েছিল। যা গেটে লেগেছিল। মালদায় ট্রেন ঢোকার আগে সম্ভবত ঘটনাটি ঘটে। যাত্রী হিসেবে এমন ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। প্রসঙ্গত, প্রথম দিনেই ওই ট্রেনের খাবারের মান এবং পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন যাত্রীরা। দ্বিতীয় দিনে সোমবার বিকেলে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনটি যখন হাওড়া স্টেশনের দিকে আসছিল সেই সময় কুমারগঞ্জ স্টেশনের কাছে কে বা কারাও ওই ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। পাথর লাগে সি-১৩ কোচের দরজায়। কাচের দরজায় গর্ত হয়ে যায় এবং দরজার কিছুটা অংশ কার্যত ভেঙে যায়। এই ঘটনায় ওই কোচের ভেতরে থাকা যাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এসকর্ট টিমের লোকজন। রাতে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছালে যাত্রীদের চোখে মুখেও আতঙ্কের ছবি দেখা যায়। অন্ধকারে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে পাথর ছুড়লো তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ।

# কোভিড পরবর্তী সময়ে দূষিত পরিবেশে বাড়ছে অ্যালার্জিজনিত হাঁচি, কাশির সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ কোভিড পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি আমাদের দেশেও নাক - কান- গলার সমস্যা বেড়ে গেছে। এর মূলে আছে দূষিত পরিবেশ। বাতাস ও শব্দ দূষণের ফলে ছোট থেকে বড় সকলেরই অ্যালার্জিজনিত হাঁচি, কাশির ঝুঁকি বাড়ছে। পঞ্চাশতম সম্মেলনে এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসকরা মত বিনিময় করবেন। ৬ - ৮ জানুয়ারি ২০২৩ এ কলকাতার স্বভূমিতে শুরু হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী নাক -কান - গলার চিকিৎসকদের ৫০ তম সম্মেলন এওআইডব্লুবিসিওএন ২৩। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৭০০ জন নাক- কান - গলা বিশেষজ্ঞ এই সম্মেলনে তাঁদের মত বিনিময় করবেন। এর আয়োজন করেছেন অ্যাসোশিয়েশন অফ অটোল্যারিঙ্গোলজি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। ৫০ তম সম্মেলনের এর অরগানাইজিং সেক্রেটারি সাংগঠনিক সম্পাদক ডা দ্বৈপায়ন মুখার্জি মঙ্গলবার জানান যে শহরাঞ্চলের বাতাসে মিশে থাকা নানা ভাসমান কণার উপস্থিতিতে বাড়ছে এআর অর্থাৎ অ্যালার্জি রাইনাইটিসের ঝুঁকি। বাতাসে ভেসে থাকা কণার সংস্পর্শে নাক ও শ্বাসনালীতে টাইপ -১ অতিসংবেদনশীলতার ফলে নাগাড়ে হাঁচি, সর্দি, কাশি ও পরবর্তীকালে ব্রঙ্কিয়াল হাইপাররেসপন্সিভনেস থেকে হাঁপানি ও সিওপিডির মত জটিল সমস্যার ঝুঁকি থাকে। শুরুতেই সতর্ক হলে জটিলতা এড়ানো যায়। এর আগের দিন ৫ জানুয়ারি হেলথ ইউনিভার্সিটি ও আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষানবীশ ইএনটি চিকিৎসকদের জন্য হাতে কলমে শেখার শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। হাতে কলমে কান ও নাকের সার্জারি অস্ত্রোপচার শেখাবেন সিনিয়র ইএনটি শল্যবিদরা। ইমিউনোথেরাপির সাহায্যে অ্যালার্জির সমস্যা সম্পূর্ন ভাবে সারিয়ে তোলা যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইএনটির চিকিৎসক উপল জানা, ডা স্নেহাশিস বর্মন, ডা সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা দুলাল বসু, ডা এ এম সাহা প্রমুখ।

# মির্জা স্টেশনে নতুন গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া তৈরি

মালিগাঁও, ৩ জানুয়ারি ঃ নিউ বঙাইগাঁও- গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা ডাবলিং প্রজেক্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি মির্জা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে মির্জা ইয়ার্ডে নতুন গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া তৈরি করেছে। লোডিং- আনলোডিং সহজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সার্কুলেটিং এরিয়াটি স্টেশন ভবন ও গুড শেডের চারপাশের সড়ক পরিবহণের সুগম অবাধ প্রবাহকে সুবিধাজনক করে তুলবে। ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানটি ৮২৫ মিটার X ২৫ মিটার-এর গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার পাশাপাশি একটি গুডস সাইডিং-এর ব্যবস্থা সহ অনুমোদিত হয়েছিল।

মির্জা-চানডুবির মূল পথ থেকে গুডস সার্কুলেটিং এরিয়াকে সংযুক্ত করতে ৯৫০ মিটার প্রবেশ পথ সহ গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার কাজ শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে এবং প্রায় ১০.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার পাশাপাশি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সহ একটি লেবার রেস্ট রুমও তৈরি করা হয়। বিদ্যমান ৫ (পাঁচ) লাইন ইয়ার্ড ৭ (সাত) লাইন ইয়ার্ডে পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বরে চালু করা হয়। মির্জায় সার্কুলেটিং গুডস ইয়ার্ডের উন্নয়নের ফলে নিউ গুয়াহাটি ইয়ার্ডের ট্র্যাফিক লোড অনেক অংশেই কমবে। মির্জা ইয়ার্ডে লোডিং ও আনলোডিং গুয়াহাটি শহরের দিকে যানজট কমাবে। ব্যবসায়ীরা শহরের যানজটে আবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষভাবে পণ্যসামগ্রীর ডেলিভারি নিতে পারবেন। মির্জা স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়নের ফলে মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করার ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের সহায়ক হবে।

# রাজ্যে আক্রান্ত ৮

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্য জুড়ে সামান্য বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৬৩৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে এপর্যন্ত মোট ২১,৫৩২ জন্যের মৃত্যু হয়েছে। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫ জন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,০৪৪ জন।

# নিরাপত্তার দাবীতে হাসপাতালের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, মগরাহাট, ৩ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার ঘরের দুর্নীতি নিয়ে বানেশ্বরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আশা কর্মীরা। নিরাপত্তার দাবীতে মঙ্গলবার দুপুরে বানেশ্বরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান একদল আশাকর্মী। তাঁদেরকে নানা ভাবে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। লাগাতার হুমকির প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তার দাবীতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আশাকর্মীরা। রাজ্যে আবাস যোজনা নিয়ে একাধিক দুর্নীতি হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে। আবাস যোজনার তালিকা অনুযায়ী প্রাথমিক ভাবে সরকারি নির্দেশে সার্ভের কাজ করতে গিয়েছিলেন আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। আর সেই কারণে এই তালিকা থেকে নাম বাদ গেলেই সেই রোষ এসে পড়ছে এই আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপর। প্রাণনাশের হুমকি আসছে। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। আর সেই কারণেই এদিন বানেশ্বরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আশা কর্মীরা। মূলতঃ তাদের দাবি এই কাজ তারা করতে পারবেনা। নিরাপত্তার দাবিতে শতাধিক আশা কর্মী বানেশ্বরপুর হাসপাতালে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
**দুরন্ত বার্তা**
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৫ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ পৌষ, ১৪২৯

# জাতীয় শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ইংরেজিকে প্রধান করে বাংলাকে রাখতে হবে। নাহলে সেই শিক্ষা একেবারে অসম্পূর্ণ হবে। ইংরেজি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের ভাষা নয়। ভাষা কখনও সাম্রাজ্যবাদ হতে পারে না। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। রয়েছে তার চর্চার পরিধি। ইংরেজি ভাষা চর্চার পরিধি সারা বিশ্বব্যাপী। একথাকে অস্বীকার করলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে জাতীয় শিক্ষা নীতি পশ্চিমবঙ্গে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এবারে 'এক দেশ এক শিক্ষা নীতি' গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার জন্য উদ্যোগীও হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ইউজিসি যে কমিটি তৈরি করেছে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নেওয়া হয়নি। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপাচার্যদের নাম বাদ পড়লো। তাহলে কি ভাবতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রকমভাবে চিন্তাভাবনা করছে না। বা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক বা অধ্যাপক মহল থেকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক মহল থেকে বলা হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা নীতি এই রকমভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়। জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল হিন্দি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তাহলে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগুলি উন্নতির পথে অন্তরায় হবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলি এখন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে গোড়া তোলা হচ্ছে। এই সময়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে হিন্দিকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চললে হবে না। আঞ্চলিক ভাষার শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। ভারতের বহু ভাষা রয়েছে। সেই সব ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবা তার চর্চার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। হিন্দি বিরোধী হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে বইতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষা। বলতে বাধা নেই যে হিন্দি ভাষার চেয়েও শক্তিশালী ভাষা হচ্ছে বাংলা। বাংলা ভাষা একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। ফলে বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি জাগতে পারে না। এই চিন্তা পোষন করে হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোকেরা বাংলার ওপরে একেবারে ক্ষিপ্ত। কিন্তু যেটা সত্য তাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষাকে উন্নতি করতে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত আগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সারা দেশ জুড়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ জন্মদিবস পালন করা হয়। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নীতিই ছিল মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চালু রাখা। কারণ ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পড়তে পারলে সারা বিশ্বকে চেনা এবং জানা সম্ভব হয়। যিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না তিনি ভালো করে সারা বিশ্বটাকে জানতে এবং চিনতে পারেন না। ফলে ইংরেজি জানা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর যখন বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন যেমন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন পাশাপাশি তিনি সেই সময়ে ইংরেজি ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি বয়সে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন, সেই সময়ে একটি ভালো শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে ইংরেজি ভাষা তাঁকে জানতেই হবে। ইংরেজি ভাষা না জানলে শিক্ষা গ্রহণ খুবই কঠিন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষায় খুবই পটু ছিলেন। তিনি একদিকে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ যেমন চেষ্টা করে গিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সবাইকে বলে গিয়েছেন। ইংরেজি ভাষা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাধ্যম। বাংলার নবজাগরণের সময়ে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সাওয়াল করে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করতে হবে যুগের প্রয়োজনে। যুগটা চলছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। এখানে ইংরেজি জানতেই হবে। ইংরজি এখনকার যুগে না জানলে চলবে না। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষা বেশ পটু ছিলেন। সেই কারণে তিনি সেই সময়ে সেক্সপিয়ারের নাটককের বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই বাংলার বিখ্যাত নাটকটির নাম রাখা হয়েছিল 'ভ্রান্তিবিলাস'। সেক্সপিয়ারের ভাষা ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের ভাষা। সেই ইংরেজি ভাষা আজকে ইংরেজি ভাষার চেয়ে জটিল এবং খুবই কঠিন ছিল। আজকে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজি দেখতে পাওয়া যায় না। তবে লর্ড বাইরন থেকে শুরু করে গোল্ডমিস্থের ইংরেজি ভাষা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগের ভাষা। সেই ইংরেজি ভাষা খুবই কঠিন ভাষা। ভিক্টোরিয়ান যুগ অতিক্রম করে এখন যে ইংরেজি ভাষা দেখতে পাচ্ছি তা অতি সরলীকরণ হয়ে গিয়েছে। সেই কঠিন ইংরেজি ভাষা চর্চা আর কোথাও হয় না। বাংলা ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে বিবর্তন। আগেকার বাংলা ভাষার কঠিনতা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের যুগের যুগের বাংলা ভাষা, বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগের বাংলা এখন আর নেই। এখন যে বাংলা দেখতে পাওয়া যায় সেই বাংলার প্রচলন করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাংলা কঠিন ভাষাকে সহজ সরল বাংলায় পরিণত করে গিয়েছিলেন। আজকে বহু সেই বাংলা আগেরকার বাংলা থেকে বহু সরল বাংলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষার চর্চা করা উচিত। বাংলা ভাষার যত চর্চা হবে ততই বাংলা ভাষার উন্নতি লাভ করবে। মাতৃভাষার প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃভাষা চর্চা যত হবে ততই ভাষার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু মাতৃভাষার চর্চা করলে চলবে না, পাশাপাশি প্রয়োজন রয়েছে ইংরেজি ভাষার চর্চা।

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

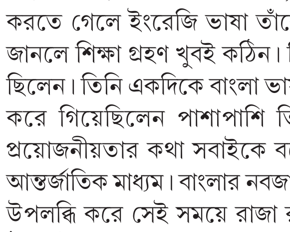

**কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো ।।**

## কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না।

## কৃষক পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়তে ভোটের টিকিট পেতে পারে

# তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির দিন শেষ ঃ অভিষেক

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

তৃণমূল কংগ্রেস করতে এলে আর দুর্নীতি করা চলবে না সেটা স্পষ্ট করে দিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দুর্নীতি ঘিরে বিরোধী দলের নেতারা শোরগোল করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে এখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে। ঠিক সেই সময়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্নে জিরো টলারেন্স এর বার্তা দিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে এসে কেউ দুর্নীতি করলে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। দলে তাকে আর রাখা হবে না। তিনি এবারে দুর্নীতি মুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস গড়তে চান। আবাস যোজনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে তীর ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে চোর এখন বেড়াল হতে শুরু করেছে। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন ইএমবাই পাশে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন ভবন তৈরির খুটি পুজোতে এই নতুন বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, আগামি দিনে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস আসছে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। অতীত তৃণমূল কংগ্রেসকে ভুলে যান। অতীতে যে ধরনের দুর্নীতি হয়েছে আজকে আর সেই ধরনের দুর্নীতি করা চলবে না। দুর্নীতি বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি প্রথম থেকেই বলেছিলেন দুর্নীতিকে দমন না করতে পারলে এই দল একটি সময়ে একেবারে ভেঙে পড়বে বলে মন্তব্য করেছিলেন। সেটাই হতে দেকা গিয়েছিল। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি শক্ত হাতে হাল না ধরতেন তাহলে এতদিনে তৃণমূল কংগ্রেস ট্যাংরার খালে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তো বলে সবাই মনে করতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নামে যে সব বদনাম করা হচ্ছে সেই সব বদনাম আগামি দিনে করতে কেউ সাহস পাবে না বলে জানান দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন দুর্নীতি করে ধরা পড়লে দল তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে না। দল তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তিনি আরও বলেছেন যে যদি কেউ ভেবে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেস করছে বলে দুর্নীতি করতে শুরু করবে তাহলে তারা ভুল করছে। আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই তৃণমূল কংগ্রেস করতে এসে কেউ দুর্নীতি করতে পারবে না। দলের শৃঙ্খলা কমিটি তাকে বহিস্কার করবে। নজরুল মঞ্চে থেকে নেত্রী নয়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সব কর্মী বা নেতাদের মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। পঞ্চায়েত ভোট আসতে শুরু

করেছে। যে কোনও সময়ে নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। দেশের চিকিৎসকেরা জানান দিয়েছে করোনা নিয়ে ভারতীয়দের ভাবনা করতে হবে না। তারা করোনা মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। করোনা প্রতিরোধ ক্ষমতা ভারতবাসীদের রয়েছে। ফলে করোনা নিয়ে অযথা ভয় করার কোনও কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদি পর্যন্ত দেশবাসীকে সতর্ক হয়ে থাকতে বলে দিয়েছিলেন। চিন দেশে যেভাবে করোনা সংক্রমণ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে ভারত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভারতবাসীরা ভাবতে শুরু করেছিল যে তাদেরকেও করোনা সংক্রমণ আবার আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকেরা ভরসা দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে করোনা নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কোনও কিছু নেই। করোনা সংক্রমণ ভারতে বৃদ্ধি পাবে না। কারণ প্রতিটি ভারতবাসী করোনা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে। তার ওপরে করোনা টিকা গ্রহণ করেছে। ভারতের করোনা টিকা অত্যন্ত শক্তিশালী টিকা। কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাকসিন অত্যন্ত শক্তিশালী টিকা। যারা বুস্টার ডোজ গ্রহণ করেছেন তাদের করোনা সম্পর্কে আর কোনও ভয় নেই। ভারতের ৯৫ শতাংশ ব্যক্তির করোনা প্রতিষেধক নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তার ফলে করোনা প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করেছে ভারতবাসীরা। তবুও তার মধ্যে সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা করোনা ব্যাপারে চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করে জানতে পেরেছে যে করোনা ভীতি একেবারে নেই। তবে সতর্ক হয়ে থাকার প্রয়োজন রয়েছে। মুখে মাস্ক পরা এবং হাত স্যানিটাইজার করা খুবই প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন এখন সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করেছে।

সবাই মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে ২০২৩ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে পারে। তবে পুরো বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করেছে। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার আগেই দুর্নীতি নিয়ে পরিস্কার দলের অবস্থানের কথা জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন অতীতের তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। এবারে নয়া তৃণমূল কংগ্রেস মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। সেই কারণে এখন দলে তরুণদের আসার পথকে খুলে দেওয়া হয়েছে। তরুণরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করা ব্যাপারে আগ্রহী হতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে স্বাগত জানাবে দল বলে মন্তব্য করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন যে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হচ্ছে তাতে তরুণরাই হবে দলের সম্পদ। তারাই দলকে শক্তিশালী করবে। দুর্নীতিকে তারাই দমন করবে। তাদের হাতে দলীয় দুর্নীতি দমন করার অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। তরুণরা দেশ গড়ে। তরুণরাই দেশকে তৈরি করে। দলকে তৈরি করবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণ ব্রিগেড। সেই ব্রিগেড তৈরি করতে এবারে দলের মধ্যে তরুণদের বেশি অংশ গ্রহণ কররা ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। দলে যত বেশি তরুণ থাকবে ততই দল শক্তিশালী হতে থাকবে। যুব তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে। ছাত্র পরিষদকে শক্তিশালী করতে হবে। দুর্নীতি মুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করার ডাক যেদিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল সেই দিন থেকে শুনতে পারছি বলে মন্তব করেছেন বিরোধী দলের নেতারা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সবাই আবার আগেকার মতো আচার আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বামন গেলে ঘর তো লাঙল তুলে ধর বলে আবার পুরোনা অবস্থায় ফিরে গেল। দলীয় দুর্নীতিকে দূর করতে গেলে রক্ত পালটাতে হবে। রক্ত না পাল্টালে দোষ কিন্তু বিদায় গ্রহণ করবে না বলে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে। যে দলের নেত্রী একটি সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করে ছিলেন দুর্নীতির জন্য। তিনি আবার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছেন। তাহলে বুঝতে হবে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কিন্তু এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলেও কিন্তু আগামী দিনে দল পরিচালিত হবে সব মতের ওপরে ভিত্তি করে। তার ফলে যে কেউ তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবে না। দলের হয়ে পাঁচ বছর কাজ করতে পারলে তবেই দলের সদস্য করা হবে। নাহলে কিন্তু দলীয় সদস্যপদ পাওয়া সম্ভব হবে না। দল এব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়া ভবন তৈরি হোক। তারপরে দলের সিদ্ধান্তের কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। দলের নেতারা এখন পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে বলেছেন পঞ্চায়েত ভোটে এবারে দল প্রার্থী করা হবে কৃষক পরিবারের থেকে। কৃষক পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়তে ভোটের টিকিট পেতে পারে। গ্রামের ভূমিপুত্রদের পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট দেওয়ার কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ভূমিপুত্রদের পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী করলে দুর্নীতি একদম হবে না। রাজনীতি করে ক্ষমতা দখল করা লড়াইকে ত্যাগ করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা জায়গা পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়। পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হয়ে গ্রামের উন্নয়নের কাজ করতে হবে। তা নাহলে কিন্তু তাকে পঞ্চায়েত থেকে সরে যেতে হবে। পঞ্চায়েত হচ্ছে রাজ্যের সবচেয়ে উন্নয়নের মাপকাঠি তৈরি করার আসল পথ। এই পথকে প্রস্তুত করতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে পঞ্চায়েত রাজের ওপরে বেশি করে নজর দিতে হবে। পুরসভার ভোটের ওপরে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস এবারে কঠোরভাবে নজর রেখে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে ঠিক সেই রকমভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে নজর রেখে প্রকৃত ভালো প্রার্থীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্থান দিতে হবে। তবেই তৃণমূল কংগ্রেস কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। বিজেপি দল কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তারা যত দিন না শিল্পপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট না করছে ততদিন কিন্তু কৃষকদের মনকে পাবে না বিজেপি দল। ভারত হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ। কৃষকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না গড়তে পারলে বিজেপি দল কিন্তু আগামি দিনে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে এখন দরকার হচ্ছে কৃষক বন্ধু হয়ে ওঠা। তৃণমূল কংগ্রেস কৃষকদের বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিল বলে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস একনও ক্ষমতায় রয়েছে। নাহলে কবেই তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে হাওয়া হয়ে যেত। সেটা হল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কৃষকেরা তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে রয়েছে। বিজেপি দল সবচেয়ে বড় ভুল কাজ করেছে কৃষকদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে। কৃষকদের পাশে থেকে কৃষক বন্ধু হয়ে বিজেপি দল থাকতে পারতো তাহলে কিন্তু বিজেপি দলকে লোকসভার ভোট নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হতো না। সেটা হতে পারলো না। কৃষকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিল। তার ফলে দেশের কৃষকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের পাশ থেকে সরে গিয়েছে। কৃষকদের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে পারেছে না বিজেপি দল। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে শুরু করে দিয়েছেন তারা যদি দলের দরজা একেবারে খুলে দেয় তাহলে বিজেপি দলটা একেবারে উবে যাবে। তার কোনও অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাবে না। দরজা সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসে সবাই প্রবেশ করতে পারেন। তার জন্য টাইমিং এর প্রয়োজন হয় না। এবারে কিন্তু দুর্নীতি করে তৃণমূল কংগ্রেসে থাকা চলবে না। দুর্নীতি করলে দল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দলের অপমান করলে কেউ তা সহ্য করবে না। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের আর দলে প্রবেশ করার কোনও অধিকার থাকবে না। এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনুব্রত মণ্ডল একেবারে চুপ করেছিলেন। তারা এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে সাহস পায়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তাঁকে ইডি সিবিআই ডেকেছিল। তিনি দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। জেরার সম্মুখে উপস্থিত হতে তাঁর একটুও ভয় হয়নি। তিনি সাহস নিয়ে ইডি দফতরে জেরায় গিয়ে উপস্থিত হন। দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে। তার হাত থেকে রেহাই নেই বলে মনে করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে বিজেপি দলের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ভূতের মুখে রাম নাম। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা রাম নাম করলে ভয় পায়। তারা রাম নাম শুনলেই পালাতে শুরু করে। রাম নামের মাহাত্ম্য কী করে বুঝবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা।

## মায়ের চিঠি

# আমি তোমাদের সেই মা যে এখনো জীবন যুদ্ধে লড়ে চলেছে

চিনতে পারছো তোমরা আমায়। আমি সেই সব মাদের হয়ে তোমাদের কিছু বলতে চাই এই চিঠির মাধ্যমে জানি না তোমাদের কাছে মায়ের এই কথা গুলো পৌঁছবে কি না তবুও লিখছি যদি কোনো ভাবে জানতে পারো মায়ের মনের কথা। মা যে কিনা তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছে, জানি তোমরা যেখানে গেছো সেখান থেকে ফেরা আর যায় না, তবুও অপেক্ষা করি কারণ আমি যে তোমাদের মা। তোমরা যারা জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়েছো আমি তোমাদের সেই মা যে এখনো জীবন যুদ্ধে লড়ে চলেছে, কেন জানা নেই, হয়তো এটাই মায়ের শাস্তি, সন্তান কে ছাড়াই মা কে জীবনের শেষ দিন টা দেখতে হবে।কিন্তু কেন এরকম করলে? অংকে নাম্বার কম পেয়েছ মা হয়তো খুব মারবে, তাই এই জীবন কে রেখে কি হবে, চলে গেলে, খুব দামি একটা মোবাইল চাই, নয়তো সব বড়োলোক বন্ধুর কাছে গরিব প্রমান হয়ে যাবে তাই তো জেদ একটা দামি মোবাইল এর, পেলে না ভাবলে এই জীবন র কোনোই দাম নেই,তাই শেষ হোক জীবন. প্রেমিকা তোমার মনের মতন হলো না, তোমার সেই দুঃখ আকাশ সমান মনে হলো আর এই দুঃখ থেকে নিস্কৃতির উপায় মৃত্যু, কিন্তু তোমরা জানলেই না এই দুঃখের দিন একদিন শেষ হতো, কষ্ট কে সরিয়ে রাখলে পরে হয়তো অনেক অনেক আনন্দ পাবার থাকতো কিন্তু তোমাদের তো সেই সময় এর জন্য অপেক্ষায় থাকা সম্ভব নয়, কারণ তোমরা থামতে জানো না, তোমরা না পেতে শেখো নি তোমরা সবসময় চেয়েছো জীবনে শুধু খুশি থাকবে দুঃখ তোমাদের জন্য নয়।আজ যেখানে আছো ভালো আছো তো? অবশ্যই আছো, সেখানে নেই কোনো দুঃখ নেই কোনো চাপ বাবা মার, নেই কোনো ভবিষৎ এর ভাবনা। কিন্তু তোমরা আমাদের কথা ভেবেছো কোনোদিন যারা তোমাদের মতো কিছু করতে পারলো না, যারা সন্তানের মৃত মুখ দেখেও বেঁচে আছে এখনো!! আমাদের কি কষ্ট হয় না? না হয়না মরার ইচ্ছে তোমাদের মতন করে? ইচ্ছে থাকলেও যে উপায় নেই কারণ মাকে তো মরলে চলে না, তার মৃত্যুর সাথে সাথে যে আরো অনেকে মরে যাবে, আর সেটা সে জানে তাইতো সে হতে পারে না স্বার্থপর. তাই তো এখনো বেঁচে আছি, জানি না একে বেঁচে থাকা বলে কি না, শরীর টা চলে যাচ্ছে, জীবন্ত মানুষের মতো, শরীরে এখনো পচা গন্ধ পরে নি, তাই এখনো বেঁচে আছি বলা যায়। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? তোমরা কি চলে যাবার আগে একবারও নিজের ছাড়া পরিবারের অন্যকারোর কথা ভেবেছো? তোমরা কি ভেবেছো তোমার মা তোমায় ছাড়া কি ভাবে বেঁচে থাকবে? ভেবেছো হয়তো কেউ কারোর জন্য পরে থাকে না, তাই

তো, এটাই ভেবেছো তো, আসলে তোমরা ঠিক তোমাদের মতোই করে ভেবেছো, জানি না তোমরা যাদের পাবার জন্য এই পৃথিবী ত্যাগ করলে তাঁরা তোমাদের কথা ভাবে কি না, বা তাদের কিছু এসে গেল কি না, কিন্তু যে তোমারি ছিল চিরকাল তার সমন্ধে ভাবলে কি ভাবে যে সেও ভুলে যাবে, আর তার জীবনে আবার খুশিতে ভোরে যাবে। মা যে তার সন্তান কে নিজের রক্ত দিয়ে তৈরি করেছে, নিজের পেটে কত গুলো মাস বহন করেছে, সেই কথা গুলো,কি একবার অনুভব করতে পারো নি? অনেক মা এরকম আছে যারা ও তাদের সন্তান কে বিদেশ পাঠিয়ে একাই রয়েছে, তাদেরও কষ্ট হয় কিন্তু তবুও একটা প্রশান্তি যে তার ছেলে লড়াই করে বেঁচে আছে, হেরে যায় নি। জানো কি তোমরা তোমাদের জন্মের সময় মায়ের শরীরে যেই ক্ষতর সৃষ্টি হয়েছিল সেটা এখনো মাঝে মাঝে যন্ত্রনা দেয়. এখন আর সহ্য করতে পারি না, কেন পারবো বলো? যার জন্য এত কষ্ট পেয়েছি সেই যে আজ নেই। জানি না কোণ কষ্ট তোমাদের এত কষ্ট দিলো যে তোমরা এর পরের টা ভাবলে না, ছিল তো আরো অনেক কিছু যেখানে হয়তো আনন্দ টা আরো বেশি অনুভব করতে পারতে, ছাড়ো সেই সব কথা জানো আজও আমি তোমার স্কুলের সামনে দিয়ে যাই যেখানে কত বাচ্চা কে তার মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরতে দেখি, তুমিও একদিন মায়ের হাত ধরেছিলে ঘরে ফেরার জন্য, কিন্তু মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দিলে যে। তুমি তো চলে গেলে কিন্তু তোমার সবকিছুই যে এখনো জীবন্ত পরে আছে। কখনো কোনো ঘরের কোনে তাকে দেখতে পাই কখনো দেওয়াল ভরা তোমার একা ছবি কখনো তোমার ব্যবহার করা কম্পিউটার। আবার কখনো সেই সব ঘুরতে যাওয়ার তোমার তোলা অসংখ ছবি আজও জীবিত, খুব কষ্ট পাই জানো তখন যখন শুধু তুমি আমায় না সেই সব কিছুকেই ফেলেরেখে গেলে যা তুমি আর কোনোদিন দেখতে পাবে না, ছুঁতে পারবে না, কোনো আনন্দে আর সামিল থাকতে পারবে না কিন্তু তোমার মা কি করবে? তুমি তো একদিনে সব শেষ করে চলে গেলে কিন্তু তোমার মা সে যে রোজ একবার মরছে আবার পরের দিনের জন্য বাঁচছে, আবার একবার করে মরতে হয় আবার বেঁচে উঠতে হয়! একবার কি বলতে পারো মায়ের কি দোষ ছিল? তোমাকে জন্ম থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করে সে কোণ দোষে দোষী হলো? সারাটা জীবন শুধু তোমার ভালো চেয়ে নিজের জীবন কে বিসর্জন দেওয়াই কি তার দোষ ছিল?নাকি তোমাকে মানুষের মতন মানুষ হতে দেখতে চেয়ে দোষ করলো? দোষ তো একটা অবশ্যই করেছে মা, সে নিজেকে না ভালোবেসে তোমাকে ভালো বেসেছে সারাজীবন সেটাই তার দোষ ছিল।

আচ্ছা মৃত্যু টা কার হলো বলতে পারো তোমাদের না সেই মায়ের যে সারা জীবন এর সব সুখ আনন্দ বিসর্জন দিয়ে তোমাদের মানুষ করতে চেয়েছিল সেই মায়ের? জানি না। হয়তো মাকে বুঝতে পাড়া খুবই মুশকিল জানো কখনো কখনো মনে হয় সমাজ বুঝি আমাদের বহিস্কার করে দিলো তাদের সমাজ থেকে। এখন আর তাঁরা আমাদের সাথে আগের মতো ব্যবহার করে না কেমন অবাক চোখে তাকায়, মনে হয় জানো ওরা বলতে চাইছে মা ই এর জন্য দায়ী, মা ই নিশ্চই ঠিক মতো কর্তব্য করতে পারে নি সন্তানের সাথে, কেউ কেউ তো বলে এই মা ই সন্তান কে খেয়েছে, সত্যি কি মা পারে এরকম করতে?

**স্বপ্না ভট্টাচার্য**

## বিজেপি ছাড়লেন সাধারণ সম্পাদক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি দল ছাড়লেন উত্তর মালদার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র রায়। মালদার একজন বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে পরিচিত সৌমিত্রবাবু। মঙ্গলবার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দলের উত্তর মালদার সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্তের কাছে বিজেপি ছাড়ার লিখিত বার্তা জানিয়ে দিয়েছেন। তবে এখন তিনি অন্য কোনও দলে যোগদান করছেন না বলে পরিষ্কার জানিয়েছেন সৌমিত্র রায়। তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই একসময় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছিলাম। পরবর্তীতে আবারও সেই শুভেন্দুবাবুর হাত ধরেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করি। কিন্তু কোনোরকম যোগ্য মর্যাদা মেলে নি। শুধুমাত্র মিথ্যা ভাবে প্ররোচনা দিয়ে গিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তাই এদিন বিজেপি দল ছাড়ার পরিষ্কার বার্তা জেলা নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছি। দলত্যাগী বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র রায় বলেন, শুভেন্দু অধিকারী শুধুমাত্র মিথ্যা ভাঁওতা দিয়েই দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তার কথার কোন গুরুত্ব নেই। নানান প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পড়েই এই ভুল আমার মতো অনেকেই করেছেন। তারাও এখন ধীরে ধীরে দল ছাড়তে চাইছেন। তবে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক থেকে বিশ্রাম নিয়েই থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন সৌমিত্রবাবু। যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, কে কোন দল ছাড়লো, কে তৃণমূলে যোগদান করবে সেটা রাজ্য নেতৃত্ব বলতে পারবে। এ বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই।

## পাথর খাদানে অচৈতন্য দেহ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের ঝাড়খণ্ড সীমানাবর্তী ঠাকুরপুরা এলাকায় পাথরখাদানে মিলল তরুণীর অচৈতন্য দেহ। মঙ্গলবার পুলিশ ওই তরুণীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে ১৮-২০ বয়সী এক তরুণীর অচৈতন্য দেহ উদ্ধার হয় ঠাকুরপুরা এলাকার পাথরখাদান থেকে। তাঁর পাশে পড়েছিল স্কুল বা কলেজে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটি ব্যাগ। ওই তরুণীকে দেখতে পান সোলেমান মারান্ডি নামে এক খাদান শ্রমিক। তিনি বলেন, ওই মেয়েটি অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। পাশে ব্যাগ ছিল। আমরা অ্যাম্বুল্যান্সে খবর দিই। তার পর ওঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে চড়িয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মেয়েটি খাদান থেকে পড়ে যাননি। কেউ ওঁকে এখানে এনে রেখে দিয়েছে। মাটিতে মোটরসাইকেলের চাকার দাগ রয়েছে। আশপাশে রক্তের দাগও ছিল। আপাতত রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ওই তরুণী। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটির একটি হাত ভাঙা। তাঁর শরীরের কয়েকটি জায়গায় আঘাতের চিহ্নও রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

## বন্দেভারতে পাথর ছোঁড়ায় রাজনীতির ছোঁয়া

# পাথর ছোঁড়া পার্টি বলে মালদায় সোচ্চার হলেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ বন্দেভারতেও এবারে লাগলো রাজনীতির ছোঁয়া। নাম না করে রাজ্যের একটি দলের বিরুদ্ধে বিজেপি বন্দেভারতে পাথর ছোঁড়া পার্টি বলে মালদায় তুলোধনা করলেন বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি গাজোলের সভা মঞ্চ থেকেই সংশ্লিষ্ট থানার আইসিকে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, গাজোলের আইসি সাহেব খুব মাল তুলছেন। এখনো সময় আছে সাবধান হয়ে যান, তৃণমূল দল আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। আইনের কাজ করুন। যা করছেন সব খবর আমাদের কাছে আছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় গাজোল থানার বিএসএ ময়দানে মানুষের অধিকারের দাবিতে উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার কর্মীসভা আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির বিধায়ক তথা রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন, উত্তর মালদার সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, দলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রমুখ। এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যারা বন্দেভারতে পাথর ছুঁড়েছে সেই পাথর ছোঁড়া পার্টির দিন ঘনিয়ে এসেছে। মানুষ এর জবাব দেবে। আর গাজোলের যিনি আইসি আছেন, তাকে বলছি আপনি খুব মাল তুলছেন। সাবধানে থাকবেন। তৃণমূল আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চরম দুর্নীতি হচ্ছে। যাদের পাকা বাড়ি, চারচাকা গাড়ি, আড়াই একরের ওপর জমি আছে, তাদের এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত গরীব মানুষদের বঞ্চিত করে একশ্রেণীর বড়লোকদের এই সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই আমি বলছি বিত্তশালী লোকেদের নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করবে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, এরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে ৭০ লক্ষ শৌচালয় তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও বহু গ্রামীণ এলাকায় এই সুবিধা পান নি সাধারণ মানুষ। সবতেই দুর্নীতি। তৃণমূল একটা দুর্নীতির সরকারের পরিণত হয়েছে। এই সরকারের এখন এমন অবস্থা যে সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া দিয়ে দিতে গেলে স্যালারি বন্ধ হবে। আর স্যালারি দিতে গেলে লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ হবে। কোন কিছুই ওরা বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। তাই এবারে মতোই ইতি টানতে হবে এই চোর সরকারকে। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এত দুর্নীতি হয়েছে যে, ভয়ে নিজেরা প্রশাসনিকভাবে কাজ না করে খেটে খাওয়া অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের দিয়ে সমীক্ষা করাতে বলেছে। আসলে তৃণমূল দল কিছুই করতে পারবে না। তবে এটা মনে রাখতে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব ভোট লুঠ হয়েছিল। কিন্তু এবার মানুষ বদ্ধপরিকর। ভোট এবার লুঠ হতে দেওয়া যাবে না। গাজোল তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। এই বিধানসভা কেন্দ্রে বহু জায়গায় পঞ্চায়েতের ভোট লুঠ আটকে দিয়েছিল জনগণ এবং বিজেপি। ফলে বহু আসন বিজেপি পেয়েছিল। এবারে সোচ্চার হয়েছে। বন্যার টাকা নিয়েও দুর্নীতি করা হয়েছে মালদার বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে। একজন প্রধানও জেল খাটছে। বাকিরাও বাদ যাবেন না। গরিবের টাকা মেরে খেলে তাদের শাস্তি হবে। এদিন গাজোলের সভা সেরে দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

## মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, ডালখোলা, ৩ জানুয়ারি ঃ ডালখোলা বাইপাস এলাকায় বাস ধরতে আসা শিক্ষিকার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মোবাইল-গয়না ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন ভোরে ডালখোলার বাসিন্দা ও মালদার একটি স্কুলের শিক্ষিকা শ্রেয়া সিনহা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য মহম্মদপুরের কাছে ডালখোলা বাইপাস এলাকায় বাস ধরতে আসেন। তাঁকে বাস তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁর বাবা দিলীপ সিনহা। অভিযোগ, সে সময় একটি বাইকে চেপে মুখ ঢাকা তিন দুষ্কৃতী এসে তাঁদের উপর চড়াও হয়। দুষ্কৃতীরা শিক্ষিকার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁর গলায় থাকা সোনার গয়না, মোবাইল ফোন, ব্যাগ এবং তাঁর বাবার মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনায় আতঙ্কিত শিক্ষিকা সহ তাঁর পরিবারের লোকেজন। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল যায় ডালখোলা থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই শিক্ষিকার কথায়, মালদা যাওয়ার জন্য এদিন ভোরে আমি ডালখোলা বাইপাস এলাকায় বাস ধরতে আসি। রোজকার মতো বাবা আমাকে ছাড়তে এসেছিলেন। একদল দুষ্কৃতী আমার মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে আমার ও বাবার মোবাইল ফোন, টাকা, সোনার চেন ছিনতাই করে চম্পট দেয়। ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারিনি। শহরের মধ্য দিয়ে বাস চলাচল করলে এমনটা হত না। এদিনের ঘটনার জেরে ফের শহরের মধ্যে দিয়ে বাস চালানোর জোরাল দাবি উঠেছে।

## বিএসএনএল অফিসে ডাকাতি

দুরন্ত বার্তা, পানাগড়, ৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে বিএসএনএল অফিসে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে অফিসে ঢোকে একটি ডাকাতের দল। এরপর দুই বিএসএনএল কর্মীকে বেঁধে রেখে মারধর করে লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। কর্মীদের মারধর করার পর ডাকাতরা পালিয়ে যায়। ডাকাতরা চম্পট দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর মঙ্গলবার ভোররাতের দিকে কর্মীদের একজন তাঁর হাতের বাঁধন খুলে পুলিশে খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ১১ মাইল এলাকায় পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ একটি সন্দেহভাজন গাড়িকে ধাওয়া করলেও ডাকাত দলের নাগাল পায়নি।

## ধৃত ডাকাত দল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি ঃ ডাকাতির ছক বানচাল করল বর্ধমান থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরে বর্ধমান শহরের ২ নম্বর জাতীয় সড়কের অঞ্জিরবাগান এলাকায় থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দলের বাকিরা পালিয়ে গেলেও ধরা পরে ডাকাতির উদ্দেশ্য জোর হওয়া পাঁচজন। ধৃতরা হল দেবরাজ সাহানি (৩৬), বাড়ি মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার বাইসার থানা এলাকায়। সন্তোষ চৌধুরী (৩২), বাড়ি বর্ধমানের ইদিলপুর। শেখ সরিফ (৩৪), বাড়ি বর্ধমানের ফকিরপুর দুর্গামন্দির। শুভম প্রসাদ গুপ্ত (২৩), বাড়ি বর্ধমান শহরের ধোকরা সহিদ, ওলাইচন্ডী পুকুরপাড় এবং বিক্রম পোদ্দার (৩৭), বাড়ি বর্ধমান শহরের রথতলা পদ্মপুকুর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি গুলি সহ লোহার রড়, লাঠি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে দেবরাজ হাসানি মহারাষ্ট্র মুম্বাইয়ের বাসিন্দা, কিন্তু কর্মসূত্রে বর্ধমানে থাকছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দেবরাজ, সন্তোষ ও শেখ সরিফকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে।

## মোবাইল ফেরত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ বছরের শুরুতেই পাঁচশতাধিক প্রাপক তাদের হারানো মোবাইল ফিরে পেলেন। মঙ্গলবার সকালে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের হাতে হারানো মোবাইলগুলি পুলিশের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গনেশ বিশ্বাস সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে প্রাপকদের হাতে মোবাইল তুলে দেন। হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত প্রাপকদের হাতে তুলে দিতে পেরে পুলিশ-প্রশাসন স্বস্তি প্রকাশ করে। এদিন হারানো মোবাইল উদ্ধার প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে গতবছর মোট ২১০৫ টি মোবাইল ফেরত দিতে সক্ষম হয় পুলিশ, এবছর বছর শুরুর প্রারম্ভেই হারানো ৫৪১টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় গত বছরের তুলনায় এবছর আরো বেশি উদ্ধার সম্ভব হবে।

## স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনা, পানীয় জল পরিষেবা সহ মোট ১২দফা দাবিতে নকশালবাড়ি বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করল নকশালবাড়ি ব্লক বিজেপি। এদিন নকশালবাড়ি থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বজেপির সহ সভাপতি মনোরঞ্জন মন্ডল জানান, যারা দ্ররিদ্র তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনায়। এমনকি যারা বিজেপি করে তাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। গরীব মানুষেরা ঘর না পেলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা।

## শিলিগুড়িতে ধিক্কার মিছিল করল বিজেপি

# বচসা থামাতে গিয়ে প্রহৃত কাউন্সিলর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ বালি-পাথরের সিন্ডিকেট নিয়ে বচসা। সেই বচসা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বিজেপি কাউন্সিলর। শিলিগুড়ির পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলর তথা বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদীপ গোয়েলের মদতেই তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে শিলিগুড়ির ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বালি-পাথরের সিন্ডিকেট নিয়ে এলাকায় বচসা বাঁধে। সেই বচসা মেটাতে গেলে এলাকারই প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের মদতে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত জৈনের ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তড়িঘড়ি আহত কাউন্সিলরকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। অমিত জৈনের অভিযোগ, হামলার ঘটনার পিছনে মদত রয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদীপ গোয়েলের। তাঁর আরও অভিযোগ, এই ওয়ার্ডে তৃণমূলের মদতে বালি-পাথরের সিন্ডিকেট রাজ চলছে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এলাকায় কোনও সিন্ডিকেট রাজ নেই বলে দাবি করেছেন প্রদীপ গোয়েল। পাশাপাশি হামলার ঘটনাও তিনি অস্বীকার করেছেন। বিরোধী দলনেতার ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে এদিন থানায় জেলা বিজেপির পক্ষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার জেলা হাসপাতালে যান দার্জিলিং জেলা বিজেপির সভাপতি আনন্দময় বর্মন-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। আনন্দময় বর্মনের অভিযোগ, শিলিগুড়িতে আইনশৃঙ্খলা নেই। তিনি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতার ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি, অমিত জৈনকে দেখতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যান মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক শংকর মালাকার। তিনি শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, এর আগে শিলিগুড়ির রাজনীতিতে কখনো এই কাজ হয় নি। এখন বিরোধীদের আক্রমণ করা হচ্ছে, যা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। অপরদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রদীপ গোয়েল। তিনি বলেন, এই সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। এলাকায় তিনি কোনো উন্নয়ন করে নি ফলে স্থানীয়রা ক্ষোভে এই কাজ করেছে। এদিকে অমিত জৈনের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাশমি চক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শিলিগুড়িতে সর্বত্র মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে শাসক দল। অমিত জৈনের ওপরও তৃণমূল নেতা তথা ৯ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদীপ গোয়েলের নেতৃত্বে হামলা চলেছে। এই বিষয় নিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। দোষীদের শাস্তি না হলে দলগতভাবে বড় আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

# আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ কুণাল ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩ জানুয়ারি ঃ খোদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে কার্যত বিজেপি ও সিপিএমকে এক হাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার বিকেলে নন্দীগ্রামে বৈঠক করেন কুণাল ঘোষ। এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে আবাস যোজনা দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির হাইকোর্টে যাওয়া নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র। তিনি বলেন, বিজেপির কম্পাস আছেন জানেন তো? শুধুমাত্র কোর্ট। মানুষের কাছে বা জনতার কাছে যায় না। কেন্দ্র নির্দিষ্ট সময় টাকা দেয়নি। ২০১৮ সালের লিস্ট, তখন কার কাঁচা বাড়ি ছিল। এখন বাড়ি পরিবর্তন হয়েছে। ১৭ টি মাপকাঠি রয়েছে। কেউ কেউ অনিয়ম করলে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল এত বড় দল তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিজেপি চার আনা নকুল দানা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাবার নাম আবাস যোজনার লিস্টে। জঙ্গলমহলের বিধায়কের আত্মীয়ের নাম আবাস যোজনার লিস্টে। এগুলো কোথা থেকে হয়? তৃণমূল কংগ্রেস যা করছে ভারসাম্য রেখে করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষ বলেন, ও সুভাষ বাবু! কেন্দ্রীয় এজেন্সি অভিযুক্ত ও নারদার মামলা চোর চিটিংবাজ, তোলাবাজ শুভেন্দু অধিকারী ওকে আগে গ্রেফতার করুন। তারপরেই যেন বিজেপি নেতাদের মুখে সিবিআই শোনা যায়। নন্দকুমারের সিপিএমের থানা ঘেরাও নিয়ে সুজন চক্রবর্তীকে আক্রমণ করে বলেন, সিপিএমের লোকজন নেই। এরা সবাই বিজেপির ভোটার। ৩৪ বছরের ইতিহাস ভুলে গেছেন। সুজন চক্রবর্তী আর অধীর চৌধুরী হচ্ছে বিজেপির মুখোশ। সিপিএম আর কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপির হাতকে শক্ত করা। আদালত নতুন করে কাকে রক্ষাকবচ দিচ্ছে সেটা তার বিষয়। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমরা যখন কোর্টে যাই, তখন বলি হাইকোর্টে যাচ্ছি বা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন রাজাশেখর মান্থার কাছে যাচ্ছি। এটা মনোবিদ নিয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন। আদালতের রায় নিয়ে আমাদের কোন মন্তব্য নেই। দিলীপ ঘোষ এখন পরিচয় নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছেন। কুণাল বাবু আরও বলেন, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে টেক্কা দেবেন, নাকি গাদ্দার শুভেন্দু অধিকারীকে টেক্কা দেবেন। বিজেপি নতুন অফিস করছেন কেন জানেন? তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা দেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, দিলীপ বিজেপি, সুকান্ত বিজেপি, গদ্দার বিজেপি, আদি বিজেপি, নব্য বিজেপি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিল্ডিং দরকার। বড় লাগবে তাই নতুন জায়গায় যাচ্ছে।


**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিআরডি-এডিএ ই-টেন্ডার-০১-২০২৩, তারিখ ০৩.০১.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (আরএস), দঃপূঃরেলওয়ে/আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের বিবরণ: সব ক্রিটিক্যাল স্পেয়ারস ও কম্পোনেন্টস সরবরাহ সমেত ৩৬ মাস (৩ বছর) সময়সীমার জন্য আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা-চান্ডিল, আদ্রা-আসানসোল, আদ্রা-তেজুরিয়া-মোহদা-গোমো এবং বোকারো স্টিল সিটি-রাজাবেরা শাখায় পিসি-ভিত্তিক এসসিএডিএ সিস্টেমের ২৫টি আরটিইউ (রিমোট টার্মিনাল ইউনিট)-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। আনুমানিক টেন্ডার মূল্যমান: ৩০,২২,৭৪৮.১২ টাকা। উক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৭.০১.২০২৩-এ দুপুর ৩টা এবং টেন্ডার খোলা হবে ২৭.০১.২০২৩-এ দুপুর ৩টার পর। উক্ত ই-টেন্ডারের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in (PR-975)

**GOVT OF WEST BENGAL**
**Notice Inviting Tender No: 16 of 2022-23 of E.E.(A-I) Malda (A-I) Division, Malda**

Separate Sealed Tenders are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. Different types of Maintenance and Repairing works at different sites and Installation of Submersible Electro Motor Pumping set in Existing Tube Well. Last Date of Application **11.01.2023 up to 15.00 hours.** Details may be had from the office.

**Sd/- Executive Engineer (A-I), Malda (A-I) Division, Malda**

**Office of the Executive Officer Chanditala-I Panchayat Samity MASHAT, HOOGHLY**

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **20-PS/Ch1/2022-23 & 21-PS/Ch1/2022-23 dt: 03/01/2023.** Last Date of Bid Submission: **10/01/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **13/01/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/-Executive Officer Mashat, Hooghly**

**NIQ No-07/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP OF 2022-2023**

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for SPMU, WBMIFMP" Last date of receiving application-**11.01.2023 up to 02.00 PM.** All other document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

**Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Dte.**

**RFQ No-WBMIFMP/DPMU-II/Riv_Rup_Kola/1**

Measurement of discharge and sediment load alongwith analysis of sediment load of River Rupnarayan at Kolaghat, Purba Medinipur after the Monsoon'2022. 1 st corrigendum uploaded in https://wbtenders.gov.in as "1st_ corrigendum_ addendum_Rup_kola.pdf".

**Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Dte.**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for following works:

**1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/069/025/2022-2023/R**
Name of work : **Development of sewer line at 6/H/4 to 22 Ahiripukur 1st Lane and Allied Civil Works in wd 069.** Estimated cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,49,814.93.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

**2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/069/026/2022-2023/Bustee**
Name of work : **Repairing of bustee IPS passages at 39B, 40, 40/1 Beltola Rd. etc in ward no 069.** Estimated cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,95,324.08.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days** (for sl. no. 1 & 2). Last date and time of submission of bid: **13.01.2023 at 12.00 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date of opening of tender: **16.01.2023 at 12.00 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **03.01.2023 at 05.00 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

**3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/086/033/2022-2023/R**
Name of work : **Renovation of IPS footpath at Lake Terrace extn & other places in ward no 086.** Estimated cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,31,500.46.** Earnest Money: **Rs. 6,700.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.01.2023 at 12.00 noon.** Date of opening of tender: **18.01.2023 at 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.01.2023 at 05.00 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

**1. NIT No. : KMC/XIV/121/065/22-23/R (1st call)**
Name of work : **Maint. of Bituminous Road including relaying of kerb & channel stones in the Jadu Colony area from Simultala Bazar to B. G. Lane near Pr.No. 623/1A, D.H. Road etc. in ward no. 121.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,75,265.52.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

**2. NIT No. : KMC/XIV/131/49/22-23/R (2nd call)**
Name of work : **Maintenance of Bituminous Passage at Gabtala Lane near Pr.No. 20, 26, 48, 54 etc. in ward no. 131.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,12,032.16.** Earnest Money: **Rs. 4,400.00.** Last date of submission of bid: **14.01.2023** up to **4.00 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on: **16.01.2023** at **4.00 p.m.** (for sl. no. 1 & 2).

**3. NIT No. : KMC/XIV/130/068/22-23/R**
Name of work : **Improvement of Bituminous Road including relaying of kerb & channel stone in the Bye Lane of N.S. Road near pr. no. 179/7 & 123/7 etc. in ward no. 130.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,79,887.01.** Earnest Money: **Rs. 9,600.00.** Period of Completion: **21 Days** (for sl. no. 1 to 3). Last date of submission of bid: **14.01.2023** upto **11.00 a.m.** Tender will be opened on: **16.01.2023 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from: **06.01.2023** from **05.00 p.m.**(for sl. no. 1 to 3) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

**The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

**1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/133/22-23**
Name of work : **Construction of C.C. Road at Bhattacharjee Para Road Bye Lane near Pre.No. 142/2 in ward no. 125.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,83,535.44.** Earnest Money: **Rs. 9,700.00.**

**2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/128/22-23**
Name of work : **Construction of U/G sewer at Sree Guru Colony near H/O-Kanai Seal in ward no. 125.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,84,161.47.** Earnest Money: **Rs. 9,700.00.**

**3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/129/22-23**
Name of work : **Construction of cement concrete road at D.H. Road near Pre.No.-210 in ward no. 125.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,81,094.49.** Earnest Money: **Rs. 9,700.00.**

**4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/131/22-23**
Name of work : **Construction of cement concrete road at Morapota near Pre.No.-23 in ward no. 125.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,92,817.59.** Earnest Money: **Rs. 9,900.00.**

**5. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/189/22-23**
Name of work : **Restoration of C.C. Road at Jiyadergote Sing Para near Pre.No.-62/44/1 in ward no. 142.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,86,837.96.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.**

**6. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/185/22-23**
Name of work : **Restoration of Road by providing cement concrete at Ishwarpara near Pre.No.-62/6 in ward no. 142.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,95,814.43.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days** (for sl. no. 1 to 6). Last date and time of submission of bid: **12.01.2023 at 12.00 noon** (for sl. no. 1 to 6). The tender will be opened on: **14.01.2023 at 12.00 noon** (for sl. no. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from: **03.01.2023** from **05.00 p.m.**(for sl. no. 1 to 6) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

930/22-23

**RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT**
**Under JANGIPARA Block**
**P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY**
**Notice Inviting Tender No. 39/15 th FC/2022, Tender ID: 2023_ZPHD_440538, Date: 30.12.2022**
**Notice Inviting Tender No. 40/15 th FC/2022, Tender ID: 2023_ZPHD_440548, Date: 30.12.2022**
**Notice Inviting Tender No. 41/15 th FC/2022, Tender ID: 2023_ZPHD_440596, Date: 30.12.2022**
**Notice Inviting Tender No. 42/15 th FC/2022, Tender ID: 2023_ZPHD_440580, Date: 30.12.2022**

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for total 4(Four) Nos. different works. Fund: 15th FC Tied & Untied. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from **02.01.2023 at 6.30PM upto 16.01.2023 at 17.55 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **17.01.2023 at 1.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid(Online) on **19.01.2023 at 1.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Radhanagar Gram Panchayat**
**Under Jangipara Block**

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
বারাসত জোনাল অফিস
সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বিভাগ

২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর-১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

**দাবী বিজ্ঞপ্তি**

নোটিশ অধীন ১৩(২) এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতারা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সল্ট লেক শাখা** থেকে নীচের উল্লিখিত সুরক্ষিত ঋণগুলি গ্রহণ করেছেন, নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু তারা সংশ্লিষ্ট ঋণ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, তাই তাদের ঋণগুলিকে আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সল্ট লেক শাখা-র** কাছে তাদের বকেয়া পরিমাণ, নিম্নলিখিত সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিমাণের উপর আরও সুদও প্রযোজ্য হিসাবে প্রদেয় হবে এবং তাদের নিজ নিজ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে চার্জ করা হবে।

| ক) গৃহীত ঋণ/ সামগ্রী | গ্রাহক/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম | ক) বকেয়া ১৩(২) নোটিশ তারিখ অনুসারে খ) এনপিএ তারিখ গ) অনুমোদনের সীমা | সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ক) গৃহ ঋণ | **গ্রাহক ঃ শ্রী মানস কুমার ঘোষ ও শ্রীমতি রত্না ঘোষ** গ্রাম-বামনগাছি, কাশিমপুর রোড, পোস্ট-বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৮। | **ক) টাকা. ৪,৮৫,২৩৭.৬৮** সঙ্গে আপটু ডেট সুদ **খ) ২৮.০৯.২০২২** **গ) টাকা. ৬,৫০,০০০.০০** | উল্লেখিত ঋণসুবিধা অনুমোদন করা হয়েছে ব্যাঙ্ক দ্বারা উল্লেখিত সম্পত্তি / বন্ধকীতে (নির্দিষ্ট সম্পত্তি / সামগ্রী ব্যাঙ্কের দাবীযুক্ত)ঃ- ক) ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী আসল দলিল যার নং. ১-৮০২৪/ ১৯ তারিখ ২৬.০৮.২০১৯ বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ০৪ ''শ্রীরাম কুঠি'' অবস্থিত মৌজা-গুছুরিয়া ও চক্রঘাটা, জেএল নং. ২৫ ও ২৬, রে.সা. নং-১৩৮ ও ১৬৪, তৌজি নং-১৪৬, সি.এস. দাগ নং. ৪১০ ও ৬৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং. ৪১০/ ৬৯৭ ও ৭৭, ১৪৯৩, সি.এস. খতিয়ান নং. ২৪৩, আর.এস. খতিয়ান নং. ২৭৫৩ ও ১২৪২, ১২৪৩। |

১. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ঋণ সুবিধাগুলির অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে ডিফল্ট করেছেন, তাই আমরা **২৮.০৯.২০২২ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে** শ্রেণীবদ্ধ করেছি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলী/ নির্দেশিকা অনুসারে।
২. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিয়েছি এবং আপনাকে **৪,৮৫,২৩৭.৬৮ টাকা যুক্ত ১১৮৯৬.৩০ টাকা মোট ৪,৯৭,১৩৩.৯৮ টাকা (চুক্তিগত বকেয়া নোটিসের তারিখ পর্যন্ত) ৭.৯০ শতাংশ প্রতি বছর সুদের সাথে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাসিক বকেয়া, এবং সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা গৃহীত খরচগুলি সহ,** যা ব্যর্থ হলে দয়া করে মনে রাখবেন যে আমরা খরচ এবং ফলাফল হিসাবে সম্পূর্ণরূপে আপনার ঝুঁকি থাকবে। উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।
৩. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার মাধ্যমে আপনার দায়ভার সম্পূর্ণ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সারফেশি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের খালাসের অধিকার আপনার কাছে শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা সরকারি বা বেসরকারি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে লিজ, চুক্তি বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের চুক্তি মাধ্যমে।
৪. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/ অথবা আনুষঙ্গিক যে কোনও ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পর, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৫. যদি উল্লিখিত বকেয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তবে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ায় আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া বাকি পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের, বন্ধক মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন।
৭. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
৮. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
এই দাবী বিজ্ঞপ্তি অধীন ১৩(২) সারফেশি আইন, ২০০২ মোতাবেক জারি করা হচ্ছে পূর্বেকার দাবী বিজ্ঞপ্তির পরিবর্ত হিসাবে যা আপনার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছিল গত ১৫.১০.২০২২ তারিখে। গত ১৫.১০.২০২২ তারিখের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হল।

**স্থান ঃ কলকাতা**
**তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২২**

স্বা /- স্বীকৃত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

## ফ্যাশন ও রূপচর্চা

### বিয়ের মরসুম ফ্যাশন করতে কি পড়বেন দেখে নিন

সামনেই আবার বিয়ের মরসুম। নানান রং-র শাড়িতে সাজবে মহিলারা। হ্যান্ডলুম থেকে বেনারসী, পিওর সিল্ক থেকে সিফন উঠবে অঙ্গে। তবে এবার কিন্তু ফ্যাশনে ইন অন্য এক শাড়ি। সরকারি তথ্য বলছে ফের বাজার কাঁপাচ্ছে বালুচরি। চলতি বছর সরকারি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদপ্তর অর্থাৎ এমএসএমইর বিপণনগুলিতে ১ কোটির বেশি টাকার ব্যবসা করেছে বালুচরি শাড়ি। এমনই দাবি বাঁকুড়ার এক সরকারি আধিকারিকের। বাঁকুড়া শহরের এডওয়ার্ড হলে আয়োজিত হয়েছিল হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা। সেখানে এসে তিনি বলেন, বাংলায় বালুচরি শাড়ির ভাল ভবিষ্যত্ রয়েছে। রাজ্যের সরকারি বিপণনগুলিতে ইতিমধ্যেই বছরে ১ কোটি টাকার বেশি এই শাড়ির বিক্রিবাটা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বাঁকুড়ার বালুচরি শাড়ি ১ কোটির বেশি টাকার ব্যবসা করেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে ধুঁকতে থাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি যাতে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে তার জন্য রাজ্যের তরফে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বালুচরি শাড়ির বয়ন শৈলীতে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে তাকে আরও ওপরে তোলারও চেষ্টা করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। জানা গিয়েছে, এর জন্য নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাচ্ছে সরকারি দপ্তর। এছাড়া ডিজাইন সেন্টারে নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করার কাজও চলছে। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে একাধিকবার বিষ্ণুপুরের বালুচরি শিল্পীদের কাছে সরাসরি শাড়ি কিনেছে মঞ্জুষা এবং তন্তুজর মতো হস্তশিল্প বিপণন সংস্থাগুলি। এছাড়া একাধিক হস্তশিল্প মেলারও আয়োজন হয়েছে। ওই মেলাগুলিতেও প্রচুর সংখ্যায় বালুচরি শাড়ি বিক্রি হয়েছে বলে খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, বালুচরি শাড়ির প্রচার আর প্রসারের জন্য বিশেষ প্যাকেজিংয়ে ব্যবস্থা হয়েছে। তাতেই এই বালুচরি শাড়ির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে মানুষের।

### ত্বক তরতাজা করতে মৌরি দিয়ে করুন রূপচর্চা

শীতের সময় ত্বকের যত্নটা সকলেই নিয়ে থাকেন। এই সময় ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। অনেকেই শীতকালের ত্বকের সমস্যা দূর করতে কি কি করা যেতে পারে তা নিয়ে কিছু টিপস দেওয়া হল। নানা কেমিক্যালযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করে থাকেন এই সময়ে সকলে। তাতে সমস্যা কিন্তু আরও বেড়ে যায়। তাই ঘরের জিনিস দিয়ে সেরে ফেলুন আপনার রূপচর্চা। মৌরি দারুণ কাজ করবে রূপচর্চা করার ক্ষেত্রে। মৌরি দিয়ে খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারেন ফেসপ্যাক। **ফেসপ্যাক তৈরি করতে কি কি লাগবে** - ১ চামচ মৌরি, ২ চামচ ওটমিল, ১ চামচ অলিভ তেল ও ১ চামচ মধু। **কি করে করবেন**- প্রথমে মৌরি ও ওটমিল গুঁড়ো করে নিন। এবার এই গুঁড়োর সাথে বাকি উপকরণগুলো মেশান। ভালো করে মেশান যাতে একটা ঘন পেস্ট তৈরি হয়। মৌরিটা ভালো করে গুঁড়ো করতে হবে। এবার এই পেস্টটা মুখে লাগান। ১০- ১৫ মিনিট রাখুন। প্যাক খুব বেশি যেন শুকিয়ে না যায়। তাই ১০-১৫ মিনিটের বেশি রাখার দরকার নেই। তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দুদিন করলে রূপ ফিরে পাবেন। একান্তই সময় না থাকলে একদিন করতে পারেন।

**চোখের অ্যালার্জিতে মৌরির ব্যবহার** - ২ চামচ মৌরি একটা পরিস্কার কাপড় প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর গুঁড়ো করে নিন। এবার এই গুঁড়ো একটা পরিস্কার কাপড়ে রাখুন। কাপড়ে হালকা একটু জল দিন। কাপড়ের মুখ বন্ধ করে দিন। ওটা চোখের নীচের ফোলা জায়গায় চেপে ধরুন কিচ্ছুক্ষণ। পুরো চোখেই এই ভাবে আস্তে আস্তে দিন। অবশ্যই চোখ বন্ধ করে দেবেন। সপ্তাহে তিনদিন করুন এভাবে। এটা চোখের অ্যালার্জি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া ও চোখের ফোলা ভাব কমাতে অনেকটাই সাহায্য করবে।

**টোনার** - জল গরম করুন। জল ফুটলে তাতে মৌরিগুলো দিয়ে দিন। ভালো করে ফোটান মৌরি সমেত। দেখবেন জলটা পুরো হলুদ হয়ে যাবে। তখন নামিয়ে নিন। এবার এতে চাইলে কয়েক ফোঁটা মৌরির তেলও যোগ করতে পারেন। না হলে এই জলই ঠাণ্ডা হলে, একটা বোতলে ঢেলে রাখুন। এবার তুলোয় করে এটা মুখে লাগান ভালো করে। এটা খুব ভালো একটা প্রাকৃতিক টোনার। ফ্রিজে রেখে দিন। আর রোজ এই টোনার লাগান। দেখবেন স্কিন কেমন ফ্রেশ লাগছে। পরিস্কারও লাগবে।

## উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কাটিহার ডিভিশনের প্রাকনন ইন্টারলক এবং ননইন্টারলক কাজের জন্য ট্রেন বাতিল

গোরখপুর, ৩ জানুয়ারিঃ রাঙ্গাপানিনিউ জলপাইগুড়ি -আম্বারি- ফালাকাটা রেল সেকশনে স্বয়ংক্রিয় সংকেত দেওয়ার কারণে এবং রেল প্রশাসনের দ্বারা উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রাকনন ইন্টারলক এবং ননইন্টারলক কাজের কারণে, নিম্নলিখিতগুলি ট্রেন বাতিল করা হবে। রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৫৯১০ লালগড়- ডিব্রুগড় অবধ আসাম এক্সপ্রেস ০৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে লালগড় থেকে ছেড়ে যাওয়া আনুযাবাড়ি রোডবাগ ডোগরা- শিলিগু।শি-আলিপুর গেটসমুকতলা রোড হয়ে চালানো হবে। এই ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, ধুপগুড়ি, নিউ কোচবিহার এবং নিউ আলিপুর গেট স্টেশনে থামবে না। এই ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হবে শিলিগুড়ি, নিউ মল জং, আলিপুর গেট স্টেশনে। ১৯৬১৬ কামাখ্যা উদয়পুর সিটি কাভি গুরু এক্সপ্রেস ৫ জানুয়ারী, ২০২২- এ কামাখ্যা ছেড়ে আনুযাবাড়ি রোড- বাগডোগরা হয়ে চলাচলের জন্য ডাইভার্ট করা হবে। এই ট্রেনের স্টপেজ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে থাকবে না। শিলিগুড়ি স্টেশনে এই ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হবে।

## পূর্বাঞ্চলের যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা ০৫ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের জন্য বন্ধ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ পিআরএস ডেটা সেন্টার কলকাতায় ২৩.৪৫ ঘন্টার মধ্যে ডাউনটাইম কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে। ০৭.০১.২০২৩ (শনিবার) এবং ০৫,৩০ টায়। ০৮.০১.২০২৩ (রবিবার), কলকাতা প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম ইন্টারনেট বুকিং, বর্তমান বুকিং এর পাশাপাশি পূর্বাঞ্চল, যেমন- পূর্ব রেলওয়ে দক্ষিণ - পূর্ব অঞ্চলের অনুসন্ধানের জন্য (০৫ ঘন্টা ৪৫ মিনিট) সময়কালে উপলব্ধ থাকবে না রেলওয়ে ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে এবং ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে।

## হাওড়া-অমৃতসর মেল আজ পুনঃনির্ধারিত

কলকাতা, ০৩ জানুয়ারিঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরিতে আসার কারণে, ১৩০০৫ হাওড়া - অমৃতসর মেল হাওড়া থেকে ২১.০৫ টায় ছেড়ে যাবে। আজ (০৩.০১.২০২৩) - এর নির্ধারিত প্রস্থান সময়ে পরিবর্তে ১৯,১৫ টায়। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

### খুশকি দূর করতে হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন

শীতকালে খুশকির সমস্যা সকলেরই থাকে। সবাইকেই বড়ো বিব্রত করে এই সমস্যা। চুল এই সময়ে খুবই রুক্ষ, শুস্ক হয়ে থাকে। আর, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকায় স্ক্যাল্পও রুক্ষ, শুস্ক হয়ে ওঠে। তাছাড়া, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে এখন সারা বছরই অনেকে খুশকির সমস্যায় ভোগেন। আর, যারা সারা বছরই খুশকির সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য শীতকালটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তবে ঘরোয়া উপায়ে খুশকির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। দই, মধু এবং লেবু-হাফ কাপ টক দইয়ের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ লেবুর রস ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই হেয়ার প্যাকটি পুরো চুলে ও স্ক্যাল্পে ভালো ভাবে লাগান। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন। এই হেয়ার প্যাক খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর। **জবা এবং মেথি**- এক কাপ জলে ১ টেবিল চামচ মেথি বীজ সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ১২টা জবা ফুলের পাতার সঙ্গে ভেজানো মেথি বীজ এবং হাফ কাপ টক দই ব্লেন্ড করে নিন। এই হেয়ার প্যাকটি স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে ২৫ মিনিট রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। খুশকির চিকিৎসায় জবা ফুলের পাতা যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। আর, মেথির পেস্টও খুশকির চিকিৎসায় দারুণ কার্যকর। চুল উঠে টাক পড়ে যাচ্ছে? এই হেয়ার প্যাক নিয়মিত লাগালেই ফল পাবেন হাতেনাতে! **কলার হেয়ার মাস্ক** - ২ টি পাকা কলা চটকে, তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু, ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল এবং ১ টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। মাথার ত্বক এবং চুলে এই পেস্ট লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন। ড্রাই চুলের জন্য এই হেয়ার মাস্কটি দারুণ কার্যকর। কলা ও মধু খুশকি সারায়। অলিভ অয়েল চুলকে নরম এবং মজবুত করে। লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড চুলের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখে। **অ্যাভোকাডো হেয়ার মাস্ক**- ১টা পাকা অ্যাভোকাডো পেস্ট করে নিন। তাতে ২ টেবিল চামচ মধু এবং ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে স্ক্যাল্প ও চুলে ভালো ভাবে লাগান। কিছুক্ষণ পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা মাথার ত্বক সুস্থ রাখে। এই হেয়ার মাস্ক চুল ঝকঝকে করে তোলে। অলিভ অয়েল চুলকে নরম এবং মজবুত রাখে। **খুশকির জন্য নারকেল তেল** - নারকেল তেল হালকা গরম করে স্ক্যাল্পে মালিশ করুন। প্রায় ১০ মিনিট স্ক্যাল্প ও চুলে তেল মালিশ করুন। তেল লাগানো হয়ে গেলে ২৫-৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। নারকেল তেল খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর। **মেথি হেয়ার মাস্ক**- চার টেবিল চামচ মেথি দানা সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ভেজানো মেথি পেস্ট করে নিয়ে তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এই হেয়ার প্যাকটি স্ক্যাল্প ও চুলে ভালো ভাবে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন। খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর হবে।

### মুখে বয়সের ছাপ পরছে, রোজকার ডায়েটে রাখুন এই ৭ ফল!

ত্বকের যত্নে আমরা কত কিছুই না করি। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বাইরে থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়া যথেষ্ট নয়। ত্বক দাগহীন, টানটান রাখতে গেলে শারীরিকভাবেও সুস্থ থাকা জরুরি। এর জন্য বিরাট কিছু করার প্রয়োজন নেই। এ কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে বিভিন্ন ধরনের ফল। বাজারে গেলেই দেখা মিলবে সেগুলি। দেখে নিন, অকালে বয়সের ছাপের হাত থেকে বাঁচতে ভরসা রাখবেন কোন ফলগুলির উপর-

**ব্লুবেরি**- ফ্ল্যাভোনয়ে সমৃদ্ধ ব্লুবেরি ত্বককে টানটান রাখতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, কে এবং আরও অনেক পুষ্টিগুণ, যা ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না এবং কোষের ক্ষতিও প্রতিরোধ করে।

**অ্যাভোকাডো** - বার্ধক্য বিরোধী খাবারগুলির মধ্যে অন্যতম অ্যাভোকাডো। এতে রয়েছে পটাসিয়াম, ভিটামিন এ, সি, ই, কে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক টানটান রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, অ্যাভোকাডো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও দুর্দান্ত।

**বেদানা**- বেদানায় সেলেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। এছাড়াও, ভিটামিন সি, ডি, ই এবং কে এর মতো গুরুত্বপূর্ণ যৌগও বিদ্যামান। এই সমস্ত যৌগগুলি ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। ত্বক টানটান রাখতে সাহায্য করে।

**তরমুজ**- তরমুজ ভিটামিন সি, ই এবং কে, সেলেনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাসিয়াম, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। শুধুমাত্র গরমকালেই স্বস্তি দেয় না, ত্বককে বার্ধক্যের ছাপ পড়া থেকেও রক্ষা করে তরমুজ।

**টমেটো**- টমেটোতে রয়েছে লাইকোপেন। এটি এর ধরনের ননপ্রো ভিটামিন এ ক্যারোটিনয়ে, যা ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া, টমেটোয় থাকা ফ্ল্যাভোনয়েস অকাল বার্ধক্যের হাত থেকে বাঁচায়।

**স্ট্রবেরি**- স্ট্রবেরি এসেনশিয়াল মাইক্রোনিউট্রিয়েটের পাওয়ার হাউস। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। স্ট্রবেরি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রতিরোধ করে এবং ত্বককে টানটান রাখতে সাহায্য করে।

**লেবু**- লেবু ভিটামিন সিএর দুর্দান্ত উৎস। ভিটামিন সি এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ত্বককে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের প্রভাব থেকে রক্ষা করে, ত্বককে সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখে। এছাড়াও, এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়ে। ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না।

## ১৫ দিনে তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যু! ওড়িশায় রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার

ভুবনেশ্বর, ৩ জানুয়ারি ঃ আবারও ওড়িশায় উদ্ধার এক জন রুশ নাগরিকের মৃতদেহ। বিগত ১৫ দিনের মধ্যে এই নিয়ে ওড়িশায় তিন জন রুশ নাগরিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার জগসিংহপুর জেলার পারাদ্বীপ বন্দরে নোঙর করা একটি জাহাজে ওই রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত রুশ নাগরিকের নাম মিলিয়াকভ সের্গেই (৫১)। পুলিশ জানিয়েছে, 'এম বি আলডনাহ' জাহাজের মুখ্য ইঞ্জিনিয়র ছিলেন মিলিয়াকভ। জাহাজটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পারাদ্বীপ হয়ে মুম্বই যাচ্ছিল। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে জাহাজের একটি কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ এখনও মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি। পারাদ্বীপ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পিএল হরানন্দ ওই রুশ ইঞ্জিনিয়রের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। ওড়িশায় ১৫ দিনের মধ্যে তিনজন রাশিয়ার নাগরিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রহস্য ক্রমেই বাড়ছে।

## ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব শুরু, দিল্লি থেকে প্রবেশ করল উত্তরপ্রদেশে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লি থেকে শুরু হয় ভারত জোড়ো যাত্রা, দিল্লি থেকে এদিনই উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। তার আগে দিল্লির মারঘাট হনুমান মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছান কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত, রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস রাহুল গান্ধী ও তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্য কামনা করেছেন। এদিন দিল্লির কাশ্মীরি গেট থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা, পদযাত্রায় অংশ নেন গৌরব গগৈ, কে সি বেণুগোপাল-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। অংশ নেন শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও। দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমানা, গোকুলপুরীতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হস্তান্তকরণ হয়। এরপর উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে ভারত জোড়ো যাত্রা।

## কুড্ডালোরে ছ'টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ মৃত একই পরিবারের ৫ সদস্য

চেন্নাই, ৩ জানুয়ারি ঃ তামিলনাড়ুর কুড্ডালোর জেলায় ছ'টি গাড়ির একে-অপরের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। মঙ্গলবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভেপ্পুরের কাছে ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়কের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, দু''টি বাস, দু''টি লরি ও দু'টি গাড়ির মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পুলিশ ও দমকল। ভেপ্পুর দমকল কর্মীদের সাহায্যে দেহগুলি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানা না গেলেও আরসি বুক দেখে পুলিশ জানিয়েছে সকলেই একই পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের বাড়ি চেন্নাইয়ে।

## পাঞ্জাবে বিএসএফের গুলিতে খতম পাক অনুপ্রবেশকারী

অমৃতসর, ৩ জানুয়ারি ঃ বিএসএফের গুলিতে নিকেশ হল এক পাক অনুপ্রবেশকারী। মঙ্গলবার সকালে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক ব্যক্তি। পাঞ্জাব সীমান্তে তাকে দেখামাত্র আটকাতে চেষ্টা করেন বিএসএফ জওয়ানরা। কিন্তু ভারতে ঢুকতে মরিয়া হয়ে ওঠা জঙ্গিকে নিকেশ করতে বাধ্য হয় বিএসএফ। সেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে নিহত অনুপ্রবেশকারীর পরিচয় জানা যায়নি। বিএসএফের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সীমান্তে এক ব্যক্তিকে দেখা যায়। পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতের গুরুদাসপুর সেক্টরে ঢোকার চেষ্টা করছিল ওই অনুপ্রবেশকারী। সঙ্গে সঙ্গে সেনাকে সতর্ক করা হয়। অনুপ্রবেশ আটকাতে গুলি চালাতে শুরু করে বিএসএফ। তা সত্ত্বেও ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে ওই ব্যক্তি। বাধ্য হয়েই আক্রমণের তীব্রতা বাড়ায় বিএসএফ। গুলির লড়াইতে মৃত্যু হয় পাক অনুপ্রবেশকারীর। জানা গিয়েছে, ওই অনুপ্রবেশকারীর থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে। আরও কোনও ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে বিএসএফ। প্রসঙ্গত, গতকালই গুরুদাসপুর সেক্টর থেকে মাদক বোঝাই ড্রোন উদ্ধার করেছিল বিএসএফ। সীমান্তের কাছে ওই ড্রোনটি উদ্ধার করা হয়। প্রায় ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয় ওই ড্রোন থেকে। সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে এসেছে পাক ড্রোন। সীমান্তে অনুপ্রবেশ আটকাতে নজরদারি ব্যবস্থা আরও আঁটসাট করে তুলতে চাইছে কেন্দ্র। সীমান্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বাঙ্কার তৈরি করতে চলেছে ভারত। দেশের ইতিহাসে প্রথমবার এই পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গুজরাটে স্যর ক্রিক ও 'হারামি নাল্লা' জলাভূমি সংলগ্ন এলাকায় বাঙ্কার তৈরি হবে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় আটতলা সমান উচতার বাঙ্কার তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে।

## ভারতের শান্তির সংস্কৃতিকে দুর্বল ভাবা বা তাচ্ছিল্য করলে ভুল হবে, চিনকে সতর্কবার্তা রাজনাথ সিংয়ের

ইটানগর, ৩ জানুয়ারি ঃ ভারতের শান্তির সংস্কৃতিকে দুর্বল ভাবা বা তাচ্ছিল্য করলে ভুল হবে। অরুণাচল প্রদেশে দাঁড়িয়ে নাম না ধরে চিনকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনার মধ্যে আজ মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার বোলেঙে কৌশলগতভাবে-গুরুত্বপূর্ণ নবনির্মিত সিওম সেতুর উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে প্রকারান্তরে চিনকে সতর্কবার্তা দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপর জোর দেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর শীর্ষ আধিকারিক এবং অরুণাচল প্রদেশের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আলং-ইংকিয়ংগামী ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য সিওম সেতু উদ্বোধন করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন-এর ভিজন এবং নিউ টেক হ্যান্ডবুক উন্মোচন করেছেন। এছাড়া এদিন তিনি ভার্চুয়ালি ৭২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিআরও কর্তৃক নির্মিত ২৮ টি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করে স্থানীয়দের সঙ্গে মত বিনিময় তিনি করেন। অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেন, সর্বাগ্রে জাতির অগ্রাধিকার ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারত সরকার বদ্ধপরিকর। যে কোনও জাতির জন্য নিজেদের শক্তিশালী রাখা প্রয়োজন। ভারত সবসময়ই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল এবং আছে। সিং বলেন, ভারত কোনও দেশের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধ শুরু করেনি বা কোনও দেশের এক ইঞ্চি জমিও দখল করেনি। এর হ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ভারতের শান্তির সংস্কৃতিকে কখনও দুর্বলতার অবস্থান বলে ভাবা উচিত হবে না। বলেন, তবে কেউ চোখ রাঙানোর চেষ্টা করলে নয়াদিল্লি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং অঞ্চলে চিনা সেনাদের সাথে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের দিকে আঙুল তুলে কোনও দেশের নামোচ্চারণ না করে কথাগুলি বলেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সবসময় যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত এবং বিআরও তাঁদের মতো করে দেশের স্বার্থে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করছে, বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। প্রসঙ্গত, অরুণাচল প্রদেশেবর্ডার রোড অর্গানাইজেশন আয়োজিত আলং-ইংকিয়ংগামী ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারচুয়ালি ২২ টি সেতু, তিনটি রাস্তা এবং তিনটি অন্যান্য প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগ দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চলে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে তৈরি করেছে বিআরও। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা পেশ করতে গিয়ে রাজনাথ সিং নতুন রাস্তা ও সেতুগুলির সময়মতো সমাপ্তি নিশ্চিত করে দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিআরও - এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ২০২১ সালে বিআরও ১০২ টি পরিকাঠামো প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং ২০২২ সালে এই ২৮ টি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করে বিআরও রেকর্ড সংখ্যক ১০৩টি প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্য উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছে। গত এক বছরে এত দ্রুতগতিতে ২৮ টি পরিকাঠামো প্রকল্প নির্মাণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন বিআরওকে। তিনি বলেন, বিআরও-এর এ ধরনের কর্মক্ষমতা অভূতপূর্ব এবং এটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব চৌধুরী, ভিএসএম, ডিজি বর্ডার রোডসের দুর্দান্ত নেতৃত্বে সমগ্র বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের দৃঢ় একাগ্রতা এবং সংকল্পের প্রতিফলন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন গত পাঁচ বছরে অরুণাচল প্রদেশে মোট ৩,০৯৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে। এছাড়া বিআরও গত পাঁচ বছরে লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রায় ৩,১৪০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা ছাড়াও ওই সময়কালে ১০ টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৩,৫২৫.৪১৭ কিলোমিটার বিস্তৃত মোট ২৫৭ টি রাস্তা বিআরও তৈরি করেছে। তথ্য অনুসারে রাজস্থানে ৮৮৪.৩০৯ কিমি দৈর্ঘ্যের ১৩ টি, সিকিমে ৬৬৩.৫৩৫ কিমি দৈর্ঘ্যের ১৮ টি, উত্তরাখণ্ডে ৯৪৭.২১ দৈর্ঘ্যের ২২ টি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২,৩৮১.৯৬৩ কিমি দৈর্ঘ্যের ৬১ টি রাস্তা তৈরি করেছে বিআরও। উল্লেখ্যে, দুদিনের অসম এবং অরুণাচল প্রদেশ সফরের উদ্দেশ্যে গতকাল সোমবার ত্রিসন্ধ্যায় ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি (অসম) বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

## ৬১ হাজার ছুঁল সেনসেক্স

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে দ্বিতীয়দিনেও অগ্রগতি দেখাল দালাল স্ট্রিট। সোমবারের পর মঙ্গলবারও উত্থান শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স পৌঁছাল ৬১ হাজারে। নিফটি ছাড়াল ১৮ হাজার পয়েন্ট। অনেকেই আশা করছে নতুন বছরে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের উত্থান হবে। মঙ্গলবার সেনসেক্সের উত্থান হল ১২৬.৪১ পয়েন্ট বা ০.২১ শতাংশ। বাজার শেষে এই সূচক দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ২৯৪.২০ পয়েন্টে। এদিন নিফটি-ফিফটির অগ্রগতি হয়েছে ৩৫.১০ বা ০.১৯ শতাংশ। দিনের শেষে নিফটি হয়েছে ১৮ হাজার ২৩২.৫৫ পয়েন্ট।

**Name Change**

I, RANJAN MANDAL (old name) S/O SANKAR MANDAL resident of 10, RAMMOY ROAD, PS-BHAWANIPUR, KOLKATA- 7000254 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RANJAN MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/01/2022. RANJAN MANDAL and RANJAN MONDAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, GITA MONDAL (old name) W/O SANKAR MANDAL resident of 10, RAMMOY ROAD, PS-BHAWANIPUR, KOLKATA- 700025 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GEETA MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/01/2023. GITA MONDAL and GEETA MONDAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Manzarul Haque resident of 4A, Golam Jilani Khan Road, Tiljala, Kolkata-700039 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name MOHAMMAD NAZIRUL HAQUE instead of NAZIRUL HAQUE, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 06/01/2021. MOHAMMAD NAZIRUL HAQUE and NAZIRUL HAQUE all are same and one identical person.

**Name Change**

I, SRINIBAS TEWARI (old name) S/O Late Ram Lakhan Tiwari resident of Bishnu Bihar, Opp- Lions Club, Neamatpur, Paschim Bardhaman, Pin-713359 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SRINIVAS TEWARI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/01/2023. SRINIBAS TEWARI and SRINIVAS TEWARI both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SANKAR MONDAL (old name) S/O ARUN MANDAL resident of 10, RAMMOY ROAD, PS-BHAWANIPUR, KOLKATA- 700025 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANKAR MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/01/2023. SANKAR MONDAL and SANKAR MANDAL both are same and one identical person.

## দালাই লামা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ঃ রিজিজু

গয়া, ৩ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু মঙ্গলবার দলাই লামার উপস্থিতিতে বোধগয়ায় নালন্দা ঐতিহ্যের দালাই লামা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভার সদস্য সুশীল মোদীও। এই ইনস্টিটিউটের ভবনের জন্য, বিহার সরকার ৩০ বছরের জন্য দালাই লামা ট্রাস্টকে ৩০ একর জমি দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। এই প্লটটি মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং গেটের কাছে। নালন্দা ঐতিহ্য অর্থাৎ প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে এই ইনস্টিটিউটটি নালন্দা সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার জন্য সমস্ত সাহিত্য কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মের গুরু দালাই লামা বর্তমানে বোধগয়া সফরে রয়েছেন। বোধগয়ার কালচক্র ময়দানে একটি তিন দিনের শিক্ষাদানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে ভারত ও বিদেশের শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শিক্ষাদানের অনুষ্ঠান শেষে মঙ্গলবার বোধগয়া পৌঁছেছেন।

## নতুন তথ্য, খানজাওয়ালা দুর্ঘটনায় মৃত তরুণীর সঙ্গে ছিল তাঁর বান্ধবীও

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ দিল্লির খানজাওয়ালা এলাকার দুর্ঘটনায় তরুণীর মৃত্যুতে হতবাক গোটা দেশ। সম্প্রতি এই ঘটনার পুলিশি তদন্তে প্রকাশ্যে এল আরও এক নয়া তথ্য। নববর্ষের রাতে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ২০ বছরের ওই তরুণীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বান্ধবীও। গাড়ির সঙ্গে স্কুটির সংঘর্ষ ঘটার পরে ভয়ে তিনি পালিয়ে যান। মঙ্গলবার স্পেশাল সিপি (আইন ও শৃঙ্খলা) জোন ২ জানিয়েছেন, স্কুটিতে ওই তরুণী একা ছিলেন না, দুর্ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। দুর্ঘটনার পর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ১৬৪ সিআরপিসি-র অধীনে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হবে। দুর্ঘটনার ঠিক আগে ওই তরুণী যে হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলের ম্যানেজার এদিন জানিয়েছেন, দু'জনকে কথা কাটাকাটি করতে দেখা যায়। তাঁদের যখন থামতে বলা হয়, তখন দু'জনে নীচে নেমে হাতাহাতি শুরু করে। এরপর স্কুটিতে চেপে দু'জনে চলে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, একটি হোটেলে কয়েক জন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে, তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকি বন্ধুদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সিসিটিভি ফুটেজে দুর্ঘটনার ঠিক আগে তরুণীটিকে স্কুটি চালাতে দেখা গিয়েছে। তদন্তের খুঁটিনাটি মৃতার পরিবারকে জানাচ্ছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে, যাদের একটি হোটেলে মেয়েদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ছেলেদের একটি আলাদা রুম বুক করা ছিল এবং হোটেলের কর্মীরা তাঁদের মেয়েটির সাথে কথা বলতে দেখেছে।

## নিশানায় বিডিও

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি ঃ বিডিও অফিসে আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে গলসীর বিডিওকে প্রকাশ্যে উলঙ্গ বিডিও বলে কটাক্ষ করলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সেই সঙ্গে গলসীর সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, যারা যারা আবাস যোজনায় তালিকায় বাড়ি পাননি তারা গলসী থানায় গিয়ে এফ.আই.আর করুন। গলসী-২ ব্লকে আবাস যোজনায় স্থানীয় কোন ব্যক্তির নাম না থাকার প্রতিবাদে বিডিওর বিরুদ্ধে এই রকম মন্তব্য করেছেন সাংসদ বলে বিজেপি সূত্রে খবর। একজন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে একজন জনপ্রতিনিধির এই রকম কটূক্তিকে ঘিরে শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক তরজা। মঙ্গলবার আবাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে গলসি-২ বিডিও অফিস ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেয় পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি। গলসী বাজার থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি তথা সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে প্রকাশ্যে মঞ্চ থেকে আবাস যোজনায় দূর্নীতির বিরুদ্ধে সৌমিত্র বাবু গলসী-২ বিডিওর উদ্দেশ্য কটূক্তির সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি বিডিও রয়েছে যে উলঙ্গ বিডিও। লাজ-লজ্জাহীন ব্যক্তি তিনি, বড় বড় দরজা করে বসে আছেন। পাশাপাশি গলসী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, লজ্জা লাগছে না আপনাদের নিজেদের চারতলা করে বাড়ি তৈরী করে বসে আছেন, আর এলাকার সাধারণ মানুষদের আবাস যোজনার নামটাই এলো না তার খোঁজ নাই। কয়েকদিন পর পঞ্চায়েত নির্বাচন, এইসব লোক গুলোর কাছে কোন লজ্জায় ভোট চাইতে যাবেন আপনারা!

## হাতিদের লুঠপাট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়িতে হাতির দাপট অব্যাহত। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বানারহাটের নাথুয়া বাজারে তাণ্ডব চালাল একটি দাঁতাল। নাথুয়া বাজারে দু'টি গালামালের দোকানে হামলা চালায় হাতিটি। দোকানের শাটার ভেঙে চাল, আটা সাবাড় করে হাতিটি। এদিকে মেটেলি ব্লকের লাটাগুড়ি বনাঞ্চল সংলগ্ন বড়োদিঘি চা বাগান ও শ্রমিক মহল্লায় দাপিয়ে বেড়াল অন্য একটি হাতি। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকাজুড়ে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে নাথুয়ার জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে এসে ওই বাজারের ব্যবসায়ী রমেন সাহা ও সুরেশ প্রসাদ রস্তোগীর দোকানে হামলা চালায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ফের জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরই বনকর্মীদের টহলদারির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। নাথুয়া রেঞ্জ অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন জানালে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অন্য ঘটনাটি জেলার মেটেলি ব্লকের লাটাগুড়ি বনাঞ্চল সংলগ্ন বড়োদিঘি চা বাগানের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে একটি হাতি বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে শিবমন্দির লাইনে ঢোকে। দীর্ঘক্ষণ হাতিটি শিবমন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে হাতিটি পরে চা বাগানে ঢুকে পড়ে। রাতভর হাতিটি চা বাগানেই ছিল। মঙ্গলবার ভোরে সেটি লাটাগুড়ির জঙ্গলে ঢুকে যায়। বড়োদিঘি চা বাগানের প্রাণকেন্দ্র শিবমন্দির এলাকায় হাতির আগমনে আতঙ্কিত জনগণ। যদিও হাতিটি শ্রমিক মহল্লায় কোনও ক্ষতি করেনি।

# গোষ্ঠী কোন্দলে তৃণমূল নেতার পুকুরে বিষ

তনুজ জৈন, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের পুকুরে বিষ দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যে মতবিরোধ। সংগঠনের পদ এবং পঞ্চায়েতের টিকিট দেওয়াকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ। সেই আক্রোশের জেরেই পুকুরে বিষ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ এক পক্ষের। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ অন্য পক্ষের। খোঁচা সিপিএমের। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ফের অস্বস্তিতে শাসকদল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেজপুরা এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা শিবু মহালদার। সদ্য দৌলতপুর অঞ্চলের যুব তৃণমূলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন। তার পুকুরে সোমবার রাতে কেউ বা কারা বিষ দিয়ে দেয়। যার ফলে পুকুরের সব মাছ মারা যায়। তিনি মৎস্যচাষী। ক্ষতি হয়েছে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নতুন বছর উপলক্ষে দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোবারক হোসেনের পক্ষ থেকে বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই বনভোজনে আমন্ত্রিত ছিলেন সদ্য নির্বাচিত যুব তৃণমূলের চেয়ারম্যান শিবু মহালদার। কিন্তু দৌলতপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি লতিফুর রহমান এবং তার অনুগামীদের আমন্ত্রণ করা হয়নি ওই বনভোজনে। এদিকে দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৬ নম্বর বুথ এই বছর তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। সেখানেই তৃণমূলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শিবু মহালদার এমনটাই ইচ্ছা প্রধান মোবারক হোসেনের। কিন্তু অঞ্চল সভাপতি লতিফুর রহমান সেটা চান না। তিনি চান তার অনুগামী দৌলতপুর অঞ্চলের সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ কৃষ্ণা মহালদারকে প্রার্থী করতে। এই নিয়ে মতবিরোধের ফলেই পুকুরে বিষ দেওয়া হয়েছে। এমনটাই মনে করছেন পঞ্চায়েত প্রধান মোবারক হোসেন। তাদের অভিযোগ আক্রোশের জেরেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। যদিও অঞ্চল সভাপতি লতিফুর রহমান অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তার পাল্টা দাবি তিনি কোন গোষ্ঠীর মধ্যে নেই। অন্য দল থেকে আসা লোকেরা বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িত। তারা নিজেদের বাঁচাতে এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে ভোট যতই এগিয়ে আসবে তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে কলহ ততই বাড়বে, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি, তীব্র কটাক্ষ সিপিএমের। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল। সমগ্র ঘটনায় মঙ্গলবার লিখিত অভিযোগ দায়ের হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হবে জানিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দৌলতপুর অঞ্চল যুব তৃণমূলের চেয়ারম্যান শিবু মহালদার বলেন, গতকাল পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বনভোজনের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পর সকালে উঠে দেখি এই ঘটনা। আমাদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি চোখে দেখিনি তাই কারোর নাম বলতে পারছি না। পুলিশে অভিযোগ করেছি পুলিশ খতিয়ে দেখবে। দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোবারক হোসেন বলেন, সকালে আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। শিবুকে যুব তৃণমূলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী করার চিন্তা ভাবনা চলছে। সেটাই অনেকের সহ্য হচ্ছে না। অঞ্চল সভাপতি এখানে নিজের মতো কাজ করার চেষ্টা করছেন। দৌলতপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি লতিফুর রহমান বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ কৃষ্ণাকে এরা দোষারোপ করছে। কিন্তু সে এরকম করবে না। আমি সমগ্র অঞ্চলকে নিয়ে এক সাথে কাজ করি। অন্য দল থেকে এসে যারা দুর্নীতি করেছেন তারা এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করছেন। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলেন, ভোট যত এগিয়ে আসবে তত এই ধরনের ঘটনা বাড়বে। প্রার্থী হওয়া নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে ঝামেলা মারামারি হবে। নিজেরাই একে অপরের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করবে। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। মানুষ এদেরকে যোগ্য জবাব দেবে। একদিকে দুর্নীতি ইস্যুতে বিরোধীরা প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছে রাজ্যের শাসকদলকে। পাল্টা উন্নয়নকে সামনে রেখে ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু তার মাঝেই বারবার সামনে এসে পড়ছে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। স্বাভাবিক ভাবে ভোটের আগে যা অস্বস্তি বাড়াচ্ছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের। এমনটাই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

# তৃণমূল নেতাদের উত্তম-মধ্যম দিলেই সব ঠান্ডা হবে। সুভাষ

দুরন্ত বার্তা, বাকুঁড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার দুর্নীতি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির চেয়ে বড় স্ক্যাম বলে অভিহিত করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। আবাস প্লাস প্রকল্পে যে হারে দুর্নীতি করেছে তৃণমূল নেতারা তার জন্য বঞ্চিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিকারের নিদান দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। তিনি বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সিমলাপালে আবাস যোজনার বঞ্চিত মানুষের কথা শোনার জন্য গিয়ে তাদের ক্ষোভের কথা শুনে বলেন, তৃণমূল নেতাদের উত্তম-মধ্যম দিলেই সব ঠান্ডা হবে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আবাস যোজনা নিয়ে যে দুর্নীতি বেরিয়ে আসছে তাতে মনে হচ্ছে এটা কেলেঙ্কারি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির চেয়েও বড়। তিনি বলেন, তৃণমূল নেতারা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যা কথা বলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে রাজ্যের বলে প্রচার করছে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা বলছে এই দেখ দিদি বিনা পয়সায় রেশন দিচ্ছে, বাড়ি দিচ্ছে। এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে উত্তম -মধ্যম দেওয়া। এরকম ডোজ দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে, সাংবাদিকদের করা এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, উত্তম-মধ্যম পেলে অন্তত এরকম মিথ্যা কথা বলাটা বন্ধ হবে। তারপরই তিনি বলেন, মানুষ তৃণমূলের উপর তিতিবিরক্ত হয়ে আছে। গ্রামে গেলেই শাসকদলের নেতারা টের পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার গরীব মানুষের মাথার উপর ছাদ দেওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে পাঠিয়েছে আর সেই অর্থ তৃণমূল নেতারা আত্মসাৎ করেছে। তাদের কর্মীরাও ওদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারছে না। আমরা মানুষকে অভয় দিয়ে বলেছি এই দুর্নীতির মূলে রয়েছে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। আসন্ন ত্রিস্তর নির্বাচনে নির্ভয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বিজেপি একটি সুশাসনের পঞ্চায়েত উপহার দেবে। আবাস যোজনা প্রকল্পে যে হারে দুর্নীতি হয়েছে এর প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করতে সিবিআই তদন্তেরও দাবি করেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকারের এই বিস্ফোরক মন্তব্যের জবাবে তৃণমূলের বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অলক মুখার্জি বলেন, বিজেপি একটি ধংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দল। মানুষ ওদের ছুড়ে ফেলে দেবে। একজন শিক্ষামন্ত্রী হয়ে উনি যে মন্তব্য করছেন তার দায় ওনাকে নিতে হবে।

## গণধোলাইয়ের পরামর্শ অগ্নিমিত্রার

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩ জানুয়ারি ঃ এবার 'দিদির দূত' অ্যাপ নিয়ে কটাক্ষ করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, ১২ বছর পরে এখন মনে পড়ছে গ্রামের মানুষদের কথা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের এটা একটা নতুন নাটক। এতো দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে যে, এখন আর সততার প্রতীক লেখা যাচ্ছে না। বিজেপি বিধায়কের কথায়, এখন আর এইসব করে কোনও লাভ নেই। জনরোষ তৈরি হয়েছে। দিদির দূত গেলেই গণধোলাই পড়বে। মানুষ তার জন্য তৈরি হয়ে আছেন। মঙ্গলবার রানিগঞ্জের টিরাট গ্রাম ও টিরাটের হাড়ভাঙ্গা এলাকায় কম্বল বিতরণ করতে যান অগ্নিমিত্রা পাল। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের সমস্যার কথা শোনেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, তৃণমূল কর্মীরা এলে জানতে চাইবেন স্থানীয়রা কেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পাননি। কেন গ্রামে জলের ব্যবস্থা নেই। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এইসব গ্রামের গরিব মানুষদের কোনও পাকা বাড়ি নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেউ বাড়ি পাননি। জল নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে ও বোঝাতে চাইছেন, তিনি কতটা গ্রাম নিয়ে সজাগ। কিন্তু এইসব করে কিছু হবে না। ভুয়ো জবকার্ড করে ১০০ দিনের টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা মেরেছেন। সবকিছু চুরি করে নেওয়া হয়েছে। এখন তারা দিদির দূত হয়ে এসে জানতে চাইবেন, গ্রামের মানুষেরা কিছু পেয়েছেন কিনা। আমি গ্রামের মানুষদের বলেছি, তারা এলে জানতে চাইবেন কোথায় গেল বাড়ি। কেন নেই জল। যা জনরোষ তৈরি হয়েছে, তাতে গণধোলাই দেবেন গ্রামের মানুষ।

## অধ্যাপিকার ফাঁকা বাড়িতে চুরি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি ঃ বাড়িতে মালিকের অনুপস্থিত দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে খাগড়াবাড়ি এলাকায়। গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়ির মালিক বাড়িতে না থাকায় সেই সুযোগেই বাড়ির দরজার তালা ভেঙে সোনার গয়না সহ প্রায় চার হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। কোচবিহার কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা রুম্পা রায় জানান, খাগড়াবাড়ির এই বাড়িতে থেকেই তিনি কলেজে পড়ান। গত ২৪ তারিখ তিনি শিলিগুড়ি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। আজ তার গাড়ির চালক বাড়িতে এসে দেখতে পান বাড়ির দরজা খোলা তিনি ভালো করে দেখেন ঘরের সব জিনিস লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ওই অধ্যাপিকা। পুন্ডিবাড়ী থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। ওই অধ্যাপিকা জানান, তিনটি সোনার চেন এবং পাঁচ জোড়া কানের দুল খোয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে বাড়িতে রাখা ছিল প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা চোর নিয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে একই রকম ভাবে চুরি হয়েছিল। সেই সময়ও পুলিশকে জানানো হয়েছিল কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। তাই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

## ঘর না পেয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৩ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ারের ফালকাটায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ায় আন্দোলনে নামলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার প্রায় তিন ঘন্টা মেজবিল-শালকুমারহাট রাজ্য সড়কের যোগেন্দ্রনগরে অবরোধ করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি, আবাস যোজনার প্রথম তালিকায় যোগেন্দ্রনগর মৌজার প্রায় ৫০০ জনের নাম ছিল। পরে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের সমীক্ষায় প্রায় সাড়ে ৩০০ জনের নাম বাদ যায়। কেন এভাবে নাম বাদ গেল তা নিয়ে এদিন আন্দোলন করা হয়। তবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাছে সদুত্তর না মেলায় পরে বাঁশের ব্যারিকেড করে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। এদিন অবরোধের জেরে রাজ্য সড়কে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের আশ্বাসেও অবরোধ ওঠেনি। পরে আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও'র প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুনরায় সমীক্ষার আশ্বাস দিলে বেলা তিনটা নাগাদ অবরোধ ওঠে।

# তৃণমূলকে লুটেরাদের দল বলে কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, নন্দকুমার, ৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের মানুষ সাবধান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূত হিসেবে নয়, লুটেরা হিসাবে মানুষের কাছে আসছেন। গরুর বাছুর, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা সাবধানে রাখছেন তো? সব তৃণমূল লুট করে নিয়ে চলে যাবে! পূর্ব মেদিনীপুরে এসে এমনই কটাক্ষ করেন সিপিএমের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তী। এই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। সিপিএমের নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত বিজেপিও। যদিও সিপিএম নেতার বক্তব্যকে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আবাস যোজনা দুর্নীতি নিয়ে সিপিএম নেতা-কর্মী সমর্থকদের ডেপুটেশনকে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার। এরপরেই পুলিশ ও সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কার্যত রণক্ষেত্র চেহারা নিয়েছিল নন্দকুমার। মঙ্গলবার আবারও রাজ্য নেতৃত্বদের নিয়ে নন্দকুমার বিডিও অফিসের ডেপুটেশন দিতে আসেন সিপিএমের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তী সহ কর্মী-সমর্থকেরা। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ডেপুটেশন দিতে এসে রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তী শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন। এদিন বিকেলে এলাকা থেকে মিছিল করে এসে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দেন তারা। এরপর সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ উগরে দেন সিপিএমের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তী। সুজন চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল ও বিজেপি দু'জনই এক। কারণ তৃণমূল যা যা ঘোষণা করছে বিজেপির কাছ থেকে নকল করে ঘোষণা করছে। শুভেন্দু এটা ঠিক কথা বলেছে। এদিকে আবার ত্রিপুরায় বিজেপি তৃণমূলকে নকল করছে। এখানে তৃণমূলকে নকল করে বিজেপি, বিজেপিকে নকল করে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন আরএসএস বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে বিজেপি নরেন্দ্র মোদিরা, পরোক্ষভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকা বার্তা দেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিপন্ন মানুষের পাশে বামপন্থীরা। চাকুরি চুরি হচ্ছে তাদের পাশে বামপন্থীরা। আজ যে একাধিক দুর্নীতি হচ্ছে। মানুষের পাশে থাকার জন্য বার্তা দেন বামপন্থীরা। ভোটের জন্য নয় বামপন্থীরা। এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তৃণমূলের দূতরা পাড়ায় পাড়ায় যাবে। কিন্তু লোকেরা বলছে তৃণমূলের দূত, নাকি কি লুটেরাদের ভূত? সাবধান, ঘরবাড়ি, সোনাদানা, গরু বাছুর, ওরা লুট করতে আসছে। পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে লুট করেছে তৃণমূল, পঞ্চায়েত ভোট ত্রিপুরাতে লুট করেছে বিজেপি। তৃণমূল ও বিজেপি লুটেরাদের বাহিনী। এরা যে তৃণমূল নেতারা কান ধরে উঠবস করে বলবে আমি কোনদিন তৃণমূল করব না। পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে সুজন চক্রবর্তী বলেন, এখানকার বিজেপি নেতারা দিল্লির মন্ত্রীদের পারলে বলুন, আট বছর হয়ে গেল চিটফাণ্ড কাণ্ডে কেন চার্জশিট দিতে পারল না। বিজেপি কি চায়? তৃণমূলকে ধরা হোক। থানা ও বিডিও তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সুরক্ষা কথা বলছেন না, নিজেদের সুরক্ষার কথা বলছেন। সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, শুভেন্দু অধিকারী আগে তৃণমূলের নেতা ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী একজন। এই কারণে মমতা ব্যানার্জি শুভেন্দু অধিকারীকে একাধিক পদ দিয়েছেন। তাকে খুশি করেছেন। তৃণমূল চায় না বিজেপি বিপদে পড়ুক, বিজেপি চায় না তৃণমূল বিপদে পড়ুক। এই জন্যই কোর্টে রক্ষাকবচ। পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার কমিশন নেই। টাকা ও অস্ত্র, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি তৃণমূলের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রের সরকার বন্দেভারত ট্রেনকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি। কোন কাজে লাগছে না এই ট্রেনটি। সময়ও কম লাগছে না। শুধুমাত্র বেশি টাকা নিচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের দাবি, সুজন চক্রবর্তী ঠিক কথাই বলেছেন। তৃণমূল কর্মীরা দূত হিসেবে আসছেন না। লুটের জন্যই আসছেন। যদিও এ বিষয়ে কোনও ভাবেই গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, সিপিএমের অপশাসন রাজ্যের মানুষ দেখেছে। তাই একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সিপিএমকে একটিও আসন দেয়নি। এত বড় বড় কথা মুখে মানায় না।

## মাথায় বলের চোটে বালকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার সময় মাথায় বলের চোট পেয়ে মৃত্যু হল ১১ বছর বয়সী এক বালকের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হাবিবপুর থানার আস্তর গ্রাম এলাকায়। ওই বালকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বালকের নাম অমিত কুমার মার্ডি (১১)। পরিবারে রয়েছে বাবা শৈলেন মার্ডি মা মিনতি টুডু। অন্যান্য দিনের মতো এদিন বাড়ির পাশেই অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছিল ফুটবল নিয়ে ওই বালক। সেই সময় ওই বালকের মাথায় ফুটবলের আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে আনা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই বালকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত শিশুর পরিবারসহ গোটা গ্রামে।

## যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হবিবপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ মালদার হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের দারাজপুর এলাকায় ঝোপ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে । খবর পেয়ে হবিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম নয়ন হালদার (২৬)। তিনি বুলবুলচন্ডী বাঁধপাড়া এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে মা সাধনা হালদার ও ভাই শয়ন হালদারকে নিয়ে সংসার ছিল নয়ন হালদারের। তিনি ভিন রাজ্যে কাজ করতেন। এক মাস আগেই ফিরে এসেছেন গ্রামে। গ্রামে ফিরে অন্যান্যদের সঙ্গে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের কাজ করতেন।

## গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে আগুন

দুরন্ত বার্তা, পতিরাম, ৩ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে বাড়ির বারান্দায় থাকা রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে রান্না করার সময় আগুন! মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জেলার পতিরামের আমতলা এলাকায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে আসে পতিরাম থানার পুলিশ। স্থানীয়দের তৎপরতায় এদিনের অগ্নিকাণ্ডে অবশ্য খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে ব্যবসায়ী বীরেন সরকারের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কীর্তন চলছিল। এদিন অনুষ্ঠান শেষে বাড়ির দোতলার বারান্দায় থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে রান্না করতে গিয়ে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। সিলিন্ডার লিক করার ফলেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে বলে অনুমান স্থানীয়দের। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে আসে পতিরাম থানার পুলিশ। দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। স্থানীয়দের তৎপরতায় এদিনের অগ্নিকাণ্ডে অবশ্য খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে। প্রতিবেশীরা জানান, বারান্দায় আগুন লাগার কারণে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে, রান্না ঘরে আগুন লাগলে বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা থাকত।

## ব্যবসায়ীকে খুনে তিনজন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ কালিয়াচকে প্রকাশ্য রাস্তায় ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করার ঘটনার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার তিনজনকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় কালিয়াচক থানার মহেশপুর চাতরা রাজ্য সড়ক এলাকায়। দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সোহেল সেখ (২৮) নামে এক ব্যবসায়ীর। মোটর বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথেই দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা মাফিক ওই ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করেছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, টাকা-পয়সা লেনদেনের জেরেই এই ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। এই ঘটনায় বাকি জড়িত দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে তিনজনের গ্রেফতারি খুনের দ্রুত কিনারা হবে বলে মনে করছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

# বর্ধমানে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে বৈঠক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের নতুন জনসংযোগ কর্মসূচি 'দিদির সুরক্ষা কবচ' নিয়ে আগেই কলকাতার নজরুল মঞ্চে ঘোষনা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানে এই কর্মসূচি নিয়ে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জেলা সভাপতি ছাড়াও ওই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, বিধায়ক খোকন দাস, সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডু, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী শিখা দত্ত সেনগুপ্ত, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সৈয়দ মহম্মদ সেলিম, বিধায়ক নেপাল ঘরুই, কর্মাধ্যক্ষ মহঃ ইসমাইল ও বাগবুল ইসলাম, জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথবাবু জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিদির সুরক্ষা কবচ' নামে একটি জনমুখী প্রকল্প সূচনা করেছেন। সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, আবাস, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং উপার্জন-এই ৬টি ক্ষেত্রে ১৫টি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকবে 'দিদির সুরক্ষা কবচ'এ। ১৫টি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে রাজ্যের প্রায় ২ কোটি পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ দিদির দূত। তাদের কাজ হবে প্রতিটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা তা দেখা এবং পরিবারের কোন অভাব-অভিযোগ থাকলে তা দিদির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গোষ্ঠীকোন্দল, আবাস যোজনার দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন অভিযোগে বিদ্ধ রাজ্যের শাসকদল। তার উপর বিজেপি, সিপিএম সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শাসকদলের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব আইটি সেলের নামাঙ্কিত 'দিদির সুরক্ষা কবচ' পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কতখানি অক্সিজেন দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখছে রাজনৈতিক মহল। তবে এটাও ঠিক যে দিদিকে বলো, দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান সহ একাধিক প্রকল্পে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেওয়ার সুফল কিন্তু তৃণমূল পেয়েছিল গত বিধানসভা নির্বাচনে। এবারের 'দিদির সুরক্ষা কবচ' তৃণমূলকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বৈতরণী সাফল্যের সাথে উতরে দেয় কিনা সে দিকে নজর থাকবে সকলের।

**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-অকশন নোটিশ নং. ... তারিখ: ২.১.২০২৩। ... www.ireps.gov.in ... [illegible]

... www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in ...

... @EasternRailway @EasternRailway Headquarter

**ABRIDGE NIT NOTICE**

**NIT No-01/KGP/2023, Memo No.: 01/KGP/ 2023, Dated-02/01/2023**

Is invited by Prodhan, Krishnapur G.P. under Kaliachak-III Dev. Block from bonafide outsider agencies.

**Sd/- Prodhan**
**Krishnapur Gram Panchayat**

**ABRIDGE NIT NOTICE**

**NIT No-02/KGP/2023, Memo No.: 02/KGP/ 2023, Dated-02/01/2023**

Is invited by Prodhan, Krishnapur G.P. under Kaliachak-III Dev. Block from bonafide outsider agencies.

**Sd/- Prodhan**
**Krishnapur Gram Panchayat**

**SBI**

এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস-৪, জেনাল অফিস বিধাননগর, ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, এসবিআই মসলন্দপুর (কোড-০০৪৬৩৬)

**অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(ধারা ৮(১)

এতদ্বারা ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন স্বীকৃত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২৭.০৭.২০২২ জানানো যায় গ্রাহক **শ্রী কল্যান চন্দ, পিতা-প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দ ও শ্রীমতি কল্পনা চন্দ, স্বামী-প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দ ও জামিনদার শ্রীমতি কল্পনা চন্দ, স্বামী-প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দ,** উভয় নিবাস-৩৫১, রামকৃষ্ণ রোড, গ্রাম ও পোস্ট-শ্রীনগর, থানা-হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩, পশ্চিমবঙ্গ পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৬,৪৮,৭৭৬.০৭ (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা সাত পয়সা মাত্র) ২৬.০৭.২০২২ তারিখে সঙ্গে সুদ ২৭.০৭.২০২২** থেকে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা ৪ ধারা ১৩ উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারায় **২জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহক/ জামিনদারকে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে **টাকা. ৬,৪৮,৭৭৬.০৭ (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা সাত পয়সা মাত্র)** সঙ্গে পরবর্তী সুদ ২৭.০৭.২০২২ থেকে, খরচ ইত্যাদি।

গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা হচ্ছে অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

**সারণী-'এ'**

**মালিক ঃ- শ্রী কল্যান চন্দ,** পিতা-প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দ ও শ্রীমতি কল্পনা চন্দ, স্বামী-প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দ উভয়ের নিবাস-৩৫১, রামকৃষ্ণ রোড, গ্রাম ও পোস্ট-শ্রীনগর, থানা-হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩, পশ্চিমবঙ্গ (উল্লেখিত প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দ প্রয়াত হয়েছে স্ত্রী কল্পনা চন্দ ও পুত্র কল্যান চন্দকে রেখে, এনারা প্রয়াত দিলীপ কুমার চন্দের আইনত উত্তরাধিকারী হচ্ছেন)।

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমির যার পরিমাপ প্রায় ২৯ ডেসিমেল, সঙ্গে দ্বিতল বসবাসের বাড়ি রয়েছে মৌজা-নগরহুবা, জেএল নং. ৮১, তৌজি নং-৫২৮৭, দাগ নং-৯৪/৭০০, রে.সা. নং. ৩২১, খতিয়ান নং. ১৪৮৩ ও ১৪৮৪(এলআর), হোল্ডিং নং. ৩৯৬/৩৫১, ওয়ার্ড নং.-১৭, হাবরা পৌরসভা, ডিড নং-১০৬৮ সাল ১৯৬৩, পোস্ট শ্রীনগর, থানা-হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩, পশ্চিমবঙ্গ।

**দ্রষ্টব্য ঃ** অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক/জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক/জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

**তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৩**
**স্থান ঃ হাবরা**

**স্বীকৃত আধিকারিক,**
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

**OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR PANCHAYAT SAMITY**
**P.O.:- MUNSHIRHAT, DIST.:- HOWRAH**
**NOTICE INVITING TENDER**
**NIT NO.: 06/EO, JBPur Date : 02/01/2023**

SCHEME WISE SEPARATE SEALED TENDERS IN PRINTED TENDER FORM AS SPECIFIED ARE INVITED FOR THE FOLLOWING WORKS: CONSTRUCTION OF SNANER GHAT AT BADUBELIA BOSE HOUSE UNDER PANTIHAL GP WITHIN JBPUR PS. Source of Fund: 15th FC/2021-22. Completion time 30 Days. LAST DATE OF APPLICATION FOR TENDER PAPER:- **10/01/2023 up to 04:00 PM.** DATE OF SUBMISSION OF TENDER:**13/01/2023 (UP TO 2.00 PM.).** DATE OF OPENING OF TENDER: **16/01/2023 (AT 2.30 PM.).** For details please visit office of the undersigned.

**Sd/- Executive Officer**
**Jagatballavpur Panchayet Samity**

# নিজের মাঠেই সেঞ্চুরি ঈশ্বরণের

**দেরাদুন, ৩ জানুয়ারিঃ** ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেছিলেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখলেন। বাংলার অধিনায়ক তিনি। বছর শেষে ভারত 'এ' দল এবং সিনিয়র দলে টেস্ট স্কোয়াডে থাকায় রঞ্জির প্রথম দুটি ম্যাচে বাংলার হয়ে নামতে পারেননি অভি। গত ম্যাচে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে এ মরসুমে প্রথম ম্যাচ খেলেন। এবং প্রথম ম্যাচেই শতরান। এ বার দেরাদুনে নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে নিজের রাজ্য দলের বিরুদ্ধেই অনবদ্য শতরান বাংলা ওপেনারের। ঘরের মাঠে প্রথম দু-ম্যাচে উত্তর প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে খেলেছে বাংলা। ঘরের মাঠে দুই ম্যাচে বাংলার সংগ্রহ ছিল ৯ পয়েন্ট। যদিও বাংলার ওপেনিং পার্টনারশিপ নিয়ে অস্বস্তি ছিল। অ্যাওয়ে ম্যাচে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফেরেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। বাংলাদেশে এ দলের হয়ে যে ছন্দে ছিলেন, রাজ্য দলের হয়েও একই ছন্দ বজায় রাখেন। তাঁর অনবদ্য শতরানে যোগ্য সঙ্গত দেন আর এক তরুণ ব্যাটার সুদীপ ঘরামি। তাঁদের শতরান এবং স্পিনারদের দাপটে ইনিংসে জেতে বাংলা। বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পায় বাংলা। মরসুমের চতুর্থ ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অনবদ্য শতরান অভিমন্যুর। অপরাজিত শতরানে বাংলাকে ভরসা দিচ্ছেন তিনি। এই ম্যাচে ওপেনিং জুটি বদলায় বাংলা। অভিমন্যুর সঙ্গে নামানো হয় সায়নশেখর মণ্ডলকে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এবং এই স্টেডিয়াম তৈরি করেন তাঁর বাবা রঙ্গনাথন পরমেশ্বরণ ঈশ্বরণ। প্রথম বার নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে প্রথম শ্রেনির ম্যাচে খেলার সুযোগ পেলেন অভিমন্যু। নিজের স্টেডিয়ামে ব্যক্তিগত ভাবে যেমন স্মরণীয় করে রাখলেন, তেমনই বাংলাকে অনবদ্য শুরুও দিলেন অভিমন্যু। দিনের শেষে বাংলা ২৬৯ রানে ৩ উইকেট হারায়। অভিমন্যু ঈশ্বরন ১৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। ২৩৮ বলের ইনিংসে তিনি ১২টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। প্রথম দিনে উত্তরাখণ্ডের হয়ে একাই ৩টি উইকেট নেন মায়াঙ্ক মিশ্র।

## বিরাট, রোহিত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চির অবসরে!

**মুম্বই, ৩ জানুয়ারিঃ** শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় দলে নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে জল্পনা শুরু হয়েছে, এ বার ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাট থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে তাঁদের। শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভারতের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার কথাতেও তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সাংবাদিক বৈঠকে এক বারের জন্যও বিরাট-রোহিতের নাম করলেন না তিনি। উল্টে তাঁর মতে, এখন ভারতের সেরা ক্রিকেটার সূর্যকুমার যাদব। সাদা বলের ক্রিকেটের পাশাপাশি লাল বলের ক্রিকেটেও তিনি ভাল খেলবেন বলে নিশ্চিত হার্দিক। তাই সূর্যকুমারকে ভারতের সব ফরম্যাটে দলে চাইছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলের অধিনায়ক হার্দিক। প্রথম ম্যাচে খেলতে নামার আগে সহ-অধিনায়ক সূর্যের প্রশংসা তাঁর মুখে। হার্দিক বলেছেন, ''আমি আগেও অনেক বার বলেছি যে দেরিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে সূর্যের। কিন্তু তার পরেও এত অল্প দিনে সূর্য বুঝিয়ে দিয়েছে ও কোন মানের ক্রিকেটার। এখন ভারতের সেরা ক্রিকেটার সূর্য। তাই আমাদের উচিত ওকে যত বেশি সম্ভব সুযোগ দেওয়া।'' সাদা বলের পাশাপাশি ভারতের টেস্ট দলেও সূর্যের সুযোগ পাওয়া উচিত বলে মনে করছেন হার্দিক। তিনি বলেছেন, ''সূর্য সব ফরম্যাটেই ভারতের হয়ে ভাল খেলতে পারবে। টি-টোয়েন্টিতে সূর্য যেমন অদ্ভুত সব শট খেলতে পারে, তেমনই ক্রিকেটীয় শটও সমান দক্ষতায় খেলতে পারে। সেটাই বুঝিয়ে দেয় ও একান মানের ক্রিকেটার। সূর্যকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আশা করছি নির্বাচকরা সূর্যের দিকে নজর রাখছেন। ঠিক সময়ে ও সুযোগ পাবে।''

**বিসিসিআইয়ের অন্দরে নাটক**

# প্রধান নির্বাচক পদে আবার কি বসছেন চেতন শর্মা?

**মুম্বই, ৩ জানুয়ারিঃ** বাইশে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের ব্যর্থতার পর শাস্তির খাড়া নেমে আসে সিনিয়র দল নির্বাচন কমিটিতে। জাতীয় নির্বাচন কমিটির প্রধান চেতন শর্মা সহ সকলকেই বরখাস্ত করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এর পর জানা যায়, নতুন নির্বাচক কমিটি তৈরি করা হবে। হঠাৎ করেই অন্যদিকে জল গড়াচ্ছে। সূত্রের খবর, চেতন শর্মাই থাকতে পারেন বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচকের পদে। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের পর বরখাস্ত হয়েও, ফের পুরনো দায়িত্বে ফিরতে চলেছেন চেতন শর্মা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, রজার বিনির বোর্ড সম্ভবত আর একটা সুযোগ দিতে চাইছে চেতন শর্মাকে। ভারতীয় বোর্ডের ৩ সদস্যের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি নতুন নির্বাচক বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছেন অশোক মলহোত্রা, যতীন পরঞ্জাপে এবং সুলাশানা নায়ক। অশোক মলহোত্রার নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি দ্বারা পুনর্গঠিত নির্বাচক কমিটিতে স্থান পাওয়ার জন্য সোমবার অন্তত সাতজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। চেতন শর্মা, হরবিন্দর সিং, অময় খুরেসিয়া, অজয় রাত্র, এসএস ডিএ, এস শরথ এবং কনর উইলিয়ামস সোমবার সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত ছিলেন। হরবিন্দর সিংয়েরও নির্বাচন কমিটিতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিসিআইয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্বাচকদের যোগ্যতার মানদণ্ড কী? নূন্যতম খেলা উচিত ছিল ৭টি টেস্ট ম্যাচ বা ৩০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ বা ১০টি ওডিআই এবং ২০টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ। কমপক্ষে ৫ বছর আগে খেলা থেকে অবসর নেওয়া। কোনও ব্যক্তি যিনি মোট ৫ বছর ধরে কোনও ক্রিকেট কমিটির (বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী) সদস্য ছিলেন তিনি পুরুষদের নির্বাচন কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না। চেতন শর্মার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটির সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ২০২২ সালের টি২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়া ভালো পারফর্ম না করতে পারার পর, যে কারণে, বরখাস্ত হয়েছিল চেতন শর্মা-সহ জাতীয় নির্বাচন কমিটির বাকি সদস্যরা। এর পরও ফের জাতীয় নির্বাচন কমিটির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হতে পারে চেতন শর্মাকে। এই খবর রীতিমতো প্রশ্ন তুলছে, বিসিসিআইয়ের অন্দরে তা হলে কী নাটক চলছে!

# শরীরে জোড়া ক্যান্সার! লড়ছেন টেনিস কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

**নিউইয়র্ক, ৩ জানুয়ারিঃ** ২০২২ সালের একেবারে শেষ থেকে নতুন বছরের শুরু, ক্রীড়া জগতে একের পর এক দুঃসংবাদ। পেলের মৃত্যু, ঋষভ পন্থের পথ দুর্ঘটনার পর নতুন বছরেও উদ্বেগের খবর। এ বার ধাক্কা টেনিস জগতে। জোড়া ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন মার্কিন টেনিস কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। স্তন ও গলার ক্যান্সার ধরা পড়েছে ৬৬ বছরের নাভ্রাতিলোভার। অতীতে ২০১০ সালে একবার স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সে বার অস্ত্রোপচার ও থেরাপির সাহায্যে সেরে উঠলেও ফের একবার ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। আরও ভয়ঙ্কর রূপে। ১৮টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নাভ্রাতিলোভার তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। আরও একবার ক্যান্সারকে জয় করার বিষয়ে প্রত্যয়ী তিনি। গতবছর নভেম্বর মাসে টেক্সাসে মরসুমের শেষ ডব্লিউটিএ ফাইনালসের সময় ঘাড়ে একটি টিউমার জাতীয় অংশ লক্ষ্য করেন। বায়োপসিতে প্রাথমিক অবস্থায় গলার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসা চলাকালীন জানতে পারেন ক্যান্সার বুকেও বাসা বেঁধেছে। তবে গলার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের কোনও যোগ নেই। জোড়া ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে ওঠা সম্ভব। বিবৃতিতে টেনিস তারকা লিখেছেন, এই জোড়া ধাক্কা অবশ্যই সিরিয়াস তবে আরোগ্যলাভ সম্ভব। আশা করছি সেরে উঠব। নিজের সবটা দিয়ে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করব। নাভ্রাতিলোভার অসুস্থতার কথা ছড়াতেই উদ্বেগে টেনিস মহল। চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন অনুরাগীরা। মার্কিন টেনিস তারকার সুস্থতা কামনায় সকলে। অসুস্থতার জন্য বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের জন্য টেনিস চ্যানেলের কভারেজে নিয়মিতভাবে অংশ নিতে পারবেন না নাভ্রাতিলোভা। সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। সিঙ্গলস, ডাবলস, মিক্সড ডাবলস নিয়ে কেরিয়ারে মোট ৫৯টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে ৩১টি ডাবলস ও ১০টি মিক্সড ডাবলস।

# রঞ্জিতে প্রথম ওভারে হ্যাটট্রিক করে ইতিহাসের পাতায় জয়দেব উনাদকট

**রাজকোট, ৩ জানুয়ারিঃ** বাইশের শেষে দীর্ঘ ১২ বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে সৌরাষ্ট্রের তারকা ক্রিকেটার জয়দেব উনাদকাটের। এক যুগ পর ভারতের জার্সিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টের মাঠে নেমে উইকেটের দেখা পান তিনি। এ বার রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লিকে কার্যত নাকানিচোবানি খাওয়ালেন উনাদকাট। দিল্লির ইনিংসের প্রথম দু'ওভারেই উনাদকট তুলে নেন ৫ উইকেট। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে শূন্য রানেই ৩ উইকেট হারায় দিল্লি। রঞ্জির ইতিহাসে ম্যাচের প্রথম ওভারেই হ্যাটট্রিক করে রেকর্ড গড়লেন তিনি। দীর্ঘ ১২ বছর টেস্ট ক্রিকেটে কামব্যাক করেই উইকেটের দেখা পেয়েছিলেন উনাদকট। এ বার রঞ্জির ময়দানে নেমে নজির গড়লেন সৌরাষ্ট্রের অধিনায়ক। দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম দু'ওভারে তিনি তুলে নেন ৫ উইকেট। পরে আরও একটি। শুরুর দিকে তাঁর বলের সামনে কার্যত রানের খাতা খুলতে পারেনি দিল্লি। শূন্য রানে ৩ উইকেট নিয়ে নেন উনাদকাট। সেই সঙ্গেই রঞ্জির ইতিহাসে প্রথম ওভারে হ্যাটট্রিক করে রেকর্ড গড়লেন সৌরাষ্ট্রের উনাদকাট। প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে দিল্লির ওপেনার ধ্রুব শোরের উইকেট তুলে নেন তিনি। হ্যাটট্রিক গড়ার পথে উনাদকটের দ্বিতীয় শিকার হন বৈভব রাওয়াল। এর পর দিল্লির অধিনায়ক যশ ধুলকে মাঠ ছাড়া করে হ্যাটট্রিকের রেকর্ড পূর্ণ করেন উনাদকট। হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পর, তৃতীয় ওভারে জন্টি সিধু (৪) ও ললিত যাদবের (০) উইকেট তুলে নেন উনাদকট। পঞ্চম ওভারের মাথায় লক্ষ্য থারেজার (১) উইকেট আসে উনাদকটের খাতায়। মোট আটটি উইকেট নিয়েছেন উনাদকট। উল্লেখ্য, দিল্লি প্রথম ইনিংসে ৩৫ ওভারে ১৩৩ রান করে অলআউট হয়ে যায়। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করার জন্য মঙ্গলবারের ম্যাচটি সৌরাষ্ট্রের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এখনও অবধি ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ বি-এর তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সৌরাষ্ট্র। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুম্বই ও মহারাষ্ট্র। বিজয় হাজারে ট্রফি ও ভারতের জার্সিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। রঞ্জির মাঠেও সেই ধারা অব্যাহত উনাদকাটের।

# 'তুমি ফাইটার' ঋষভকে বার্তা দ্রাবিড়দের

**মুম্বই, ৩ জানুয়ারিঃ** বছর শেষে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন জাতীয় দলের ব্যাটার ঋষভ পন্থ। মা-কে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য দিল্লি থেকে রুরকির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন পন্থ। পথেই দুর্ঘটনা ঘটে। ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় তাঁর গাড়ি। দেরাদুনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঋষভ। সংক্রমণের আশঙ্কা এড়াতে আইসিইউ থেকে প্রাইভেট স্যুটে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ঋষভকে। তাঁর এই অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন গোটা দেশ। ঋষভ হাসপাতালের বেডে, কিন্তু অন্য দিকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি অভিযান শুরু করে আজ। এই সিরিজে ঋষভকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। ছুটি কাটাতেই মায়ের কাছে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় কাটছে এখন হাসপাতালে। ম্যাচের আগে ঋষভের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন জাতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় সহ দলের আরও অন্যান্য সদস্যরা। বিসিসিআইয়ের টুইটার পেজে ভিডিয়োটি পোস্ট করা হয়েছে। জাতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় ঋষভের উদ্দেশ্যে একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন। সেই ভিডিয়োতে তিনি বলেন, ''আশা করি তুমি সুস্থ হয়ে উঠছো। টেস্টের মাঠে তোমার কিছু দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা যখনই বিপদে পড়েছি, তুমি আমাদের মুশকিল আসান করেছো। তাই আমি জানি এই চ্যালেঞ্জটাও তুমি ঠিক পার করে দেবে।'' হার্দিক পান্ডিয়া বললেন, ''ঋষভ তোমার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। জীবন সবসময় আমাদের হাতে থাকে না। আমি জানি তুমি একজন ফাইটার। প্রত্যেক বারের মতো তুমি আবার ফিরে আসবে, আমার বিশ্বাস। আমার ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা তোমার সঙ্গে রয়েছে। পুরো দল এবং জাতি তোমার সঙ্গে সবসময় রয়েছে।'' সূর্যকুমার যাদব বলেন, ''আমি জানি কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছো তুমি। আমরা তোমায় মিস করছি। তুমি সবসময় আমাদের মধ্যে একজন ফাইটার ছিলে তাই আমি জানি তুমি খুব তাড়াতাড়ি এই লড়াই শেষ করে ফিরে আসবে।'' স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল বললেন, ''তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো ঋষভ। এক সঙ্গে অনেক চার, ছয় মারা বাকি!'' উইকেটকিপার ব্যাটার ঈশান কিষান বলছেন, ''আমরা এখানে তোমায় মিস করছি। আমাদের এখন তোমার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে আমি জানি তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'' শুভমন গিল বলেছেন, ''ভারতীয় টিমের পক্ষ থেকে তোমার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। আমাদের ভালবাসা তোমার সঙ্গে আছে।'' শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হোয়াইট বলে জোড়া সিরিজ শেষে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। যদিও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পাওয়া যাবে না ঋষভকে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের জন্য এটি বড় ধাক্কা।

## আইপিএলে মহারাজের কামব্যাক

**নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ** ফের আইপিএলের মঞ্চে দেখা যাবে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসে ফিরছেন মহারাজ। সংবাদ সংস্থা পিটিআইরে সূত্রের খবর, দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট হিসেবে দেখা যাবে সৌরভকে। ২০২২ সালের অক্টোবরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদ থেকে এক প্রকার সরে যেতে বাধ্য হন। তার পর থেকে তাঁকে আর কোনও প্রশাসনিক দায়িত্বে দেখা যায়নি। নতুন বছরের শুরুতেই সৌরভপ্রেমীদের জন্য সুখবর এল। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইপিএলের এক সূত্র সৌরভের দিল্লিতে যোগ দেওয়ার খবরটি জানান। তিনি বলেন, ''চলতি বছরে সৌরভ দিল্লি ক্যাপিটালসে ফিরছে। এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে। তিনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন। দলের মালিকদের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি যদি আইপিএলে কাজ করতেন, তা হলে সব সময় দিল্লির সঙ্গেই থাকতেন।'' ২০১৯ সালে এর আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের পরামর্শদাতা ছিলেন সৌরভ। সে বার শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে দিল্লি প্লে অফে উঠেছিল। সিএবি সভাপতি থাকাকালীন দিল্লির মেন্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ। পরবর্তীতে একটা স্বার্থের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আগেই সৌরভ দিল্লি ক্যাপিটালসের পদ ছাড়তে রাজি হয়ে যান। এই মুহূর্তে সৌরভ কোনও প্রশাসনিক পদে না থাকায়, এখন কোনও জটিলতা নেই। ২০২২ সালের অক্টোবরেই শোনা গিয়েছিল, সিএবির সভাপতি হওয়ার জন্য মনোনয়ন জমা দিতে পারেন মহারাজ। শেষ অবধি তা হয়নি। সিএবি-তে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন সভাপতি হিসেবে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স (২০০৮-১০) ও পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়ার (২০১১-১২) হয়ে খেলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

# সৌদিতে পা রাখলেন রোনাল্ডো

**রিয়াধ, ৩ জানুয়ারিঃ** বিশ্বকাপ শেষ হতেই সৌদি আরবে পাড়ি জমালেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পুরনো ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার পর, ২০০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে সৌদির ক্লাব আল নাসেরে যোগ দিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহতেই ৯ বারের লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তাঁর। এ বার সোমবার মধ্যরাতে রিয়াধে পৌঁছেছেন তিনি। বান্ধবী জর্জিনা রড্রিগেজ ও সন্তানদের নিয়ে একটি বিশেষ বিমানে রিয়াধে পৌঁছন ৩৭ বছরের পর্তুগিজ তারকা। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রয়েছেন তাঁরা। সিআর সেভেনের সঙ্গে রয়েছে তাঁর সহকারীরা। এবং একটি নিজস্ব নিরাপত্তা ফার্মও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তিনি। পরিবার নিয়ে সৌদির একটি বিলাসবহুল হোটেলে উঠেছেন পর্তুগিজ তারকা। সঙ্গেই রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মীরাও। তাঁকে বরণ করে নিয়েছে আল নাসের। আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাঁর। পরবর্তী আড়াই বছর খেলবেন সৌদির জার্সিতে। বাকি সময়টা সৌদির মুখ হতে চলেছেন তিনি

# ১৯শে জানুয়ারি মুখোমুখি মেসি ও রোনাল্ডো? চলছে জোর জল্পনা

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

ফুটবল জগতের দুই মহাতারকা এখন দুই মেরুতে। লিওনেল মেসি আগের মতোই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ইউরোপিয়ান ফুটবলে। এতদিন ইউরোপিয়ান ফুটবলে খেলার পর আড়াই বছরের জন্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ঠাঁই এশিয়ার দল আল নাসেরে। এখন থেকে ক্লাব ফুটবলে দুই মহাতারকা খেলবেন দুই মহাদেশে। মন খারাপ ফুটবলপ্রেমীদের। তাহলে কি ক্লাব ফুটবলে মেসি ও রোনাল্ডোর সাক্ষাৎ হবে না? সেইসব চিন্তিত অনুরাগীদের জন্য সুখবর। নতুন বছরের শুরুতেই মেসি ও রোনাল্ডোর মুখোমুখি হওয়ার জোর সম্ভাবনা। তেমনটা হলে নতুন বছরে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার হয় না। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বনাম লিওনেল মেসি। জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে প্রীতি ম্যাচে আল নাসের ও পিএসজির খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। জানুয়ারিতে সৌদি আরব সফরে যাবে পিএসজি। সেখানকার দুটি শীর্ষ ফুটবল ক্লাব আল নাসের ও আল হিলালের মিলিত একাদশের বিরুদ্ধে খেলবেন মেসি-নেইমাররা। সম্প্রতি ২০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তিতে আড়াই বছরের জন্য রোনাল্ডোর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরের। তারপরই এই সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে। যদি এই জল্পনা সত্যি হয় তাহলে অবসরের আগে দুই মহাতারকা শেষবারের মতো হয়তো একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবেন। জানা গিয়েছে, পিএসজি ও আল নাসেরের মধ্যে ম্যাচটি খেলার কথা ছিল ২০২২ সালের শুরুর দিকে। কিন্তু কোভিড-১৯ প্যানডেমিক ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় তখনকার মতো ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায়। বোধহয় ফুটবল জগতের দুই মহীরুহকে আরও একবার মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্যই এই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন ফুটবল দেবতা। পেলে নাকি মারাদোনা, কে বড়? অতীতের এই বিতর্কের মতোই এখনকার মেসি-রোনাল্ডো। ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে রোনাল্ডোর থেকে নিজেকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছেন মেসি। ব্যালন ডি'অর-এর সংখ্যাতেও পিছনে ফেলেছেন সিআর সেভেনকে। এদিকে ক্লাব ফুটবলে আয়ের নিরিখে রোনাল্ডোই এখন সবচেয়ে সেরা। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে দু'জনের সামনেই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝালিয়ে নেওয়ার আরও একটা সুযোগ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত